করুণাসিন্ধু

বিদ্যাসাগর

[সামাজিক নাটক]

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি কর্ত্তৃক অভিনীত

ও

শ্রীঅনিল বাগচী কর্ত্তৃক সুর-লয়ে গঠিত

শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

প্রকাশক :

শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল

মণ্ডল এণ্ড সন্স

১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

ম প্রকাশ :

শুভ ১লা বৈশাখ

ভূমিকা

অনেকদিন আগে অভিনেতা শ্রীঅরুণ দাসগুপ্তের চওড়া কপালের দিকে চেয়ে চেয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-নাট্য যাত্রায় পরিবেশনের কল্পনা করছিলাম। তখন যাত্রায় সামাজিক নাটক বলতে ছিল শুধু আমার "নিষিদ্ধ ফল" ও "প্লাবন"। মনে মনে কয়েক বছর সন্দেহের দোলায় দুলেছি, —যাত্রার আসরে এমন সামাজিক নাটক সর্বজনগ্রাহ্য হবে কি না। নট্ট কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীমাখন নট্টের তাগিদে ও আনন্দলোকের ভাণ্ডারী সূত্রধারের উৎসাহে ১৩৭৫ সালে সত্য সত্যই একদিন এই বিরাট পুরুষ যাত্রার আসরে নেমে এলেন। অসংখ্য যাত্রা-রসিকের সঙ্গে আমিও মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবলুম, যাত্রায় কি নবযুগ এল? আজ দেখছি, সত্যই নবজীবনের জোয়ার এসেছে এই অবহেলিত শিল্প-জগতে।

বিদ্যাসাগরের বহুমুখী কর্মকাণ্ড একটি মাত্র নাটকে সংবদ্ধ করার সাধ্য কারও নেই। আমি শুধু বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক মহাতেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্রকেই রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। চারদিক থেকে কত অভিনন্দন [illegible] কাছে এসেছে, তার সংখ্যা নেই। আমি মনে করি, এ অভি[illegible] প্রাপ্য নট্ট কোম্পানির কুশলী শিল্পীগণের, যাঁদের অভিনয় ম[illegible] হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসাগর (অরুণ দাশগুপ্ত), শ্রীরামকৃষ্ণ ও [illegible] গাঙ্গুলি), ঠাকুরদাস (পরেশ বন্দ্যোঃ), ভগবতী (ফনী[illegible] (মনোজ দে), সুরমা (হরিগোপাল), সদাশিব (অ[illegible] (মহেন্দ্র গুপ্ত). এবং অন্যান্য সব চরিত্র।

সুরের মায়াবী শ্রীঅনিল বাগচী ও [illegible] চিরঋণী।

যাত্রা জগতের স্বনামধন্য অভিনেতা

শ্রীঅরুণ দাসগুপ্ত

প্রীতিনিলয়েষু

—গ্রন্থকার

পরিচয়

পুরুষ

শ্রীরামকৃষ্ণ		মহাপুরুষ
রাখাল	...	ঐ শিষ্য
ঠাকুরদাস	....	বীরসিংহের জনৈক ব্রাহ্মণ।
ঈশ্বরচন্দ্র দীনবন্ধু	...	ঐ পুত্রদ্বয়।
শ্রীমন্ত	....	ভৃত্য।
সদাশিব	...	ঠাকুরদাসের প্রতিবেশী।
ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোঃ শ্রীশ বিদ্যারত্ন	....	ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুগণ।
রাধাকান্ত দেব	....	শোভাবাজারের রাজা।
গগন	...	ঐ ভৃত্য।
তারানাথ বাচস্পতি সপ্ততীর্থ ন্যায়রত্ন	...	পণ্ডিতগণ।
মেজর মার্শাল	...	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ।
অখিলউদ্দীন	....	দপ্তরী।

স্ত্রী

ভগবতী	...	ঠাকুরদাসের স্ত্রী।
দিনমণি	....	ঈশ্বরচন্দ্রের স্ত্রী।
লবঙ্গ	...	সদাশিবের স্ত্রী।
সুরমা	...	সদাশিবের কন্যা।

করুণাসিন্ধু

বিদ্যাসাগর

সূচনা

বীরসিংহ—সদাশিবের বাড়ী

গীতকণ্ঠে সুরমার প্রবেশ

গীত

কেড়ে নিলে সাধ বিধি,
সুধা কেন নিলে না ?
আগুন তাপে দগ্ধ দেহ,
মরণ কেন দিলে না ?
ধরে না জল আঁখিতে আর,
সয়না জ্বালা হায় সবাকার,
এত ডাকি, এত কাঁদি, যমের দেখা মিলে না ॥
কোন্ জনমের মহাপাপে,
জানি না কার অভিশাপে,
রূপে রসে ভরা ধরা আমায় ধরা দিলে না ॥

সদাশিবের প্রবেশ

সদাশিব। এসব কি শুনছি রে সরমা ?

সুরমা। মিছে কথা বাবা।

সদাশিব। মিছে কথা বদমায়েস মেয়ে ? ঠাকুর ঘরে কে, না কলা

খাই নি? আমি তোকে কেটে দু'খানা করব। আমি সদাশিব রায়, হাজার বার ঠাকুরের নাম জপ না করে জলগ্রহণ করি না, দশখানা গাঁয়ের লোক আমার নামে মাথা নোয়ায়, আর আমারই ঘরে এই অনাচার!

সুরমা। কি অনাচার করেছি বাবা?

সদাশিব। কি অনাচার? ন্যাকা মেয়ে,—জান না তুমি? আজ একাদশীর দিন বিধবার জল খেতে নেই, আর তুই কি না ঘটি ঘটি জল খেয়ে বসে রইলি?

সুরমা। ঘটি ঘটি খাইনি বাবা। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। কত চেষ্টা করলুম, কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না। তাই একটুখানি জল খেয়েছি বাবা।

সদাশিব। বুক ফেটে তুই মরলি নে কেন পোড়ামুখি? আমার চৌদ্দপুরুষকে তুই নরকে ডোবালি? একাদশীর দিন জল খাওয়া! ওঃ—এ পাপের যে কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। এ যে কাউকে বলাও যায় না। আমি তোকে খুন করবো। [যষ্টিদ্বারা প্রহার]

সুরমা। আর মেরো না বাবা। আর জল খাব না, মরে গেলেও খাব না। ওঃ বাবা, বাবা গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি বাবা।

সদাশিব। পায়ে পড়ি বাবা? আর কি দেশে বিধবা নেই? বিপিন ঘোষালের মেয়ে, গৌরীকান্তের ভাইঝি, মতিদাসের বোন, এরাও তো ছেলেবেলায় বিধবা হয়েছে। একাদশীর দিন নির্জলা উপোস করছে না তারা? কে ক' ফোঁটা জল খেয়েছে বল্। আরও কি খেয়েছিস্ কে জানে?

সুরমা। আর কিছু খাই নি বাবা; শুধু একটুখানি জল। কাল রাত্রে অসুখের জন্যে কিছু খাই নি, পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল, বুকটা শুকিয়ে যাচ্ছিল বাবা।

সদাশিব। পুকুরে ডুবে মর গে যা, যত খুশী জল খেতে পাবি। কি হবে তোর বেঁচে থেকে? বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা কালামুখি।

সুরমা। কোথায় যাব বাবা?

সদাশিব। বললুম ত, নদীতে ডুবে মরগে যা। তোর মত মেয়ে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। যা, দূর হয়ে যা।

[গলাধাক্কা দিল।

সুরমা। বাবা! [পড়িয়া গেল]

সদাশিব। আর যেন তোর মুখ আমায় দেখতে না হয়।

[লাথি মারিয়া প্রস্থান।

সুরমা। উঃ—ঠাকুর,—আমায় নাও ঠাকুর।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবেশ

ঈশ্বর। সুরমা, ওরে সুরমা! সুখবর আছে শুনে যা। একি! সুরমা পড়ে কেন? কি হয়েছে দিদি?

সুরমা। ও কিছু নয়, মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম।

ঈশ্বর। কপালটা ফেটে গেছে যে রে।

সুরমা। ভাঙা কপাল ফাটলে কি হয় দাদা? উড়ে গেলেই বা কি? এই দেখ, অমনি তোমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। এত যার কোমল প্রাণ, সে ছেলেবেলায় গ্রামটাকে জ্বালিয়েছিল কি করে? বল না কি খবর এনেছ? একাদশীর দিন আর আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

ঈশ্বর। একাদশী! তুই একাদশী করিস সুরমা?

সুরমা। ছ'বছর ধরেই ত করে আসছি দাদা।

ঈশ্বর। কখনও বলিস নি ত?

সুরমা। বিধবারা একাদশী করবে, তা কি ঢাক পিটিয়ে তোমায়

জানাতে হবে,—ওগো দাদাঠাকুর, আমরা একাদশী কচ্ছি, তুমি দেখবে এস।

ঈশ্বর। বড় কষ্ট হয়, না রে সুরমা? একাদশী না করলে কি হয়?

সুরমা। মহাপাপ হয়। বাপের বংশ আর শ্বশুর বংশের সবাই ঝুপ ঝুপ করে নরকে পড়ে যায়।

ঈশ্বর। আর একাদশী করলে সবাই শিবলোকে গিয়ে, ছোট কল্কেতে বড় তামাক খেতে পায়। সব মিছে কথা, এ সব স্বার্থান্বেষী শয়তান পণ্ডিতগুলোর অসার মস্তিষ্কের কল্পনা।

সুরমা। এত শাস্ত্র পড়ে তোমার এই বিদ্যে হয়েছে? তোমাদের পুঁথিতে লেখা নেই যে বিধবারা একাদশী না করলে পাপ হয়, করলে কোন পুণ্য হয় না?

ঈশ্বর। আমায় রাগাসনি সুরমা। তাহলে ছেলেবেলাকার মত আবার পিঠে বেত মারব।

সুরমা। তোমাকে মারতে হবে না দাদা! বাবাই লাঠি পেটা করবে। বললে না কি খবর এনেছ বোনের জন্যে?

ঈশ্বর। খবর থাক, তুই চলে আয় মার কাছে; আমি মাকে বলব তোকে ভাত খাওয়াতে।

সুরমা। চুপ কর ঈশ্বরদা, চুপ কর। মা শুনতে পেলে এখনি বাবাকে বলবে, আর বাবা আমায় আস্ত পুড়িয়ে মারবে।

ঈশ্বর। মা বলছিস্ কাকে? তোর মা চিতা থেকে উঠে এল নাকি?

সুরমা। তুমি ত গাঁয়ের কোন খবরই রাখ না দেখছি। এতই তোমার পড়ার চাপ যে, রাতে এসে ভোরেই চলে যেতে হয়? সকালে

খবর শুনে দেখা করতে গিয়ে দেখি পরমেশ্বর হাওয়া। বাবা বিয়ে করেছে শোন নি?

ঈশ্বর। বিয়ে করেছে! ওই আটান্ন বছরের বুড়ো! কার মেয়ে গলার কাঁটা হয়েছিল?

সুরমা। এ দেশের মেয়েরা ত বাপ-মার গলার কাঁটাই।

ঈশ্বর। কাঁটাটির বয়েস কত?

সুরমা। ষোল সতেরো বছর।

ঈশ্বর। ষোল বছরের মেয়ে ষাট বছরের বুড়োর গিন্নী! এদের জন্যে কি মড়ক নেই, বজ্রাঘাত নেই, বাঘেও কি এদের খায় না, সাপেও কি ছোবল মারতে জানে না? সংসারে এত দুঃখ, তার উপর আরও দুঃখ এরা সাধ করে ডেকে নিয়ে আসে। আবার একটা মেয়ে সংসারকে চিনতে না চিনতেই বিধবা হবে। আবার একটা বালিকা অর্ধাহারে-অনাহারে তিল তিল করে ছাই হয়ে যাবে। শাস্ত্র নড়বে না, সমাজ নিঃশ্বাস ফেলবে না; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে আর দাঁত বার করে হাসবে। আয়—চলে আয়।

সুরমা। কি তুমি পাগলের মত বলছ? একাদশীর দিন ভাত খেলে রক্ষে আছে?

ঈশ্বর। নরক ভোগ করতে হবে? নরক ভোগের জ্বালা কি এর চেয়ে বেশী? কোন ভয় নেই তোর, আমি বামুনের ছেলে, মুখে আমার আগুন, আমার কথাই বেদবাক্য, তোদের বিশ্বাস নেই কেন? আমি বলছি তোর কোন পাপ হবে না। যদি হয়, সে পাপ আমি গায়ে মেখে নেব। যমরাজ যখন তোর নরকভোগের রায় লিখবে, তখন আমি গিয়ে সামনে দাঁড়াব ঈশ্বরচন্দ্রকে কালীকান্ত গুরুমশায় হাড়ে হাড়ে চিনেছেন, বীরসিংহের ছেলে বুড়ো সবাই চিনেছে, আর যমরাজ চিনবে না?

সুরমা। হ্যাঁ দাদা, সত্যি তুমি ছেলেবেলায় ডানপিটে ছিলে? কেউ ফর্সা কাপড় রোদে দিলে তুমি ছিঁড়ে রেখে দিতে? গুরুমশাইয়ের টিকি ক'বার কেটেছ? সহপাঠিদের দিনে ক'বার মারধোর করেছ? পুকুরের বাঁধ কেটে দিয়ে কত লোকের মাছ বার করে দিয়েছ? সেই লোক তুমি, তুমি না কি কলেজ থেকে জলপানি পাও?

ঈশ্বর। শুধু জলপানি নয় সুরমা! আমি কলেজ থেকে বিদ্যাসাগরের উপাধি পেয়েছি; তাইত তোকে বলতে এলাম।

সুরমা। বিদ্যাসাগর! খাল নয় – পুকুর নয়—একদম সাগর। উঃ—তুমি কি গো ঠাকুর? কি আর তোমায় বলব? কলেজ তোমায় বিদ্যাসাগর উপাধি দিয়েছে, তোমার বোন তোমায় উপাধি দিলে করুণাসিন্ধু। তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার মত শিশু বিধবা যারা, তাদের দুঃখ দূর কর তুমি। তুমি অমর হও দাদা—তুমি অমর হও।

সদাশিবের পুনঃ প্রবেশ

সদাশিব। শোন্ হতভাগা মেয়ে, যা করেছিস তুই, তাতে আমার আর মুখ দেখাবার জো নেই। বাচস্পতি ঠাকুর বললেন—কে? ঈশ্বর নয়? এতদিন পরে হঠাৎ কি মনে করে এলে?

ঈশ্বর। এলাম আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে, আপনি গলায় দড়ি দিয়ে মরেননি কেন? বীরসিংহের একটা পুকুরেও কি জল ছিল না—যে আপনি ডুবে মরতে পারেন?

সদাশিব। এসব কি বলছ তুমি?

ঈশ্বর। কি বলছি? ঘাটের মড়া আপনি, একটা ষোল বছরের মেয়েকে বিয়ে করতে প্রবৃত্তি হল আপনার? আপনি যখন শ্মশানঘাটে যাবেন, এই হতভাগী মেয়েটার কি হবে ভেবে দেখেছেন?

সদাশিব। দেখেছি। তার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। গিন্নী তাহলে তোমার কথাই বলছিল। তুমি আমার বিধবা মেয়েকে বলছিলে ভাত খেয়ে একাদশী করতে? আর মেয়ে অমনি নেচে উঠেছে।

সুরমা। নেচে আমি উঠিনি বাবা! কাল রাত্রে আমি খাইনি। আজ সকাল থেকে ক্ষিধে তেষ্টায় শরীর থরথর করে কাঁপছে। তার উপর গ্রীষ্মের অসহ্য উত্তাপ। পিপাসা সইতে না পেরে একটু জল খেয়েছিলাম। তার জন্যে তুমি আমায় লাঠিপেটা করেছ। আর আমার ক্ষিধে-তেষ্টা নেই বাবা।

সদাশিব। কথাটা আবার আদিখ্যেতা করে ঈশ্বরকে শোনানো হচ্ছে। তোকে আমি—

ঈশ্বর। থামুন। লজ্জা করে না আপনার? নিজে ষাট বছর বয়সে বিয়ে করে একটা কচি মেয়ের মাথায় পাহাড় ছুঁড়ে মেরেছেন, আর আপনার মেয়ে একাদশীতে জল খেয়েছে বলে, আপনার চৌদ্দপুরুষ নরকে গেছে? যত পাপ শুধু মেয়েদের বেলায়? পুরুষের কোন পাপ হয় না?

সদাশিব। তুমি অবাক করলে ঈশ্বর। একাদশীতে জল খেলে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় জান? তুষানলে প্রাণ বিসর্জন।

ঈশ্বর। বাচস্পতি মশায় বলেছেন বুঝি? আপনাকে আর বাচস্পতিকে আমি এক শ্মশানে দাহ করব, আর সেই শ্মশানের ছাইগুলো বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেব, যেন আপনাদের চিহ্ন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে আর না থাকে।

সদাশিব। এত বড় কথা বলিস তুই পাষণ্ড?

ঈশ্বর। শুধু কথা? বুড়ো বয়সে বিয়ে করে আপনি যে অপরাধ করেছেন, আপনাকে খুন করলেও তার প্রতিকার হয় না। আপনি মরার

পর ওই মেয়ে একাদশী করবে, আর আপনি স্বর্গ থেকে দেখবেন ? ও আশা ছেড়ে দিন কাকা।

সদাশিব। তাই বলে আমার মেয়েকে আমি শাসন করব, তাতে তুই বলবার কে ?

ঈশ্বর। আমি গাঁয়ের মানুষ, আমি ভাই। আপনি না আচার্য্য ? নিজে আচরণ করে অপরকে শেখাতে হয় জানেন না? আপনি বৃদ্ধ বয়সে বিলাসিতায় অঙ্গ ঢেলে দেবেন, আর আপনার বিধবা মেয়ে একাদশীতে জলটুকু মুখে দিলেই আপনি তার মাথা ভাঙবেন ? এ অনিয়ম চিরদিন চল্‌বে না কাকা ! বাড়াবাড়ি আর করবেন না, গাঁয়ের দুরন্ত ছেলে ঈশ্বরকে সবাই চিনেছে, আপনাকে আর চেনাতে চাই না, কারণ আপনি আমার এই হতভাগী বোনটার বাবা। বুঝে কাজ করবেন।

[প্রস্থান।

সদাশিব। আমি থানায় যাব। হতভাগাকে আমি জেল খাটাব।

সুরমা। থাক্ বাবা থাক্। মারতে হয় আমাকে আরও মার, তবু থানা পুলিশ করতে যেও না। ওতে কোন লাভ হবে না, শুধু তোমাকে নিয়েই তারা হাসাহাসি করবে। আনন্দ কর বাবা, আনন্দ কর। বাপের মত যে তোমায় শ্রদ্ধা করে, সেই ঈশ্বরচন্দ্র আজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সদাশিব। বিদ্যাসাগর ! সে আবার কি ?

সুরমা। বাংলাদেশের মানুষ যা কখনও চোখেও দেখেনি, এ তাই। তোমার ইষ্টদেবতা বাচস্পতি ঠাকুর বিশ বছর সাধনা করলেও এ সাগরের তীরেও পৌঁছুতে পারবে না। বীরসিংহের মানুষগুলোকে শাসন করার অধিকার এই একটা মানুষেরই আছে। ওর চোখরাঙানিতে দুঃখ করো না আনন্দ কর। [প্রস্থান।

সদাশিব। আনন্দ করব ? শালার মেয়ে — [প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঈশ্বরচন্দ্রের বাসাবাড়ী

দুর্গাচরণের প্রবেশ

দুর্গাচরণ। পণ্ডিত আছ? ও পণ্ডিত,—

দীনবন্ধুর প্রবেশ

দীনবন্ধু। দাদা ত বাসায় নেই।

দুর্গাচরণ। কোথায় গেছে?

দীনবন্ধু। কিছু ত বলে যাননি। শম্ভুর বিয়ের কথাবার্তা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে, হয়ত তারই জন্যে কিছু কেনাকাটা করতে গেছেন।

দুর্গাচরণ। বিয়ে ঠিক হয়েছে, তবে তোমরা এখানে বসে আছ কেন? বাড়ী যাবে না?

দীনবন্ধু। আমাকে এখুনি রওনা হ'তে বলে গেছেন। দাদা পরে যাবেন।

দুর্গাচরণ। পরে-টরে নয় দীনবন্ধু! ও পাগলকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। ওর মাথা খারাপ হয়েছে।

দীনবন্ধু। বলেন কি ডাক্তারবাবু?

দুর্গাচরণ। ঠিকই বলছি। তোমার বাবার ওষুধ ছাড়া এ ব্যাধি সারবে না। ছেলেবেলায় কলকাতার বাসায় পান থেকে চুণ খসলে

তোমার বাবা যে লাঠৌষধি লাগাতেন, আজ আবার তারই দরকার হয়ে পড়েছে।

দীনবন্ধু। আপনি যখন রোগীপত্র ফেলে ছুটে এসেছেন, তখন বুঝতে আর বাকি নেই যে কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। কি যে দাদার গোঁ, কারও কথাই কানে তুলবেন না ; নিজে যা ভাল বলে বুঝবেন, মা বাবা ছাড়া কারও সাধ্য নেই যে, তার থেকে ওকে একচুল সরাতে পারে। এই দেখুন, পঞ্চাশখানা মনিঅর্ডারের ফরম, পঞ্চাশ জায়গায় দানের টাকা পাঠানো হচ্ছে। বাসায় কত ছাত্র আছে দেখুন। দাদা মনে করেন এরা সবাই দুঃস্থ। আসলে তা নয়,—জলস্রোতের মত টাকা আসছে, জলস্রোতের মতই বেরিয়ে যাচ্ছে।

দুর্গাচরণ। তোমার দাদার কপালে অশেষ দুঃখ আছে।

দীনবন্ধু। আজ আবার কি করেছেন ?

দুর্গাচরণ। কার সাহেবকে জান ? প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল ? তোমার দাদা একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। সাহেব তখন টেবিলের উপর জুতোশুদ্ধ পা তুলে দিয়ে বসেছিলেন। পণ্ডিতকে দেখেও তিনি পা নামালেন না। পণ্ডিত সংক্ষেপে কথা শেষ করে চলে এলেন।

দীনবন্ধু। সাহেবী মেজাজই আলাদা।

দুর্গাচরণ। কথাটা শোন। তিনদিন আগে কার সাহেব এসেছিলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। সাহেবকে দেখামাত্রই তোমার দাদা চটিশুদ্ধ পা টেবিলে তুলে দিলেন। সাহেব রেগে উপরওয়ালার কাছে গিয়ে নালিশ করেছে।

দীনবন্ধু। তবে ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরি আজও গেছে—কালও গেছে। আপনি কার কাছে শুনলেন ?

দুর্গাচরণ। কার সাহেবের নিজের মুখেই শুনে এলাম। আমি তাঁর চিকিৎসা করতে গিয়েছিলাম।

দীনবন্ধু। বাড়ী যাবার সময় ভাল খবরটাই দিয়েছেন ডাক্তারবাবু! বাড়ীতে সবাই হয়ত এখন বিয়ের আনন্দে মত্ত হয়ে আছে। আমি গিয়ে মাকে সুখবর দিই যে কাল থেকে আমাদের অনাহারে দিন কাটাতে হবে। আমি চাকরির উমেদারি কচ্ছি, শম্ভুও প্রায় কিছুই কচ্ছে না, ঈশান এখনও ছাত্র। বাবা অবসর নিয়ে বসে আছেন, মা সুখের স্বপ্ন দেখছেন। সবাই আমরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি। এতগুলো লোকের ভারে এ ডালটাও বুঝি ভেঙে গেল। মানুষ গড়ে—দেবতা ভাঙে।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবেশ

ঈশ্বর। দীনু, এখনও যাওনি? তোমাদের সব কাজে দীর্ঘসূত্রতা। জাতটাই কি এমনি জরাগ্রস্ত হয়ে গেল দুর্গাচরণ? কি রকম ডাক্তারি কচ্ছ তোমরা? এই অবসাদগ্রস্ত জাতটাকে চাঙ্গা করে তুলতে পার না?

দুর্গাচরণ। তুমি আগে বিশ্রাম করে নাও, আমার কথা আছে।

ঈশ্বর। ওই তোমাদের এক বুলি,—বিশ্রাম। পেটের অসুখে বিশ্রাম, মাথাঘোরায় বিশ্রাম, পিলেবাত, কোষ্ঠকাঠিন্যে বিশ্রাম—এ ছাড়া আর কথাই নেই। আমার সেদিন জ্বর হয়েছিল, তুমি আমায় ওষুধ দিয়ে গেলে মনে আছে?

দুর্গাচরণ। ওষুধটা খুব ধরেছিল; অমন জ্বর একদিনে ছেড়ে গেল।

ঈশ্বর। কি করে ছেড়ে গেল জান? তুমি যাওয়ার পর আমি ওষুধগুলো নর্দমায় ফেলে দিয়ে পায়ে হেঁটে খিদিরপুর থেকে ঘুরে এলাম।

দুর্গাচরণ। বড়বাজার থেকে খিদিরপুর!

ঈশ্বর। রাত্রে দেখি জ্বরাসুর আমায় পায়ে ঠেলে চলে গেছে।

দুর্গাচরণ। তুমি বলছ কি পণ্ডিত?

ঈশ্বর। বলছি,—দোহাই তোমাদের ডাক্তার, জাতটাকে তোমরা বিশ্রাম দিও না। আর কোন কাজ না থাকে, চালে-ডালে মিশিয়ে দাও, বসে বসে বাছুক। শয়তানি চক্র যেন দানা বাঁধতে না পারে। দীনবন্ধু!

দীনবন্ধু। যাচ্ছি দাদা! আমার একটা কথা ছিল।

ঈশ্বর। কথা পরে হবে, আমি আজই মরব না।

দীনবন্ধু। নারায়ণ—নারায়ণ!

[প্রস্থান।

দুর্গাচরণ। আমি তোমার মাথা ভাঙব পণ্ডিত!

ঈশ্বর। হাতুড়িটা আনব? দেখ না চেষ্টা করে, ওহে,—এ তোমাদের কুমোরটুলির মাথা নয়, এ যশুরে কইয়ের প্রকাণ্ড মাথা—লোহা গালিয়ে ঢালাই করা। হাতুড়ি ভাঙবে কিন্তু মাথা টুটবে না। নাড়ীটা দেখ দেখি।

দুর্গাচরণ। আর নাড়ী দেখার দরকার কি? ওষুধ ত তোমার পায়েই বাঁধা।

ঈশ্বর। সে জন্যে নয়। দেখ কত বছর আমি বাঁচব। একটা মহৎ কাজ আরম্ভ করার আগে, আয়ুর পরিমাণটা জানতে পারলে ভাল হ'ত।

দুর্গাচরণ। রাখ তোমার মহৎ কাজ। তোমার কপালে অশেষ দুঃখ আছে। চাকরিটা ত গেল বলে।

ঈশ্বর। এও কি তোমার ডাক্তারিতে বলছে না কি?

দুর্গাচরণ। ডাক্তারিতে বলবে কেন? কার সাহেবের সঙ্গে তুমি অমন অভদ্র ব্যবহার করেছ কেন?

ঈশ্বর। অভদ্র ব্যবহার করেছি ?

দুর্গাচরণ। করনি ? সে ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, আর তুমি তার সামনে টেবিলের উপর চটিশুদ্ধ পা তুলে দিলে ?

ঈশ্বর। এতে অভদ্রতা হয়েছে না কি ? আমি ত তা বুঝতে পারিনি। কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমি যে ঠিক ওই ব্যবহারই পেয়েছিলাম ! আমি ভাবলুম ওরা সুসভ্য জাত, যা করে তারই নাম ভদ্রতা। ডিরেক্টার সাহেব আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন , তাঁর কাছে এই জবাবই দিয়েছি।

দুর্গাচরণ। তবে ত আর কথাই নেই। চুপ করে বসে থাক, আজকের ডাকেই হয়ত খবর আসবে,—তোমাকে পদচ্যুত করা হইল।

ঈশ্বর। ডাক্তার, ঈশ্বরচন্দ্র চাকরি খোঁজে না, চাকরিই তাকে খোঁজে।

ব্যস্তভাবে দীনবন্ধুর পুনঃ প্রবেশ

দীনবন্ধু। দাদা, তোমাদের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

দুর্গাচরণ। মেজর মার্শাল—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ ! তুমি,তাকে চেন ?

দীনবন্ধু। চিনি বই কি ? ব্যাপার কি দাদা ?

দুর্গাচরণ। ব্যাপার বুঝতে পাচ্ছ না দীনবন্ধু ? কার সাহেবের সেই ঘটনার জের। তুমি শীগগীর টেবিলটা সরাও, এখুনি তোমার দাদা চটিশুদ্ধ পা তুলে দেবে। "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু পণ্ডিতেষু চ।"

দীনবন্ধু। এ তুমি কি করলে দাদা ?

ঈশ্বর। ভালই করেছি, একটা অন্যায় সহ্য করলে আর একটা

অন্যায়কে ডেকে আনা হয়। কথাটা এখন বুঝতে পাচ্ছ না, পরে বুঝবে। তুমি এখন রওনা হও। মাকে ব'লো, কাল আমি নিশ্চয়ই যাব।

দীনবন্ধু। আচ্ছা আমি তাহ'লে আসি।

[প্রস্থান।

দুর্গাচরণ। আমিও তাহ লে—

ঈশ্বর যেও না ডাক্তার, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আর মার্শাল সাহেব ত তোমার পরিচিত। দেখ না কি রকম করে আমায় চাবুক মারে। আসুন মেজর মার্শাল!

মিঃ মার্শালের প্রবেশ

মার্শাল। সুপ্রভাট—পণ্ডিট, সুপ্রভাট ডক্টর।

উভয়ে। সুপ্রভাত।

ঈশ্বর বসুন।

মার্শাল। বসিবার সময় নাই। হাপনি আমার স্ত্রীর কাছে ছুটির আবেডন রাখিয়া আসিয়াছেন। হামি উহা ফেরট্ লইয়া আসিয়াছে। এখন বহুট্ জরুরী কাজ পড়িয়াছে। অট্যণ্ট ডুঃখের সহিত জানাইটেছি পণ্ডিট্,—আগামীকাল হইটে হাপনাকে টিনডিনের ছুটি ডিটে আমি অসমর্ঠ।

দুর্গাচরণ। পণ্ডিতের ভাইয়ের বিয়ে মেজর।

মার্শাল। বিবাহের নিমণ্ট্রণ পরে রক্ষা করিলেও ক্ষটি হইবে না। এই আপনার আবেডন পট্র পণ্ডিট্। [আবেদনপত্র টেবিলে রাখিলেন]

ঈশ্বর। এইজন্যেই কি আপনি এসেছেন মেজর?

মার্শাল। অন্য কারণও আছে পণ্ডিট্। ডিরেক্টর অফ পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশানের সহিট্ হামার সাক্ষাট্ হইয়াছিল। মিঃ কারের নালিশ

ও হাপনার উট্টর উভয়ই টাহার হষ্টগট হইয়াছে। তিনি হামার মারফট হাপনাকে জানাইয়াছেন—

দুর্গাচরণ। যে তোমাকে পদচ্যুত করা হইল।

মার্শাল। নো নো ডক্টর। টিনি পণ্ডিটের উপর খুব সণ্টুষ্ট হইয়াছেন। টিনি বলিয়াছেন, মিঃ কার যডি মনে করিয়া ঠাকেন যে, এই ডেশীয় ব্যক্টিগণের কিছুমাট্র মানমর্য্যাডা নাই, টাহা হইলে টিনি চাকরি ছাড়িয়া ডেশে চলিয়া যাইটে পারেন।

দুর্গাচরণ। আপনি বলেন কি মেজর ?

মার্শাল। টিনি মিঃ কারকে পণ্ডিটের নিকট ক্ষমা প্রার্ঠনা করিটে নির্ডেশ ডিয়াছেন।

দুর্গাচরণ। আশ্চর্য্য ! আমি যে ভাবছিলাম—

ঈশ্বর। [লিখিতে লিখিতে] যে পণ্ডিতের চাকরি এবার গেল।

মার্শাল। পণ্ডিট, হামরা স্বাটীন ডেশের মানুষ আছি। যাহারা মাথা নীচু করিয়া চলে, হামাডের flatter—I mean খোসামোড করে, আমরা হাসিলে হাসে—হাই ডিলে টুড়ি ডেয়, উহাদের হামরা স্বার্ঠের খাটিরে পেয়ার করি, but কখনও বালোবাসি না—respect—I mean বক্তি করি না।

ঈশ্বর। [লিখিতে লিখিতে] আমাকে খুব ভক্তি করেন ?

মার্শাল। Amongst thousands of plants—I mean সহস্র সহস্র—

দুর্গাচরণ। চারাগাছের মধ্যে—

মার্শাল। সহস্র সহস্র চারাগাছ—no no—গুল্মের ভিটর হাপনি একজন বটবৃক্ষ বিরাজ করিটেছেন। হামরা দেখিটে চাই, হাপনার মাঠা অন্যায়ের কাছে—অবিচারের কাছে—অহঙ্কারের কাছে কখনও

নীচু হইবে না। হাপনাকে ডেখিয়া হামরা যেন ডেশে ফিরিয়া বলিটে পারি যে, ভারটবাসীকে টোমরা যাহা মনে কর, উহারা টাহা নয়। I am very glad Pandit—আমি অটিশয় আনণ্ডিট হইয়াছি।

ঈশ্বর। আনন্দের সঙ্গে আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করুন।

উভয়ে। পদত্যাগ!

মার্শাল। How is it? ইহা কিরূপ হইল? হাপনি চাকরি ছাড়িয়া ডিটে চান?

ঈশ্বর। আমাকে কাল বাড়ী যেতেই হবে মেজর। ছুটি যখন পেলাম না, তখন চাকরিই ছেড়ে দেব।

দুর্গাচরণ। চাকরি ছেড়ে দিলে খাবে কি?

ঈশ্বর। এখন দু'বেলা খাই, তখন একবেলা খাব। দরকার হয় কুলিগিরি করব, আলু-পটল বেচব, গাড়ীতে গাড়ীতে তোমার ওষুধ বিক্রি করব।

মার্শাল। চাকরি অপেক্ষা বিবাহের নিমণ্ট্রণ হাপনার বড় হইল?

ঈশ্বর। বিবাহের নিমন্ত্রণ নয়, আমার মায়ের আদেশ।

মার্শাল। মায়ের আডেশ হাপনি কখনও অমান্য করেন নাই?

ঈশ্বর। কখনও করিনি—কখনও করব না।

মার্শাল। হাপনার মা কি খুব শিক্ষিটা?

ঈশ্বর। নাম লিখতেও জানেন না, কিন্তু কোন নারীর চেয়ে তাঁর শিক্ষা কম নয়।

মার্শাল। হামি উহাকে একবার ডেখিয়া আসিব।

ঈশ্বর। আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ কচ্ছি।

মার্শাল। পদট্যাগ ফিরাইয়া নিন পণ্ডিট। হামি হাপনাকে অনুরোট করিটেছি।

ঈশ্বর। আমার মায়ের আদেশের কাছে কুইন ভিক্টোরিয়ার অনুরোধেরও কোন মূল্য নেই।

দুর্গাচরণ। কথা শোন পণ্ডিত। কি পাগলামি কচ্ছ?

ঈশ্বর। আমি ত চিরদিনই পাগল দুর্গাচরণ।

মার্শাল। হামি বিস্ময়ে অবাক হুইটেছি। হামি আনণ্ডের সহিট হাপনার আবেডন মঞ্জুর করিলাম। এমন পুট্র যার সেই মাকে হামার প্রণাম জানাইবেন পণ্ডিট্।

ঈশ্বর। (জনান্তিকে) চাকরিটা তাহলে গেল না দুর্গাচরণ?

[দুর্গাচরণ হাসিলেন]

ঈশ্বর। ধন্যবাদ মেজর মার্শাল।

মার্শাল। হামি আর এক বিষয়ে হাপনার সম্মাটি লইটে আসিয়াছি। সংস্কৃট কলেজের প্রিন্সিপালের পড খালি হইটেছে। হামি ডিরেক্টারের সঙ্গে কঠা বলিয়াছি। এই পড হাপনাকে গ্রহণ করিটে হইবে।

ঈশ্বর। তা কি করে হয়? আমি ওখানকার ছাত্র, অধ্যাপকেরা সবাই আমার শিক্ষক।

দুর্গাচরণ। তাতে কি হয়েছে? তোমার সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি।

মার্শাল। হামি কোন কঠা শুনিব না পণ্ডিট। বর্টমানে হাপনি অট্যক্ষের পড গ্রহণ করুন। পরে গভ্‌মেণ্টের নূটন স্কীমে ইনস্পেক্টর পণ্ডিট যখন নিয়োগ করা হইবে, টখন সে পডও হাপনাকে গ্রহণ করিটে হইবে।

ঈশ্বর। একসঙ্গে দু'টো চাকরি কি করে করব?

মার্শাল। পণ্ডিট ঈশ্বরচন্দ্র বিড্যাসাগরের পক্ষে সবই সম্ভব। কি বলেন ডক্টর?

দুর্গাচরণ। আমি আপনার সঙ্গে একমত।

ঈশ্বর। আপনার প্রস্তাব আমি ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলাম মার্শাল।

মার্শাল। বাই দি বাই; একটা কঠা বলিটেছি পণ্ডিট। সিভিলিয়ানরা হাপনার নিকট বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন।

ঈশ্বর। আমার শিক্ষায় যদি ত্রুটি থাকে—

মার্শাল। না না, ট্রুটি কেন ঠাকিবে? I mean to say টাঁহাদের পরীক্ষার পাশের উপর চাকরি নির্ভর করে। কটডুর হইটে উহারা আসিয়াছেন। যডি পাশ করিটে না পারেন—

ঈশ্বর। না পারে আবার পরীক্ষা দেবে; তাতেও না হয়, আবার দেবে। একেবারেই যদি না পারে দেশের মানুষ দেশে চলে যাবে।

মার্শাল। হাপনি যডি একটু Lenient অর্থাৎ উডার হন—

ঈশ্বর। পরীক্ষা পরীক্ষা—তার মধ্যে আবার উদারতা কি?

মার্শাল। না না, অন্যায়ভাবে কিছু হামি করিটে বলিটেছি না। যডি সম্ভব হয়—

ঈশ্বর। সম্ভব হবে না মেজর মার্শাল। তাহলে আমাকে রেহাই দিন।

মার্শাল। রাগ করিবেন না পণ্ডিট। হামি হাপনাকে ঠিক বুঝাইটে পারিটেছি না। হামার মনে হইটেছে, হাপনি examiner হিসাবে একটু কড়া।

দুর্গাচরণ। কড়া বই কি? আর একটু Lenient হলে কি তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হয়? কারও কথাই তুমি শুনবে না? নিজে যা ভাল বুঝবে, তাই করবে?

ঈশ্বর। যুক্তি দিয়ে যদি না কাটাতে পার, তাহ'লে আমি যা ন্যায় বলে বুঝেছি, তাই আমি করব। কেউ তা রদ করতে পারবে না।

দুর্গাচরণ। শুধু দু'দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারেন আমার পিতামাতা, [উদ্দেশ্যে প্রণাম] আর কেউ নয়। আমি দুঃখিত মেজর মার্শাল।

মার্শাল। হামি কিন্টু ডুঃখিট হই নাই পণ্ডিট। হামার অনুরোঢ যদি হাপনি রক্ষা করিটেন, হামি মনে করিটাম, হাপনাকে যাহা ভাবিয়াছি, হাপনি টাহা নহেন। You are pride of your country—হাপনি হাপনাদের ডেশের অহঙ্কার আছেন। হামার অভিনণ্ডন গ্রহণ করুন। বাই বাই পণ্ডিট, বাই বাই ডক্টর।

উভয়ে। নমস্কার।

[মার্শালের প্রস্থান।

ঈশ্বর। নাড়ীটা দেখবে ডাক্তার?

দুর্গাচরণ। না দেখেই বলছি, তোমার মৃত্যু নেই, তুমি অজর—অমর—অবিনশ্বর। পায়ের ধূলো দাও পণ্ডিত।

ঈশ্বর। পায়ের ধূলো নিয়ে বিদেয় হও। আমিও চললুম কাল্না।

দুর্গাচরণ। কাল্না! বাড়ী যাবে না?

ঈশ্বর। কাল যাব। সংস্কৃত কলেজের একজন অধ্যাপকের পদ খালি হয়েছে। চাকরিটা ওরা আমাকে দিতে চেয়েছিল। আমি বলে কয়ে তারানাথ বাচস্পতিকে নিতে রাজি করিয়েছি। কাল সোমবার যোগ দিতে হবে। এখন না গেলে তা সম্ভব হবে না।

দুর্গাচরণ। তাই তুমি আজ পায়ে হেঁটে কালনা যাবে, কাল কলকাতায় ফিরবে, তারপরই মেদিনীপুর রওনা? তুমি মানুষ না কি? আমি যত দেখছি, ততই যে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

ঈশ্বর। আরও অবাক হবে—যখন আমি বিধবার বিবাহ দেব।

[প্রস্থান।

দুর্গাচরণ। বিধবার বিবাহ! সে আবার কি? ওহে ঈশ্বর, শোন—শোন।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

শোভাবাজার রাজবাড়ী

রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রবেশ

রাধাকান্ত। ওহে ও বিদ্যারত্ন, পড়ানো হ'ল তোমার? কি যে এতক্ষণ ধরে পড়ায়, জানি না। তালটা টিপ করে পড়ল—না পড়ে টিপ করল, এই সমস্যা নিয়েই এরা পাগল হয়ে গেল। [গড়গড়ায় তামাক টানিতে লাগিলেন]

শ্রীশচন্দ্রের প্রবেশ

শ্রীশ। আমায় ডাকছিলেন রাজা বাহাদুর?

রাধাকান্ত। হ্যাঁ হে বিদ্যারত্ন, অতক্ষণ ধরে কি পড়াও তুমি? তোমাকে ত বলেছি একঘণ্টা পড়াতে। শুনতে পাই, কোন কোনদিন নাকি তুমি আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা ধরে পড়াও। তোমার মাথা খারাপ নাকি?

শ্রীশ। আজ্ঞে, পড়াতে বসে যে শুধু ঘড়ি দেখে, সে ছাত্রকে পড়ায় না,—বঞ্চনা করে।

রাধাকান্ত। তোমার কি ঘরসংসার নেই না কি? বিয়ে করেছ?

শ্রীশ। আজ্ঞে না।

রাধাকান্ত। সময় পাওনি বুঝি? একটু সময় করে বিয়েটা করে নাও, অরক্ষণীয়ার সংখ্যাও একটা কমবে, তুমিও মানুষ হবে।

শ্রীশ। বিয়ে করতে আমার ভয় হয়।

রাধাকান্ত। ভয়ের কিছু নেই। দুর্গা বলে ঝুলে পড়, দেখবে খুব

খারাপ লাগে না। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, জানত? মুখনাড়া যখন দেয়, তখন অবশ্য মনে হয়, ও মুখ আর দেখব না। কিন্তু তিনি বাপের বাড়ী গেলে কেবলি মনে হয়, সবাইকে দেখছি—কিন্তু কাউকে দেখছি না।

শ্রীশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রাধাকান্ত। এই দেখ, তুমি কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলে। তোমাদের সব কটি বন্ধুরই এই দোষ। দুর্গাচরণকে বললুম,—আমাকে একটু ঘুমের ওষুধ দাও ত ডাক্তার। দুর্গাচরণ বললে,—"মরার ওষুধ চান ত দিতে পারি।" বোধহয় সে বিশ্বাসই করেনি যে, এত যার ঐশ্বর্য, তার আবার ঘুম কম হয়।

শ্রীশ। তা সে মনে করেনি। সে ভেবেছে,—পাপী লোকের চোখে ঘুম নেই; আপনি ত পাপী নন।

রাধাকান্ত। আমাকে তুমি পুণ্যবান লোক মনে করেছ, না? তা বেশ করেছ। শোন, যে মাসে তুমি বিয়ে করবে, সে মাস থেকে তোমার মাইনে আমি দ্বিগুণ করে দেব। কি, কথাটা ভাল লাগল?

শ্রীশ। আজ্ঞে না।

রাধাকান্ত। তোমাদের যে ক'টি বন্ধু দেখেছি, তাদের আর যে দোষই থাক, লজ্জাশরমের বালাই নেই। আর সৌজন্যের বাষ্পও নেই। তোমাদের বন্ধু বিদ্যাসাগরের কথা শুনেছি, কার সাহেব তার সঙ্গে দেখা করতে এলে, সে টেবিলে জুতোশুদ্ধ পা তুলে দিয়েছিল। চাকরিটা আছে না গেছে?

শ্রীশ। গেলেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

দুর্গাচরণের প্রবেশ

দুর্গাচরণ। আমি যাচ্ছি রাজাবাহাদুর। রোগী দেখে গেলাম।

রাধাকান্ত। কি রোগ?

দুর্গাচরণ। বড়লোকের রোগ। এর জন্যে ডাক্তার দুর্গাচরণকে ডাকবার প্রয়োজন ছিল না। গঁ্যাদাল পাতার ঝোল খেলেই সেরে যেত।

রাধাকান্ত। তুমি কি মনে কর, তোমাকে চিকিৎসা করার জন্য কল দিই? তোমাকে ডাকি এইসব ক্যাটকেটে কথা শোনার জন্যে। কাল আবার এসো।

দুর্গাচরণ। আজ্ঞে না, অকারণ এসে কোন্ লাভ নেই।

রাধাকান্ত। ফি পেলেই ত হ'ল। আমি যদি শুধু জিভ দেখিয়ে তোমায় দু'বেলা ফি দিই, তোমার তাতে ক্ষতিটা কি?

শ্রীশ। রাজাবাহাদুর! আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু; লাভালাভের হিসেব আমরা করি না।

দুর্গাচরণ। পণ্ডিতের কাণ্ড শুনেছ শ্রীশ?

রাধাকান্ত। কার সাহেবের সেই অপমানের কথা ত? বিদ্যাসাগরের চাকরিটা গেছে তাহ'লে?

দুর্গাচরণ। আজ্ঞে না। ডিরেক্টারের আদেশে মিঃ কার বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছেন।

রাধাকান্ত। বল কি ডাক্তার! পুরুষসিংহ বটে। জাতির মুখোজ্জ্বল করেছে। শ্রীশ, আমার পাল্কী আনতে বল। রাজা রাধাকান্ত দেব নিজে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আসবে।

দুর্গাচরণ। সে এখন কলকাতায় নেই রাজাবাহাদুর!

শ্রীশ। কোথায় গেছে বিদ্যাসাগর?

দুর্গাচরণ। বাড়ী গেছে। ওর ভাইয়ের বিয়ে কি না। সেও আর এক কাহিনী। সংস্কৃত কলেজের একজন অধ্যাপকের পদ খালি হয়েছিল। উপরওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্রকেই এই পদে বহাল করতে চাইলেন।

শ্রীশ। পণ্ডিত বললে,—আমার চেয়ে আমার অধ্যাপক তারানাথ বাচস্পতি বেশী যোগ্য, আর তাঁর প্রয়োজনও বেশী।

রাধাকান্ত। তারপর?

দুর্গাচরণ। রবিবার হঠাৎ খবর এল সোমবারই বাচস্পতি মশাইকে কাজে যোগদান করতে হবে। পণ্ডিত অমনি চটি আর চাদর নিয়ে কাল্‌নায় চলে গেল। সোমবার তাঁকে এনে চাকরিতে বসিয়ে দিয়েই আবার ছুটল বাড়ীতে।

রাধাকান্ত। কি বলছ হে ডাক্তার? এখন ত তাহ'লে সে রাস্তায়। আকাশের যা অবস্থা, তাকে আর বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছুতে হবে না। চাদর মুড়ি দিয়ে আর চটি মাথায় দিয়ে পথেই শুয়ে পড়বে, আর বাঘে মুখে করে নিয়ে গিয়ে তার বিদ্যাসাগর-লীলা শেষ করে দেবে।

শ্রীশ। না রাজাবাহাদুর! তার মা তাকে যেতে বলেছেন, সাপ বাঘ নদী নালা কিছুই তাকে আটকাতে পারবে না। বিষ্যুৎবার তার তালতলার চটি আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ক্লাশে শোভা পাবে।

তারানাথের প্রবেশ।

তারানাথ। আসতে পারি রাজাবাহাদুর?

রাধাকান্ত। আসুন—আসুন বাচস্পতি মশায়। [উঠিয়া দাঁড়াইলেন] কি সৌভাগ্য আমার!

তারানাথ। সৌভাগ্য আপনার নয়, আমার। রাজদর্শনে মহাপুণ্য।

রাধাকান্ত। সে রাজা আমি নই বাচস্পতি মশায়। আপনার ছাত্র তাহ'লে আপনাকে টেনে এনে চাকরিতে বসিয়ে দিলেই দিলে?

তারানাথ। দেখুন দেখি পাগলের কাণ্ড। এমন অসাধারণ মানুষ আমার জীবনে দেখি নি। নিজে এদিকে পঞ্চাশ টাকা বেতনে

জজপণ্ডিতের কাজ করছে। নব্বই টাকা বেতনের অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে উপরওয়ালা সাধাসাধি। নিজে না নিয়ে আমাকে দিয়ে দিলে। এমন লোক আর আপনি দেখেছেন রাজাবাহাদুর ?

রাধাকান্ত। লোকটা পাগল না কি হে ডাক্তার ?

দুর্গাচরণ। আশীর্বাদ করুন রাজাবাহাদুর, এমনি পাগলে যেন দেশটা ভরে যায়।

শ্রীশ। আমরা ধন্য যে সে আমাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে। চল ডাক্তার।

তারানাথ। দাঁড়াও দাঁড়াও ; একসঙ্গেই যাব এখন। ভাল, একটা কথা আছে দুর্গাচরণ। রাজাবাহাদুর, ঈশ্বর বাড়ী যাবার সময় আমাকে একটা ভার দিয়ে গেছে। সেইজন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

রাধাকান্ত। কি বলুন দেখি ?

তারানাথ। এই পুস্তিকাখানা পড়ে দেখবেন ; ঈশ্বরের লেখা— আজই ছেপে এসেছে।

রাধাকান্ত। "বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব !" আপনার ছাত্র কি আমাকে বিধবা বিবাহ করতে বলছে না কি ?

তারানাথ। আপনাকে বলবে কেন ? এদেশে যে বাল্য-বিধবাদের বিবাহ হওয়া দরকার, ঈশ্বর তাই যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে।

দুর্গাচরণ। কথাটা কাল সে বলছিল বটে। কিন্তু সে যে এতটা অগ্রসর হয়েছে, তা ত বুঝতে পারি নি। তুমি জানতে শ্রীশ ?

শ্রীশ। ঘুণাক্ষরেও নয়। একবার যখন সে ধরেছে, তখন সহজে ছাড়বে না।

দুর্গাচরণ। সহজে ছাড়বে না কি হে ? মোটেই ছাড়বে না। এ ডাঁশ পিঁপড়ের কামড়, মাথা ছিঁড়ে যাবে, তবু কামড় ছাড়বে না।

রাধাকান্ত। এ প্রস্তাব সর্বপ্রথম আমার কাছে এল কেন ?

তারানাথ। একখানা পুস্তিকা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কেও পাঠানো হয়েছে। আপনারা সমাজের কর্ণধার, রাজদ্বারে আপনাদের অসীম প্রতিপত্তি। ঈশ্বরের ধারণা, আপনারা যদি অগ্রণী হন, তাহ'লে এই হতভাগিনীদের সহজে উদ্ধার করা যায়।

রাধাকান্ত। সত্যই এত হতভাগিনী পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। এদের যদি গতি হয়, আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না বাচস্পতিমশায়। কিন্তু সমাজ বড় শক্ত স্থান ; সে যুক্তি বুঝবে না, ধর্মাধর্ম বুঝবে না, বাস্তব অবস্থাও গ্রাহ্য করবে না। কেউ যে কথা বলতে সাহস করে নি,—আপনার ছাত্র তাই বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে বলেছে। এ তেজস্বিতা তার পক্ষেই সম্ভব বাচস্পতি মশায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার এ চেষ্টা করতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, এই রাধাকান্ত দেবের চোখের ঘুম এই অভাগীরাই কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ" জানেন ত ? তোমাদের মত কি গো ?

দুর্গাচরণ। বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হবে এই বিধবা বিবাহ প্রচলন।

শ্রীশ। সে যদি মশাল জ্বালে, সে মশাল আমিই আগে ধরব রাজাবাহাদুর।

রাধাকান্ত। বাচস্পতি মশাই নিজে মত দিয়েছেন ?

তারানাথ। সর্বান্তঃকরণে। এর চেয়ে সৎকাজ কোন বাঙালী করতে পারে বলে আমার জানা নেই রাজাবাহাদুর। আমার ছাত্র যদি এ ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন করে, আমি নিশ্চয়ই তার পাশে দাঁড়াব।

রাধাকান্ত। নিজে একটা বিবাহ করবেন না কি ?

তারানাথ। আপনি যদি করেন, আমারও আপত্তি নেই।

উভয়ে। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [শ্রীশচন্দ্র ও দুর্গাচরণ মুখ ফিরাইয়া হাসিলেন]

রাধাকান্ত। গাড়ী এনেছ দুর্গাচরণ? বাচস্পতি মশায়কে পৌঁছে দিও। যান বাচস্পতি মশায়! আমি বইখানা এখনি পড়ে নিচ্ছি, তারপর যদি প্রয়োজন মনে করি পণ্ডিতদের সভা ডাকব। বিদ্যেসাগর যেন খবর পেলেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আমি তাকে কখনও দেখি নি। কি রকম দেখতে হে দুর্গাচরণ?

দুর্গাচরণ। আপনার যারা পাল্কী বয়, তাদের মনে হয় বিদ্যাসাগরের জ্ঞাতি।

শ্রীশ। সত্যিই কি সে আন্দোলন আরম্ভ করবে না কি পণ্ডিত মশায়?

তারানাথ। যদি পিতামাতার সম্মতি পায়। আমরা তাহ'লে আসি রাজাবাহাদুর। শ্রীশ। তোমাদের সব ইয়ং বেঙ্গলীদের মতামত সংগ্রহ করে রাখ। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন, রসিককৃষ্ণ, রামগোপাল ঘোষ, কাউকে বাদ দিও না। বিরাট কাজের বিরাট আয়োজন চাই। চল দুর্গাচরণ।

[রাধাকান্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাধাকান্ত। কে নেবে এ আনন্দের ভাগ? বাল্যবিধবার বিবাহ! নিজে যা মুখ ফুটে বলতে পারিনি, পুরুষসিংহ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে পথে পা বাড়াতে সাহস করেন নি, তারই কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলে এক যুবক—আর সে বাঙালী—কটিবস্ত্রসার বামুনের ছেলে! ওরে, সত্য সত্যই কি দেশে আজ মানুষ এল? হে ভগবান, বিদ্যাসাগরকে দীর্ঘজীবী কর, তার বাহুতে শক্তি দাও ঠাকুর!

অখিলউদ্দিনের প্রবেশ।

অখিল। সেলাম রাজাবাহাদুর!

রাধাকান্ত। কে ?

অখিল। বই বেঁধে এনেছি হুজুর ! [বাঁধানো বই টেবিলে রাখিল]

রাধাকান্ত। এক বছর পরে বই নিয়ে এলি ? আমি ভাবলুম দামী বইটা বিক্রি করে চাল কিনেছিস্ বুঝি। আমি তোকে চাবুক মেরে দাম দেব।

অখিল। তাই দিন রাজাবাহাদুর ! কসুর হয়ে গেছে। বড় ফ্যাসাদে পড়েছিলুম কর্তা।

রাধাকান্ত। ফ্যাঁসাদ ত তোর মুখেই দেখতে পাচ্ছি। হিন্দুর ছেলে অমন নূর রেখেছিস কেন ?

অখিল। হুজুর !

রাধাকান্ত। কি হ'ল রে ? আছাড় খেয়ে পড়লি কেন ? ওরে, ও অখিল,—

অখিল। আর আমি অখিল নই রাজাবাহাদুর, অখিলউদ্দিন।

রাধাকান্ত। উড্ডীন হয়েছিস ব্যাটা ? ধর্মটাকে ডালি দিয়েছিস ? কেন ? হিন্দুধর্মে আর রস পেলে না ? চাবকে তোকে লাল করে দেব বদমায়েস।

অখিল। আমার দোষ নয় রাজাবাহাদুর, সব আমার নসীবের দোষ। পাড়ায় একটা মেয়ে ছিল। পাঁচ বছর বয়সে সে বিধবা হয়েছে। সংসারে তার মা ছাড়া কেউ ছিল না। মা যখন মারা গেল, গাঁয়ের পাজী ব্যাটারা সোমত্ত মেয়েটাকে চারদিক থেকে ঠোকরাতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও যখন তাকে রক্ষে করার কোন উপায় রইল না, তখন আমি তাকে বিয়ে করব ঠিক করলুম।

রাধাকান্ত। তারপর ?

অখিল। কোন বামুন বিয়ে দিতে রাজি হ'ল না। তখন মন্দিরে গিয়ে দেবতাকে সাক্ষী রেখে আমি তার সিঁথেয় সিঁদুর দিয়ে বিয়ে করলুম। সমাজ তখন হা হা করে ছুটে এল। ধোপা নাপিত পুরুত সব বন্ধ হ'ল, পুকুরের জল কেউ ছুঁতে দিলে না। আর কোন উপায় না দেখে হুজুর—[কাঁদিতে লাগিল]

রাধাকান্ত। ভালই করেছিস্। এ জাতের আবার ভাল হবে? রক্ষা করবে না, শুধু শাসন করবে! খেতে দেবে না, শুধু বেত মারবে! কাঁদিস না অখিল। এ দেশে বিদ্যেসাগর জন্মেছে। তোদের যথারীতি মন্ত্র পড়ে বিয়ে হবে। আবার তুই ধর্ম ফিরে পাবি।

অখিল। কে এসেছে রাজাবাহাদুর?

রাধাকান্ত। বিদ্যাসাগর—বীরসিংহের ঠাকুরদাস বাঁড়ুয্যের বড় ছেলে। সে বিধবার বিয়ে চালু করবে।

অখিল। কবে হুজুর, কবে? আহা, মেয়েগুলোর বড় কষ্ট। ব্যাটারা অল্প বয়সে মেয়ের বিয়েই বা দিস কেন? আবার সে বিধবা হলে তাকে নির্জলা একাদশীই বা করাস কেন? [কাঁদিতে লাগিল]

রাধাকান্ত। তুই ব্যাটা যে কেঁদে ফেললি?

গীত।

অখিল।—

হিন্দুর ভগবান্।
সহিবে কি তুমি দানবের হাতে সৃষ্টির অপমান?
তোমারি হাতের সরস পরশে মূর্তি ধরিল যারা,
অনাদরে আর অপমানে তারা হবে কি সর্বহারা?
চোখ মেলে চাও হে করুণাময়,
দলিতেরে তুমি স্নেহ বরাভয়,
তোমার বিধান দলিছে দু'পায়ে তোমারি যে সন্তান।

রাধাকান্ত। এই নে মজুরি। [টাকা দিল]

রাধাকান্ত। এত দিলেন রাজাবাহাদুর ?

রাধাকান্ত। তোর মজুরি পাঁচ টাকা, আর তোর বউকে আশীর্বাদ পনের টাকা। তুই ঠিক করেছিস অখিল। তোর বউকে নিয়ে আসিস, ভাল করে আশীর্বাদ করব।

[প্রস্থান।

অখিল। [সেলাম করিয়া প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

ঠাকুরদাসের বাড়ী

ভগবতীর প্রবেশ

ভগবতী। কি হ'ল বল দেখি! এত রাত হ'ল, তবু ঈশ্বর এল না! আমার চিঠি পেয়েও সে ভাইয়ের বিয়েতে যোগ দিলে না! এমন অঘটন ত কখনও ঘটেনি। কে কড়া নাড়ছে? বাবা ঈশ্বর এলি?

শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। কেবল ঈশ্বর আর ঈশ্বর। ঈশ্বর তোমার স্বগ্‌গে বাতি দেবে। ভগবানের নাম করতে পার না?

ভগবতী। ভগবানের নামই ত কচ্ছি রে। ঈশ্বরের নাম করলে মাটির ঈশ্বর আর আকাশের দুজনেই এসে সামনে দাঁড়বে। এক ঢিলে দুই পাখী মরবে তুই দেখিস। আমার ঈশ্বরকে জগতের লোক চিনলে, আর তুই চিনলি না?

শ্রীমন্ত। আর চিনে কাজ নেই, ঢের হ'য়েছে।

ভগবতী। তোকে না কর্তা বরযাত্রীদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে? তুই ফিরে এলি যে?

শ্রীমন্ত। আমি যাব না।

ভগবতী। কেন যাবি না?

শ্রীমন্ত। আমার খুশী।

ভগবতী। খুশী বললেই হ'ল? একে অন্ধকার রাত, তার উপর

জলঝড় হয়ে গেছে, কোলের মানুষ দেখা যায় না। বরযাত্রীদের নৌকায় যদি ডাকাত পড়ে, কে ঠেকাবে ?

শ্রীমন্ত। আমি তার কি জানি ? বললুম বড়-দাঠাকুর যখন আসেনি, বিয়েটা আজ বন্ধ থাক, কাল পরশু হ'লেই হবে। কথাটাই তোমরা কানে তুললে না।

ভগবতী। কি বলছিস তুই পাগলের মত ? বলছি না এ মাসে আর দিন নেই।

শ্রীমন্ত। আরে যাও, ভারী তুমি দিন দেখাচ্ছ। চার পয়সা দক্ষিণা বেশী দিলে তোমরা বামুনরা হয়কে নয় করতে পার, তোমাদের আবার দিন ? আকাশের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ ?

ভগবতী। তাই ত রে ছিরে,আকাশটা আবার কালী বর্ণ হ'য়ে গেল। বাজও ত ডাকছে। আবার যে ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলে। ও ছিরে, বাইরে বেরিয়ে একটু দেখ্ না।

শ্রীমন্ত। মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করো না। কী, দেখবটা কি ?

ভগবতী। আমার ঈশ্বর এর মধ্যে রওনা দেয় নি ত রে ?

শ্রীমন্ত। তা দিতে পারে।

ভগবতী। দিতে পারে কি ? এর মধ্যে মানুষ এন্দ্রের পথে রওনা হয় কখনও ?

শ্রীমন্ত। তাহ'লে হয় নি।

ভগবতী। রওনা না হলে ত একটা লোক পাঠিয়ে দিত।

শ্রীমন্ত। তা ত দিতই।

ভগবতী। আমার মনে হয় ঈশ্বর আমার টেলি পায়নি।

শ্রীমন্ত। পায়নি ত পায়নি, তাই বলে সে এসবে নি ? মেজোদাঠাকুর এল, আর তেনার আসবার সময় হল নি ? আসল কথা আমি বুঝেছি।

ভগবতী। কি তোর আসল কথা?

শ্রীমন্ত। দাঠাকুরের আর তোমার ওপর ভক্তি ছেদ্দা নেই।

ভগবতী। এতবড় কথা তুই বলিস হতভাগা? আমার ওপর ঈশ্বরের ভক্তিশ্রদ্ধা নেই? বেরিয়ে যা তুই বাড়ী থেকে।

শ্রীমন্ত। তুমি বেরিয়ে যাও।

ভগবতী। আমার ঈশ্বর মাকে ভক্তি করবে না, এ কখনও হয়?

শ্রীমন্ত। না, হয় না।

ভগবতী। তবে এত দেরী হচ্ছে কেন?

শ্রীমন্ত। রাস্তায় সাপে কেটেছে না বাঘে খেয়েছে, তাই দেখ।

ভগবতী। ওমা, তুই বলছিস কি?

শ্রীমন্ত। কি দরকার ছিল তোমার তাকে আসতে লেখার? জান ত পাগলের বেহদ্দ; রাত দুকুরে মার চিঠি পেলে তেক্ষুণি ছুটে এসবে, রাত-বিরাত মানবে নি, জলঝড় মানবে নি, নদী-নালা গেরাহ্যি করবে নি।

ভগবতী। হে ঠাকুর! ঈশ্বর যেন আমার টেলি না পায়, পেলেও যেন না আসে।

শ্রীমন্ত। এলেও যেন বাঘের পেটে না যায়।

ভগবতী। আবার বাঘের পেট বাঘের পেট করে? তোর মরণ হয় না কেন? ষাট ষাট, এমন বাড় বেড়েছে তোর, তুই আমার মুখের উপর যা খুশী তাই বলছিস্? আমি আর তোর মুখ দেখব না।

শ্রীমন্ত। আমিও তোমার মুখ দেখব নি। তুমি আমার মরণ ডাকলে?

ভগবতী। বলছি ত আর বলব না। শুধু শুধু আমায় রাগালি কেন? তাই ত মুখ দিয়ে অলক্ষুণে কথা বেরিয়ে গেল। তুই কিছু ভাবিস নি। তোদের সবার আপদ বালাই নিয়ে আমি আগে মরব,

তোরা ঘটা করে আমায় চিতায় তুলে দিবি বউমারা আলতা সিঁদুর পরিয়ে দেবে, কর্তা মাথায় পায়ের ধূলো দেবে, ছেলেরা মুখে আগুন দেবে, আর তুই বড় মা বড় মা বলে হাউ হাউ করে কাঁদবি। আজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিস, সেদিন চোখের জলে বুক ভেসে যাবে। যা, কর্তাকে বলে দু'টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবখ'ন। ও বড় বৌমা, ছিরেকে ভাত দাও গো।

দিনমণির প্রবেশ

দিনমণি। শ্রীমন্ত যায় নি?

ভগবতী। রাস্তা থেকে ফিরে এসেছে।

দিনমণি। এসেই মার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করেছে।

শ্রীমন্ত। ঝগড়া আবার কখন করলুম? হ্যাঁ বড় মা, আমি ঝগড়া করেছি?

দিনমণি। আমি কিছু শুনতে পাই নি?

শ্রীমন্ত। কি শুনতে কি শুনেছ। বড় মা বললে, ঈশ্বর কেন আসছে না রে ছিরে? সাপে কাটলে না বাঘে খেলে বল দেখি? আমি বললুম তুমি কিচ্ছু ভেবো না বড় মা।

দিনমণি। মিছে কথা বলো না।

ভগবতী। আহা বৌমা, তুমি বকছ কেন ছেলেটাকে? ঈশ্বর আসেনি বলে ওর মন খারাপ।

শ্রীমন্ত। তুমি তোমার নিজের কথা বল।

দিনমণি। কথা বাড়িও না শ্রীমন্ত। যাও, হাত পা ধুয়ে এস, ভাত বেড়ে দিচ্ছি, খেয়ে ঘুমোও গে যাও।

শ্রীমন্ত। ভাত খাব না ছাই খাব। একটা মানুষ রাস্তায় পড়ে রইল,

আর তোমাদের খালি খাওয়া আর খাওয়া। ল্যাণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে দেখতে হবেনি ? অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে যদি পা ভাঙে, তাহলে ?

দিনমণি। ভাঙে ভাঙবে ; তুমি এখন যাও।

শ্রীমন্ত। বললুম ত যাচ্ছি তবু খালি যাও, খালি যাও। যত সব পাগলের —

দিনমণি। শ্রীমন্ত, -[শ্রীমন্তের পলায়ন] যাও মা, শুয়ে পড় গে। রাত অনেক হয়েছে

ভগবতী। হ্যাঁ বৌমা, ঈশ্বর আসবে না ?

দিনমণি। নিশ্চয়ই আসবে। তুমি ডেকে পাঠিয়েছ, সে কি না এসে পারে ?

ভগবতী জল-ঝড় হয়ে গেছে যে !

দিনমণি। জল-ঝড় তোমার ছেলেকে আটকাতে পারবে না।

ভগবতী। কি যে তুমি বলছ বৌমা ? কোলের মানুষ দেখা যাচ্ছে না, সে পথ দেখবে কি করে ?

দিনমণি। উপরে একজন আছেন, তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবেন।

ভগবতী। ওরা যে সব বলছে দামোদরের জলে আজ নৌকো ধরে কার সাধ্যি ? নৌকো না পেলে সে পার হবে কি করে ? হয়ত পারেই বসে রাত কাটাবে।

দিনমণি। সেই মানুষই তোমার ছেলে। মায়ের নাম নিয়ে সে সমুদ্র পার হয়ে আসবে, এ তো একটা নদী।

ভগবতী। এমনও তো হতে পারে, সে কাজে আটকা পড়ে আসতে পারে নি।

দিনমণি। যত কাজই থাক না কেন, সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে, তবু তোমার ছেলে কাজের জন্য তোমার ডাক অবহেলা করবে না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একদিকে, আর তুমি তার একদিকে।

ভগবতী। সে কথা ঠিক বৌমা। তার না করলেই ভাল হ'ত।

দিনমণি। না মা, তুমি ঠিকই করেছ। ছোট ভাইয়ের বিয়েতে বড় ভাই আসবে না? চল মা, খাবে চল।

ভগবতী। বলছি ত আমি এখন খাব না। ঈশ্বর আসুক, একসঙ্গে বসে খাব। সে যদি আজ না আসে,—তাহ'লে ঠিক জেনো বৌমা, এ মুখে আর আমি ভাতের গ্রাস তুলব না।

[প্রস্থান।

দিনমণি। মুখ রেখো ঠাকুর; আমার কথা যেন মিথ্যে না হয়।

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। বৌদি, আমি এখন আসি।

দিনমণি। কার সঙ্গে যাবে? শ্রীমন্তও ত হনহন করে বেরিয়ে গেল।

সুরমা। শ্রীমন্তের দরকার নেই। সারা রাস্তা দাদাঠাকুরের গুণগান করবে; না শুনতে চাইলে ধমকাবে, হাসলে আবার চটে লাল হবে। কি সব কথা বলে জান বৌদি? দাদা না কি লাটসাহেবকে চটিজুতো দিয়ে পিটিয়েছিল, লাটসাহেব ভয়ে ভয়ে বিলেত চলে গেছে। গরমিন্ না কি ওঁকে লাটসাহেব বানিয়ে দিতে চেয়েছিল,—উনি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে এসেছেন। ওর দাদাঠাকুর না কি মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা মাইনে পায়।

দিনমণি। বলে নি যে রেঙ্গুনের মহারাজা ওর দাদাঠাকুরকে অর্দ্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা নিয়ে সাধাসাধি কচ্ছে?

সুরমা। বলেছে বই কি? কবে বিয়ে হয়ে যেত, শুধু বড় মা মত দিচ্ছে না বলে হতে পাচ্ছে না।

দিনমণি। হ্যাঁগো ঠাকুরঝি, তোমার হাতে এ কালো কালো দাগ কিসের?

সুরমা। ও কিছু নয় বৌদি।

দিনমণি। কিছু নয়? এ যে অনেক দাগ! সেমিজটা খোল দেখি।

সুরমা। কখ্‌খনো খুলব না, তোমার এত সব দিকে নজর কেন? বিত্তেসাগরের বউ হলে কি সব বিত্তেই থাকতে হবে না কি?

দিনমণি। বাবা মেরেছে বুঝি?

সুরমা। তাতে হয়েছে কি? বুড়ো মানুষ—সামান্য রোজগারে সংসার চালাতে পাচ্ছে না। আমি এতবড় ধাড়ি মেয়ে, মুড়ি ভেজে—জামা সেলাই করে যদি দুটো পয়সা আনতে না পারি, সে আমার অপরাধ নয়?

দিনমণি। পয়সা রোজগার করবে এই সোমত্ত বিধবা মেয়ে?

সুরমা। কত মেয়ে না কি কচ্ছে।

দিনমণি। তোমার সৎমা বলেছে বুঝি? তার না কি অসুখ? মরবে কবে রাক্ষুসী?

সুরমা। মরবে কেন? যেমন করেই হোক, একবেলা দুটো খেতে তো দিচ্ছে।

দিনমণি। ছাই খেতে দিচ্ছে, আসুক তোমার দাদা, কাল তুমি এসো ঠাকুরঝি।

সুরমা। দাদাকে তুমি এসব কথা বলো না বৌদি। দয়ার সাগর কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। তারপর বাবাকে হয়ত যাচ্ছেতাই করে ধমকে আসবে; আমার জ্বালা আরও বেড়ে যাবে।

দিনমণি। শুনেছি আট বছর বয়সে যখন তোর বিয়ে হয়েছিল, বাবা পই পই করে বারণ করেছিল কারও কথা তোর বাবা শোনে নি। ছ'মসাও গেল না। ঘাটের মড়া তার সমস্ত কৌলীণ্য নিয়ে তোকে মাঝ-গঙ্গায় ফেলে চলে গেল। দোষ করলে তোর বাবা, আর মার খেয়ে মরবি তুই? ভগবানের কি বিচার নেই?

গীত

সুরমা।—

মরে গেছে ভগবান।
ধরণীর বুকে তাই নিশিদিন জ্বলিছে মহাশ্মশান॥
পারে না ধরিতে আঁখি জলধার,
দুঃখীর অশ্রু কে মুছাবে আর,
কে ঘুচাবে এই ঘন অন্ধকার,
তমোময় ধরাখান॥
ধরণীর সুখে বঞ্চিত যারা,
জ্বলে যার বুকে মরু-ভূ সাহারা,
কার কাছে তারা মাগিবে শরণ,
কোথা সে কৃপা-নিধান?

দিনমণি। ঠাকুরঝি!

সুরমা। যাই বৌদি! কাল সকালে দাদার সঙ্গে এসে দেখা করে যাব।
[প্রস্থান।

দিনমণি। কেউ কি নেই যে এই অভাগীদের দুঃখ ঘোচাতে পারে? আর কেউ না পারুক, বিদ্যাসাগরও কি পারবে না?

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবেশ।

ঈশ্বর কি পারবে না দিনমণি? তোমার বিদ্যাসাগর তোমার

হুকুমে গন্ধমাদন পর্বত বয়ে আনতে পারে। বল কি চাই তোমার? মুখের দিকে চেয়ে রইলে কেন?

দিনমণি। সত্যিই তুমি এলে? মাকে আমি দর্প করে বলেছি, তোমার ছেলে নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু কেমন করে আসবে তা নিজেই বুঝতে পারি নি। উড়ে এলে না কি?

ঈশ্বর। তুমিও আমায় উড়ে বলছ? সবাই বলে আমাকে দেখতে উড়ে বেয়ারার মত। সত্যি না কি গো?

দিনমণি। কি জানি, কি ওরা বলে। আমার চোখে তুমি—

ঈশ্বর। ময়ূর ছাড়া কার্ত্তিক। শুনে বড়ই প্রীতিলাভ করলুম। বাবা মা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?

দিনমণি। তাই কি তুমি বিশ্বাস কর? বাবা আলো জ্বালিয়ে পড়ছেন। মা এখনও খান নি পর্য্যন্ত; বলেছেন—অমুক যদি না আসে এ মুখে আর ভাতের গ্রাস তুলব না।

ঈশ্বর। মার টেলিগ্রাম পেয়েও আসব না, একথা তাঁর মনে এল কেন?

দিনমণি। হ্যাঁগা, তুমি এলে কি করে?

ঈশ্বর। কেন, হেঁটে এলুম।

দিনমণি। অন্ধকারে পথ দেখতে পেলে?

ঈশ্বর। জান তো আমার বেরালের চোখ?

দিনমণি। আজকের জলঝড়ে যে কুকুর বেরাল বেরোয় না গো!

ঈশ্বর। বিদ্যাসাগর বেরোয়, তার দিন রাত নেই, জলঝড় নেই, সাপ বাঘ নেই।

দিনমণি। তা যেন হল। কিন্তু তুমি দামোদর পেরুলে কি করে? নৌকো ছিল?

ঈশ্বর। তোমার বিদ্যেসাগর আসবে বলে, কোন্ মাঝি এই দুর্যোগে নৌকো নিয়ে বসে থাকবে ?

দিনমণি। তবে কি হাওয়ার পিঠে চড়ে এলে ?

ঈশ্বর। ঘাটে এসে দেখলাম, দামোদর কূলে কূলে ভরা, স্রোতের বেগে ঐরাবত ভেসে যায়। ঝড়েরও ক্লান্তি নেই, বৃষ্টিরও বিরাম নেই। প্রাণপণে খেয়ার মাঝিকে ডাকলুম। তার ঘরের চাল উড়ে গেছে, সে বউ ছেলে নিয়ে কোথায় চলে গেছে। তখন কি করলুম বল দেখি।

দিনমণি। "জয় বজরং বলী" বলে এক লাফ দিলে।

ঈশ্বর। ঠিক তাই। ভাবলুম, মা আমাকে ডাক দিয়েছে,—কোথাকার কে দামোদর আমাকে আটকে রাখবে ? চাদরে কাগজপত্র আর চটিজোড়া বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়লুম নদীতে।

দিনমণি। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লে! এ তুমি বলছ কি গো ?

ঈশ্বর। পুঁটলিটা উঁচু করে রাখলুম, পাছে কাগজ-পত্র ভিজে যায়। দামোদর মাতৃনামের কাছে পরাজয় স্বীকার করলে, নদী পেছনে পড়ে রইল, বীরসিংহের ডানপিটে ছেলে ঈশ্বরচন্দ্র ভিজে কাপড়ে তার মায়ের কাছে চলে এল।

দিনমণি। তাইত গো, তোমার ভিজে কাপড়—[কাপড়ে হাত দিয়া দেখিলেন]

ঈশ্বর। এখন শুকিয়ে গেছে, ঝড়ের মধ্যে ছুটে এসেছি কিনা।

দিনমণি। কি সর্বনাশ! ভিজে কাপড় গায়ে শুকোলে ? এমন পাগল ত কখনও দেখি নি। চল চল, আগে কাপড় ছাড়বে চল।

ঈশ্বর। কোন প্রয়োজন নেই। কাগজপত্র যে ভিজে যায় নি, এতেই আমি খুশী। কে গান গাইছিল বল ত ?

দিনমণি। সুরমা !

ঈশ্বর। বড় করুণ গান বলে মনে হ'ল কেন এসেছিল ?

দিনমণি। এত বড় যজ্ঞির কাজ, একা পেরে উঠি না বলে, ও এসেছিল আমাকে সাহায্য করতে। কাল আসতে বলছি; তোমাকে দেখাব।

ঈশ্বর। কি দেখাবে ?

দিনমণি। দেখাব বাংলদেশের বিধবারা কত সুখে দিন কাটায়। হ্যাঁগা, ভগবান কি এদের সৃষ্টি করেন নি ? পৃথিবীর আলো বাতাস, পৃথিবীর ফল-জল-সুখ-সম্পদ কিছুই কি এদের জন্যে নয় ? যারা দশ বিশ বছর স্বামীর ঘর করেছে, যাদের ছেলে মেয়ে আছে, মাথা গোঁজবার ঠাঁই আছে, মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে, তাদের কথা থাক। কিন্তু যারা ছেলে বেলা শাঁখা সিঁদুর ঘুচিয়েছে, স্বামীকে চেনবার আগেই হারিয়ে ফেলেছে, যাদের ভাত-কাপড় দিতে কেউ নেই, তাদের কথা কি কেউ ভাববে না ?

ঈশ্বর। তুমি ত ভাবছ দিনমণি।

দিনমণি। ভেবে আমি কি করব ? এই পোড়াকপালীদের চোখের জল কি কেউ মোছাবে না ? আমার বিদ্যাসাগরও কি ওদের দুঃখে কাঁদবে না ?

ঈশ্বর। কাঁদবে বই কি দিনমণি ? এদের অপরিসীম দুঃখ আমার চোখের ঘুম মুখের আহার কেড়ে নিয়েছে। আমি সঙ্কল্প করেছি, এই দুঃখিনী বালবিধবাদের আবার আমি বিবাহের ব্যবস্থা করব।

দিনমণি। করবে? সত্যি বলছ করবে?

ঈশ্বর। একটা দ্বিধা ছিল, তুমি বাবা আর মা যদি বাধা দাও। তোমার মত পেয়েছি, তোমার মুখে দৈববাণী শুনেছি। এবার বাবা আর মার সম্মতি পেলেই আমি আন্দোলন আরম্ভ করব। আসুক বাধা, আসুক বিপত্তি, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন।

দিনমণি। পায়ের ধূলো দাও, আশীর্বাদ কর, তোমার অফুরন্ত গৌরবের কাহিনী শুনতে শুনতে যেন আমি মরতে পাই।

ঈশ্বর। মা, মাগো, ও মা, দোর খোল! আমি এসেছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

ঠাকুরদাসের প্রবেশ

ঠাকুরদাস। ব্রাহ্মণি, ব্রাহ্মণি,—

ভগবতীর প্রবেশ

ভগবতী। ডাকছ?

ঠাকুরদাস। হ্যাঁ। ঈশ্বর উঠেছে?

ভগবতী। উঠেছে কি বলছ? এতক্ষণে তার দু'কোশ বেড়ানো হয়ে গেল।

ঠাকুরদাস। জ্বরটর-হয় নি তো? ভিজে কাপড় গায়ে শুকিয়েছে, সোজা কথা তো নয়। হাঙর কুমীরে যে ধরেনি, এই আমাদের সাত পুরুষের ভাগ্য।

ভগবতী। ভগবান রক্ষে করেছেন।

ঠাকুরদাস। ভগবান্ রক্ষে করেন নি, তোমার ছেলের মনের জোরই তাকে রক্ষে করেছে। নইলে অমন দুর্য্যোগের মধ্যে কাল কলকাতা থেকে বীরসিংহে আসা দেবতার পক্ষেও দুরূহ কাজ। আমি ভাবছি, তোমরা স্ত্রীলোকেরা এত অবুঝ কেন? কথা নেই বার্তা নেই, একটা টেলিগ্রাম করলেই হ'ল? তোমার ছেলেকে তুমি চেন না?

ভগবতী। চিনি বলেই তো তার করলুম।

ঠাকুরদাস। তুমি তো তার করে খালাস। সে আসবে কি করে,

সে কথাটা ভাবৰে কে? হাজার রকম কাজ ওর মাথায়, তার উপর ক'দিন ধরেই দুর্যোগ চলছে। ছেলেটাকে এই বিপদের মধ্যে টেনে না আনলে কি তোমার ঘুম হচ্ছিল না?

ভগবতী। বকো, খুব করে বকো। বিয়ে হয়ে ইস্তক আদর করে তো একবার ডাক নি। এখন আমি বিদ্যেসাগরের মা, জগৎজোড়া আমার মান, তবু তুমি আমাকে ক্যাট ক্যাট করে কথা শোনাবে। অমন যদি কর, তাহলে আমি কলকাতা চলে যাব বলে দিচ্ছি।

ঠাকুরদাস। কলকাতাটা কোন রাজ্যে বল দেখি?

ভগবতী। আমি জানি নি মনে করেছ? অত বোকা ভগবতী বামনী নয়। কলকাতা হচ্ছে দামোদরের ওধারে; সেখানে সাহেবরা থাকে।

ঠাকুরদাস। ঠিকই বলেছ। কিন্তু কলকাতা গেলে লাট-বেলাটরা সবাই তো বিদ্যেসাগরের মাকে জলসায় নিয়ে যাবে।

ভগবতী। জলসা কি? সাহেব সুবোর বাড়ী জল খেতে হবে না কি?

ঠাকুরদাস। শুধু জল? মুরগীর ঝোলও খেতে হবে। তা না হয় খেলে। কিন্তু ছেলের সঙ্গে হিলতোলা জুতো পায়ে দিয়ে সভা-সমিতিতে যেতে পারবে ত?

ভগবতী। ও মা গো, জুতো পায়ে দেব কি?

ঠাকুরদাস। না দিলে চলবে কেন? বিদ্যেসাগরের মাকে হাজার হাজার লোক দেখতে আসবে। সে কি লম্বা ঘোমটা টেনে তুলসীর মালা গলায় দিয়ে বসবে নাকি? পায়ে দেবে জুতো, হাতে থাকবে ছাতি, ঠোঁটে মাখবে আলতা, সাহেবরা এলে করমর্দন করতে হবে।

ভগবতী। কর্ণমর্দন করব কি গো?

ঠাকুরদাস। কর্ণমর্দন নয় গো, করমর্দন। এই এমনি করে।

ভগবতী। আমি কখ্‌খনো যাবো না।

ঠাকুরদাস। না গেলে চলবে কেন? চূড়ামণি যোগ আসছে, গঙ্গাস্নানটা করে এস।

ভগবতী। তাহলে তুমিও সঙ্গে চল।

ঠাকুরদাস। অমন কাজ করো না। আমি সঙ্গে থাকলে তোমাকে সাহেবরা খাতির করবে না। দেখছ ত চেহারা।

ভগবতী। তোমাদের ওইসব কথাবার্তাই আমার ভাল লাগে না। যেমন বাপ, তেমনি ব্যাটা। ঈশ্বরও বৌমাকে ওইসব কথা বলে খ্যাপায়।

ঠাকুরদাস। এতক্ষণ তো প্রেমালাপ হল, এইবার একটা বাজে কথা বলি। ছেলে-বৌকে আনতে ঈশ্বর যাবে তো? আমি তাহ'লে বাজনাদারদের বায়না করে আসি, কি বল?

ভগবতী। বাজি বাজনার দরকার কি? ওই টাকা দিয়ে তুমি ক্যাঙালীদের ভরপেট খাইয়ে দাও।

ঠাকুরদাস। বাজি বাজনা না হ'লে আমোদ হবে কেন?

ভগবতী। আমোদের জন্যে অতগুলো টাকা জলে দেবে? ক্যাঙালীরা কতদিন ধরে পেট ধুয়ে বসে আছে। আমি তাদের কাছে বসিয়ে পেট পূরে খাওয়াব, আর একখানা করে কাপড় দেব, এ যে আমার অনেক দিনের সাধ। ঈশ্বরের বিয়েতে পারি নি দীনুর বিয়েতে মনের সাধ মনে চেপে রেখেছি, আজ আমি বিদ্যেসাগরের মা আজও আমার সাধ মিটবে না?

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবেশ

ঈশ্বর। কি সাধ মা তোর?

ঠাকুরদাস। তোমার মা চাইছে বৌভাতের দিন কাঙালী ভোজন করাবে।

ভগবতী উনি বলছে,—হবে না ক্যাঙালী ভোজন, আমি বাজি বাজনা আনব।

ঠাকুরদাস। বাজি-বাজনা না হলে উৎসব জমবে কেন?

ভগবতী। ক্যাঙালীরা না খেলে আশীর্বাদ করবে কে?

ঈশ্বর। দুই-ই হবে মা; বাজি বাজনাও আসবে,—কাঙালীরাও খাবে। বল্ মা কত কাঙালী তুই খাওয়াতে চাস্।

ভগবতী। দুই রকমই হবে? সে যে অনেক খরচ বাবা।

ঈশ্বর। তোর আশীর্বাদে দামোদর যখন আমায় আটকাতে পারে নি, টাকাও আটকাতে পারবে না।

ভগবতী। ওরে, আমি কি ব'লে তোকে আশীর্বাদ করব রে? তুই দারোগার চেয়েও বড় হ'।

ঠাকুরদাস। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর কি হ'তে পারে? এ জন্মে তা 'ক' লিখে দেখলে না। ভগবান করুন, পরজন্মে যেন ঘোড়ার পাতা ছাড়িয়ে যেতে পার।

ঈশ্বর। বসুন বাবা! মা, তুইও ব'স, আমার একটা জরুরি কথা আছে।

ঠাকুরদাস। কি কথা বল ত?

ভগবতী। ফুটো তুলবে গো।

ঠাকুরদাস। তুমি চুপ কর গো।

ঈশ্বর। বাবা, আমি একটা সামাজিক ব্যাধির সংস্কারে হাত দিয়েছি। বাংলাদেশের ইতিহাসে বালবিধবাদের জীবনযাত্রা একটা কলঙ্কময় অধ্যায়। এই অভাগিনীরা সারাজীবন তুষানলে জ্বলতে থাকে,

আর এদের চোখের উপর এদের বাপ-মা, আত্মীয় স্বজনেরা বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে দেয়।

ভগবতী। ঠিক বলেছিস বাবা। সদাশিব ঠাকুরপো মেয়েটাকে কি যন্ত্রণাই না দিচ্ছে।

ঠাকুরদাস। হতভাগা মেয়েটাকে দিয়ে নির্জলা একাদশী করায়, অথচ নিজে ষাট বছর বয়সে একটা কচি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে।

ঈশ্বর। আমি এ দেশে বিধবা বিবাহের প্রচলন করব।

ঠাকুরদাস। বিধবা বিবাহ!

ভগবতী। সে যে বড় বিশ্রী দেখাবে রে।

ঈশ্বর। মা, প্রথম যে লোকটি ছাতি মাথায় দিয়েছিল, লোকে ঢিল মেরে তার মাথা ফাটিয়েছিল। এখন সব মাথারই ছাতা চাই।

ঠাকুরদাস। তা সত্য।

ঈশ্বর। গ্যালিলিও প্রথম বলেছিলেন, পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘোরে। দেশের রাজা তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল। আজ তাঁর কথা সবাই মেনে নিয়েছে। সব দেশেই বিধবা-বিবাহ আছে। এ দেশেও মুসলমানদের মধ্যে আছে।

ভগবতী। তবে তো আর কথাই নেই।

ঈশ্বর। লক্ষ লক্ষ প্রাণের এ অপচয় হিন্দু সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি কি এ কথা স্বীকার করেন না বাবা?

ঠাকুরদাস। করি। কত মনীষী যাদের গর্ভে জন্মাতে পারত, তাদের আমরা জোর করে বন্ধ্যা করে রেখেছি। দারিদ্র আর প্রলোভন এই দুর্ভাগিনীদের কতজনকে পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করেছে, কে তার হিসেব রাখে?

ঈশ্বর। বাবা, এদের দুঃখ আমায় পাগল করেছে। আমি এই অভাগিনীদের আবার সংসারে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করব।

ভগবতী। কাজটা খুব ভাল বাবা।

ঠাকুরদাস। কিন্তু বড় শক্ত। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ কিছুতেই একে গ্রহণ করতে চাইবে না।

ঈশ্বর। কোন মহৎ কাজই সে এক কথায় গ্রহণ করে না।

ভগবতী। তুমি বিয়ে দিতে চাইলেই কি ওরা বিয়ে করবে?

ঈশ্বর। রোগী ওষুধ খেতে না চাইলেও কখনও কখনও জোর করে খাওয়াতে হয়।

ঠাকুরদাস। তা না হয় খাওয়ালে। কিন্তু পাত্র পাবে কি না সন্দেহ।

ঈশ্বর। চেষ্টা করলে পাত্র দুর্লভ হবে না বাবা। প্রথম প্রথম আড়ষ্ট ভাব থাকবে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা চালু হয়ে গেলে সব সহজ হয়ে যাবে।

ভগবতী। মেয়ের বাপ-মা রাজি হবে তো রে।

ঈশ্বর। না হয় বোঝাব, পায়ে ধরব, ভয় দেখাব। তোমরা আশীর্বাদ করলে আমি নিশ্চয়ই সফল হব।

ঠাকুরদাস। আর একটা কথা আছে ঈশ্বর। এই সব বিধবাদের সন্তানেরা সমাজে মর্য্যাদার আসন হয়ত পাবে না।

ঈশ্বর। দু'চারদিন পাবে না; তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠাকুরদাস। তা হতে পারে, কিন্তু ছেলেরা বাপের সম্পত্তির অধিকার পাবে না।

ঈশ্বর। যাতে অধিকার পায়, তার ব্যবস্থাও আমি করব। আগেই বিধবা-বিবাহের আইন পাশ করিয়ে নেব। সে আয়োজনও আমি করেছি।

ঠাকুরদাস। করেছ?

ভগবতী। তবে আর দেরী করিস নি বাবা! মেয়েগুলোর দুঃখে বুক ফেটে যায়। আমার ছেলে ছাড়া কে তাদের দুঃখ ঘোচাবে? কবে সেদিন আসবে, যেদিন মেয়েগুলো সিঁথেয় সিঁদুর পরে হাসিমুখে ঘোমটা টেনে শ্বশুর ঘর করতে যাবে? হাজার হাজার মেয়ে আমার ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করবে, আমি রাস্তায় বেরুলে সবাই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে, ওই আমাদের দয়ার সাগর বিদ্যেসাগরের মা। ওগো, তুমি মত দিয়ে দাও।

ঠাকুরদাস। আমি মত না দিলে কি করবে?

ঈশ্বর। আপনার জীবদ্দশায় কিছু ক'রব না। তারপরই আন্দোলন আরম্ভ করব। সত্য বলে যা বুঝেছি, কিছুতেই আমি তা ত্যাগ করব না।

ঠাকুরদাস। শাস্ত্র কি বলছে দেখেছ?

ঈশ্বর। দেখেছি বাবা। পরাশর সংহিতায় আছে—নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ, পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যঃ বিধীয়তে। অর্থটা কি জানিস মা? স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মারা যায়, সন্ন্যাস আশ্রয় করে, ক্লীব বা পতিত হয়, তাহলে নারী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে।

ভগবতী। ব্যস—ব্যস, তবে ত হয়েই গেল।

ঠাকুর। যাও ঈশ্বর, আমি সম্মতি দিলাম। সর্বশক্তি দিয়ে তোমার যজ্ঞ তুমি সম্পূর্ণ কর। বাধা-বিপত্তি অনেক আসবে, প্রাণের ভয়ও আছে পদে পদে, শয়তানের দল এই সুযোগে তোমাকে দোহন করতে চাইবে; কিছুতেই তুমি পিছপাও হয়ো না। ছিরে তোমার সঙ্গে যাবে। আমাদের আশীর্বাদ তোমার পেছনে থাকবে, ঈশ্বর! বাহুতে তোমার বজ্রশক্তি নেমে আসুক, কণ্ঠে নামুক সরস্বতী,—ভয়ে

তুমি টলো না, প্লাবনে তুমি ভেসে যেও না। যেমন করে উত্তাল দামোদরকে তুমি জয় করেছ, তেমনি করে তুমি অসংখ্য দুর্নিবার বাধা-বিপত্তি জয় কর।

[ঈশ্বর নতজানু হইয়া পিতামাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন]

গীতকণ্ঠে বরণডালা হস্তে সুরমার প্রবেশ

সুরমা।—

গীত।

করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর, আমার তুমি ভাই।
যমের দোরে দিলাম কাঁটা, মৃত্যু তোমার নাই॥
এগিয়ে চল বীরকেশরী, নাই'ক দ্বিধা দ্বন্দ্ব,
নাও তুলে নাও তাদের, যারা হারালো জীবন ছন্দ;
বিঘ্ন বাধা আসুক যত হবেই পায়ে অবনত,
আশিষ দেবে দেবের সমাজ, দুঃখিনীদের দিলে ঠাঁই।

[ঈশ্বরের ললাটে ভাইফোঁটা দিয়া প্রণাম]

ঈশ্বর। আমি ধন্য, আমি কৃতার্থ।

[প্রস্থান।

সুরমা। বাজনা আসবে না জ্যাঠামশাই?

ঠাকুরদাস। বাজনাও আসবে, কাঙালী ভোজনও হবে।

[প্রস্থান।

ভগবতী। আয় সুরো, অনেক কাজ পড়ে আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

শোভাবাজার রাজবাড়ী

রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রবেশ

রাধাকান্ত। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যঃ বিধীয়তে ॥"

বেছে বেছে ঠিক শ্লোকটি বার করেছে। পণ্ডিত সমাজ কি ক'রে এ শাস্ত্র বাক্য উড়িয়ে দেবেন বুঝতে পাচ্ছি না। মানুষ বটে বিদ্যাসাগর! একটা যুক্তিও কি খণ্ডন করার উপায় আছে? [গড়গড়ার নল টানিতে লাগিলেন।]

শ্রীশচন্দ্রের প্রবেশ

শ্রীশ। শুধু শুধু নলটা টানছেন কেন? কল্কে পালটাতে নিয়ে গেছে। ও গগন, কল্কে দিয়ে যাও।

রাধাকান্ত। ও কি আর না খেয়ে নিয়ে আসবে? সিংহ ভাগ ওরাই খায়, আমাদের উচ্ছিষ্ট দেয় মাত্র।

গগন আসিয়া কলিকা বসাইয়া দিল

রাধাকান্ত। কল্কে ধরাতে কি পটলডাঙায় গিয়েছিলে গগনচন্দ্র? এত দেরী হল যে?

গগন। কি করব? পিসীমার পুরুতের পেট নাবছে, এসতে পারলে নি! পিসীমা বললে—পুরুত নিয়ে আয়। বোঁ করে রাস্তায় চলে

গেলুম। দেখি এক ঠাকুর যাচ্ছে। ধরে নিয়ে এসে পূজোয় বসিয়ে দিলুম।

রাধাকান্ত। রাস্তা থেকে কি ঠাকুর আনলি ?

শ্রীশ। বামুন ত ?

গগন। গলায় পৈতে আছেন।

রাধাকান্ত। পৈতে আছেন দেখেই নিয়ে এলে ? কেন, এই তো এক বামুন বসে আছে।

গগন। এ সব যা তা বামুনের কাজ নয়।

[প্রস্থান।

শ্রীশ। হা হতোস্মি ! ষট্পঞ্চমীর ব্রতটাও কি আমি করতে পারি না ?

রাধাকান্ত। কই হে শ্রীশ, তোমাদের বিদ্যাসাগর কই ? পণ্ডিতরা ত এখনি আসবেন।

শ্রীশ। বিদ্যাসাগরও ঠিক সময়েই আসবে।

রাধাকান্ত। ন'টা তো বাজল হে।

শ্রীশ। বাজে নি, আর পাঁচ মিনিট সময় আছে।

রাধাকান্ত। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে এসে পড়বে ! সাহেব না কি ?

শ্রীশ। সাহেবরা বিদ্যাসাগরের চেয়ে বেশী সময়ানুবর্ত্তী নয়।

ছাতা হাতে ন্যায়রত্ন, সপ্ততীর্থ ও তারানাথ
বাচস্পতির প্রবেশ

ন্যায়রত্ন। আমরা এই অর্বাচীনকে অভিসম্পাৎ করব।

সপ্ততীর্থ। তুমি না করলেও আমি করব।

তারানাথ। ছাতাটা দেখাচ্ছেন কেন ? ওর কি আর দেখাবার কিছু আছে ?

সপ্ততীর্থ। তুমি বলছ কি বাচস্পতি? ছোকরা আমাদের মুখের উপর বলে কি না, মানুষের প্রয়োজনে শাস্ত্র গড়ে উঠেছে—মানুষের প্রয়োজনেই তাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

ন্যায়রত্ন। এত বড় কথা! তুমি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছ বলে কি মাথা কিনে নিয়েছ?

রাধাকান্ত। আমি তো অধ্যক্ষ নই, আমার উপর অবিচার কচ্ছেন কেন?

ন্যায়রত্ন। আমাদের এস্থানে কেন আহ্বান করেছেন রাজা বাহাদুর?

রাধাকান্ত। বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলন করতে কোমর বেঁধে নেমেছে। এ বিষয়ে আমার সমর্থন সে চায়। কিন্তু আমি তো আপনাদের ছাড়া নই। আসলে আপনারাই সমাজের কর্ণধার। আপনারা যদি বলেন বিধবা-বিবাহ সঙ্গত, তাহলে আমি বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করব।

বাচস্পতি। নইলে করবেন না?

রাধাকান্ত। তাই কি পারি? মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যদি মত থাকত, তাহলেও একটা কথা ছিল।

শ্রীশ। আপনি তো জানেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদিন বিধবা-বিবাহ প্রচলন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই রক্ষণশীল পুঁথিসর্বস্ব পণ্ডিতের দলই তাঁকে অগ্রসর হতে দেয় নি। এদের মত আপনি কোনকালেই পাবেন না রাজাবাহাদুর। রোগী মরে গেলেও এরা একাদশীর দিন বিধবাকে ওষুধ খেতে দেবে না।

সপ্ততীর্থ। কে হে তুমি অর্বাচীন; আমাদের সমালোচনা কর?

শ্রীশ। আপনি দয়া করে ছাতা নামান। জানেন রাজাবাহাদুর! বাল-বিধবার বিবাহের কথা কাণে গেলে এই সপ্ততীর্থ মহাশয়ের জাত যায়, অথচ নিজে এই বয়সে একটি পঞ্চদশীর পাণিগ্রহণ করেছেন।

রাধাকান্ত। করবেনই তো। তোমার মত যুবকেরা যদি বিয়ে না করে, তাহলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ভার লাঘব করতে এই বৃদ্ধদেরই এগিয়ে যেতে হয়।

সপ্ততীর্থ। আমি তোমাকে অভিসম্পাৎ করব প্রগলভ যুবক।

বাচস্পতি। ধৈর্য্যচ্যুত হবেন না। ঈশ্বরের আসবার সময় হয়েছে।

ন্যায়রত্ন। আমাদের যদি এইভাবে অপমান বরণ করতে হয়, তাহলে আমরা এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ করব। [নস্যগ্রহণ]

রাধাকান্ত। কে কে স্থান ত্যাগ করতে চান বলুন? শ্রীশ, যাঁরা চলে যাচ্ছেন, তাদের নাম লিখে নাও।

ন্যায়রত্ন। আপনি আমাদের আমন্ত্রণ করেছেন—

সপ্ততীর্থ। আমরা নিশ্চয়ই শ্রীমান্ ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তি খণ্ডন করে যাব।

ন্যায়রত্ন। কারণ এ আমাদের—

সপ্ততীর্থ। নৈতিক কর্তব্য।

ন্যায়রত্ন। কথার উপর কথা কয়ো না সপ্ততীর্থ। হাজার হ'ক আমি ন্যায়ের পণ্ডিত। [নস্যগ্রহণ]

চাল-কলার পুঁটলি লইয়া ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবেশ

রাধাকান্ত। তুমিই ষট্পঞ্চমীর পুরুত বুঝি? এখানে তুমি কেন এসেছ? এ পণ্ডিতের সভা। [ন্যায়রত্ন ও সপ্ততীর্থ অট্টহাসি হাসিল]

ঈশ্বর। তাহলে আমি আসি—

বাচস্পতি। দাঁড়াও, দাঁড়াও। রাজাবাহাদুর, এই আমার ছাত্র স্বনামধন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রাধাকান্ত। বিদ্যাসাগর! তুমিই বিদ্যাসাগর! কার সাহেবকে শহবৎ শিক্ষা দিয়েছ তুমি? ঝড়ের রাতে উত্তাল দামোদরকে তুমিই জয় করেছ

যুবক ? দেহটা তোমার কি দিয়ে গড়া ? পাথর দিয়ে—না লোহা ঢালাই করে ?

ঈশ্বর। পিতামাতার স্নেহরস দিয়ে গড়া।

রাধাকান্ত। বিদ্যাসাগর, তোমার বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব আমি পাঁচবার পড়েছি। আমার সীমিত জ্ঞান নিয়ে তোমার কোন যুক্তিই আমি খণ্ডন করতে পারি নি। কিন্তু আমি সমাজ ছাড়া নই। সমাজের মধ্যমণি যাঁরা, তাঁদের তোমার মুখোমুখী উপস্থিত করেছি। তুমি এঁদের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও যে বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়। এরা যদি মত দেন, আমি চোখ বুজে তোমার দলিলে স্বাক্ষর করব।

শ্রীশ। এঁরা মত দেবেন না রাজাবাহাদুর!

ঈশ্বর। এঁরা পূর্বেই অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

বাচস্পতি। তাই না কি ?

ঈশ্বর। রাজাবাহাদুর আমার চেয়ে এঁরা বয়সে বড়, পাণ্ডিত্যে অনেক বড়। গরীয়সী বিদ্যার গুণে এঁরা সমাজের মাথার মণি। এঁদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলোচনা করা আমার ধৃষ্টতা।

শ্রীশ। সে কথা এঁরাও বারবার বলেছেন।

ঈশ্বর। আমার আবেদন আপনাদের বিদ্যার কাছে তত নয়, যত আপনাদের হৃদয়ের কাছে। শাস্ত্র যাই বলুক, এই অভাগিনীদের মুখের দিকে আপনারা পিতার দৃষ্টি নিয়ে একবার চেয়ে দেখুন। এঁরা কি ভগবানের সৃষ্ট নয় ? পৃথিবীর ভোগসুখে এদেরও কি অধিকার নেই ? বয়স্থা যাঁরা, তাদের কথা আমি বলছি না। যারা বাল্যে বিধবা হয়েছে, যারা অপরিণত, তাদের আপনারা আবার নীড় বাঁধতে দিন।

ন্যায়রত্ন। এতদিন ত এ কথা ওঠে নি। এ দেশে জ্ঞানী গুণী কি আর জন্মায় নি?

সপ্ততীর্থ। তারা কি তোমার চেয়ে কম জ্ঞানী ছিলেন?

ঈশ্বর। আমি তাঁদের চরণের রেণু।

ন্যায়রত্ন। যে কাজ তাঁরা সঙ্গত বলে বিবেচনা করেন নি—

সপ্ততীর্থ। তোমার স কাজ করতে এত মাথা ব্যথা কেন?

ন্যায়রত্ন। কথাটা ত আমিই বলতে পারতুম। [নস্য গ্রহণ]

রাধাকান্ত। জবাব দাও বিদ্যাসাগর।

শ্রীশ। এ কোন যুক্তিই নয়।

বাচস্পতি। এর নাম ভৌতিক যুক্তি। রামমোহন রায়ের আগে সতীদাহ রদ করার কথাও কেউ ভাবে নি, আকবর শার আগে দীন ইলাহির কথাও কারও মাথায় আসে নি। হাওড়ার পুল তৈরী করার সময় কেউ বলে নি,- এর আগে যখন হাবড়ার পুল তৈরী হয় নি, এখনও হবে না।

রাধাকান্ত। কিন্তু যাদের ভাল তুমি করতে চাও, তাদের মত নিয়েছ?

ঈশ্বর। তাদের ভাল তারা যদি বুঝত, তাহলে সমাজের এ অনুশাসনের বিরুদ্ধে তারা নিজেরাই মাথা তুলে দাঁড়াত। আপনারা তাদের অভিভাবক। ভেবে দেখুন,—ক্ষুধার্তকে যদি খেতে না দেন, সে চুরি করে খাবে।

ন্যায়রত্ন। ব্যভিচার সব দেশেই আছে। চোরে চুরি করবে বলে কেউ—

সপ্ততীর্থ। চোরের ঘরে ঘরের দ্রব্য পৌঁছে দেয় না।

ন্যায়রত্ন। তুমি বড় বেশী বকো সপ্ততীর্থ। শুনুন রাজাবাহাদুর,

হৃদয়ের ভাবাবেগে চালিত হয়ে, আমরা সনাতন হিন্দু সমাজের—

সপ্ততীর্থ। সর্বনাশ হতে দেব না।

ন্যায়রত্ন। আরে ধেৎ।......হিন্দু সমাজে বিধবাদের কৃচ্ছ্রসাধন বিধাতারই বিধান। এতে তাদেরও দুঃখ নেই, আমাদেরও দুঃখের কারণ নেই।

শ্রীশ। হৃদয়কে তাহলে বাদ দাও পণ্ডিত। এবার শাস্ত্রের কথা বল।

ন্যায়রত্ন। বলবে আবার কি? শ্রীমান্ ঈশ্বরচন্দ্র যে পরাশর সংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, সে শুধু বাগদত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বাচস্পতি। শ্লোকে ত বাগদত্তার উল্লেখ নেই।

ঈশ্বর। পরাশর স্পষ্টই বলেছেন,—নারীরা পাঁচটি ক্ষেত্রে অন্য পতি গ্রহণ করতে পারে।

রাধাকান্ত। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে যেন?

শ্রীশ। স্বামী নষ্ট মৃত বা সন্ন্যাসী হলে, ক্লীব বা পতিত হলে।

রাধাকান্ত। তবেই তো গোলমাল।

ন্যায়রত্ন। কোন গোলমাল নেই। আদিত্য পুরাণে কি বলেছে শুনুন—

সপ্ততীর্থ। ঊঢ়ায়াং পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্॥

রাধাকান্ত। অর্থটা কি বাচস্পতিমশায়?

বাচস্পতি। বিবাহিতার বিবাহ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অংশগ্রহণ, গোবধ, ভ্রাতৃজায়া ও কমণ্ডলু-হরণ নিষিদ্ধ।

রাধাকান্ত। বলেন কি? কমণ্ডলু-হরণও নিষিদ্ধ? আমি যে

ছেলেবেলায় এক সন্ন্যাসীর কমণ্ডলু কুয়োয় ফেলে দিয়েছিলাম, এখন উপায় ? ও শ্রীশ,—

শ্রীশ। এঁদের কিছু কাঞ্চনমূল্য দান করুন, সব পাপ দূর হয়ে যাবে।

ন্যায়রত্ন। কেন তুমি এই প্রকারে—

সপ্ততীর্থ। আমাদের অবজ্ঞা প্রদর্শন কচ্ছ ?

রাধাকান্ত। ওহে বিদ্যাসাগর, তোমার যুক্তি যে নড়বড়ে হয়ে গেল।

ঈশ্বর। না রাজাবাহাদুর। বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ সব শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ। এইটিই সাধারণ নিয়ম। পরাশরের বিধান শুধু পাঁচটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। বিবাহের শুভদিন যেমন সাধারণ নিয়ম, কিন্তু অরক্ষণীয়ার ক্ষেত্রে সে নিয়ম লঙ্ঘন করা যায়, এও তেমনি।

রাধাকান্ত। পণ্ডিত মশায়দের সব যুক্তিই তো কাটা পড়ল। তাহলে আপনারা লিখে দিয়ে যান যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ।

ন্যায়রত্ন }
সপ্ততীর্থ } কদাচ নহে।

শ্রীশ। মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী ?

রাধাকান্ত। আচ্ছা, সমাজের আরও তো কত গলদ আছে। বেছে বেছে তুমি এই বিধবা-বিবাহে হাত দিলে কেন বল দেখি ?

ঈশ্বর। এরপর বহু বিবাহে হাত দেব। যতদিন আমি জীবিত থাকব, একটা একটা করে সব সমস্যারই আমি সমাধানের চেষ্টা করব, যদি আপনাদের সহযোগিতা পাই।

রাধাকান্ত। আচ্ছা ধর, বিধবা বিবাহ সমাজ মেনে নিলে। কিন্তু এইসব বিধবার সন্তানেরা জারজ বলে যখন নিগৃহীত হবে ?

ঈশ্বর। যাতে না হয়, সেজন্য আইন পাশ করিয়ে নেব।

শ্রীশ। বড়লাটের দরবারে আবেদন করা হচ্ছে। বিশ হাজার স্বাক্ষর আমরা সংগ্রহ করেছি।

রাধাকান্ত। তোমরা ত সাংঘাতিক লোক হে! পণ্ডিত মশায়রা কি সিদ্ধান্ত করলেন?

ন্যায়রত্ন। বিধবা-বিবাহ শুধু অসঙ্গত নয়—

সপ্ততীর্থ। অসিদ্ধ এবং সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর।

ন্যায়রত্ন। শ্রীমান্ ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর গ্রামবাসিনী একটি বালবিধবার দুঃখে বিগলিত হয়ে, এই দুঃসাহসিক কার্যে হাত দিয়েছেন।

সপ্ততীর্থ। আমাদের তদরূপ কোন প্রেরণাস্থল নেই। অতএব আমরা এ বিধান দিতে অক্ষম।

ন্যায়রত্ন। তারানাথ বাচস্পতি যখন শ্রীমান্ ঈশ্বরচন্দ্রের অনুগৃহীত, তখন আর ভাবনা কি? আমরা স্বাক্ষর না দিলেও—

সপ্ততীর্থ। বাচস্পতি একাই একশো।

রাধাকান্ত। শুনে বড়ই প্রীতিলাভ করলুম। আপনাদের জ্ঞানের সীমা নেই, ভদ্রতারও শেষ নেই; হিন্দু সমাজের সৌভাগ্য যে আপনারা তার কর্ণধার। আপনাদের বহু অমূল্য সময় নষ্ট করেছি। এতক্ষণে আপনারা অসংখ্য লোককে অভিশাপ দিয়ে স্বর্গে পাঠাতে পারতেন, "তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল" ইত্যাদি বহু সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। সে সুযোগ থেকে আমি আপনাদের বঞ্চিত করেছি। এবার আপনারা আসুন।

ঈশ্বর। যাবার সময় শুনে যান। আপনারা যে নড়ে বসবেন না, তা আমি জানতুম। আমি রাজা বাহাদুরের সমর্থনই চেয়েছিলাম, আপনাদের সমর্থন আশাও করি নি, প্রার্থনাও করি নি। বিধবা-বিবাহ আপনাদের চোখের উপরেই হবে; সাধ্য থাকে বাধা দেবেন।

ন্যায়রত্ন। তুমি অতি—

সপ্ততীর্থ। পাষণ্ড।

ন্যায়রত্ন। তুমিও তাই।

[প্রস্থান।

সপ্ততীর্থ। আসি রাজাবাহাদুর! কল্যাণ হ'ক।

[প্রস্থান।

ঈশ্বর। আপনার অভিমত জানতে পেলে খুশী হব রাজাবাহাদুর।

রাধাকান্ত। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ কর পণ্ডিত। তোমার সঙ্কল্প সাধু, তোমার যুক্তি খণ্ডন করার সাধ্য এইসব নামসর্বস্ব পণ্ডিতের নেই। আমি ত তুচ্ছ।

শ্রীশ। আপনার অভিমত এরাও বুঝেছেন, আমরাও বুঝেছি। আবেদনে স্বাক্ষর দিন রাজাবাহাদুর।

বাচস্পতি। আপনার স্বাক্ষর দেখলে কেউ আর স্বাক্ষর দিতে আপত্তি করবে না।

ঈশ্বর। রাজাবাহাদুর!

রাধাকান্ত। অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা কর যুবক। যাদের মুখের কথায় দেশের লোক আগুনে ঝাঁপ দেয়, তাদের সাবধানে পদক্ষেপ করতে হয়। বাইরে থেকে যে যত বড়ই ফতোয়া দিক, সমাজের আসল শক্তি এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাতে। এদের অমতে আমি তোমায় সমর্থন জানাতে পারি না।

ঈশ্বর। আপনি তাহলে বিধবা-বিবাহের বিরোধী?

রাধাকান্ত। বিরোধী নই ঈশ্বর। তুমি যদি এ কাজে সফল হও, তোমার চেয়ে আমি কম সুখী হব না। কিন্তু প্রকাশ্যে সমর্থন আমি করতে পারব না; কারণ এই ব্রাহ্মণসভা আমিই ডেকেছি। একাজে তোমার

যখন অর্থের প্রয়োজন হবে, আমার কাছে এস, আমি তোমায় দশ বিশ হাজার টাকা দিতেও কার্পণ্য করব না।

ঈশ্বর। সমর্থন যাঁর পেলাম না, তাঁর ভিক্ষেও আমি চাই না।

[প্রস্থান।

বাচস্পতি। আমরা তাহলে আসি রাজাবাহাদুর। কথাটা আর একবার ভেবে দেখবেন।

[প্রস্থান।

শ্রীশ। বিদ্যাসাগরকে কেমন দেখলেন রাজাবাহাদুর?

রাধাকান্ত। আগুনের গোলা।

শ্রীশ। আর এই পণ্ডিত মশায়দের?

রাধাকান্ত। নরকের কীট। এরা যদি পণ্ডিত হয়, দেশটা মূর্খের লীলাভূমি হ'ক। টাকা নেবে শ্রীশ? আমি বিশহাজার টাকার চেক তোমার নামে দিচ্ছি, তুমি নিজের নামে বিদ্যাসাগরকে দিও।

শ্রীশ। ক্ষমা করবেন রাজাবাহাদুর। আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আমি ওই দুর্বাসাকে বিশ্বাস করি না। সে জানতে পারলে আমার মুখ দেখবে না। যে টাকা আমার বন্ধু নেয় নি, সে টাকা আমিও স্পর্শ করব না।

[প্রস্থান।

রাধাকান্ত। ওরে, সত্য সত্যই কি দেশে মানুষের ঝাঁক এল? তোরা শাঁখ বাজা, জয়ধ্বনি দে। আর কিছুদিন আমায় বাঁচিয়ে রাখ ঠাকুর আমি দেখে যাব এদের হাতে দুর্ভাগা বাংলার নবজীবনের অভ্যুদয়।

অখিলউদ্দিনের প্রবেশ

অখিল। কি হয়েছে রাজাবাহাদুর? নাচছেন কেন?

রাধাকান্ত। আমি নাচি, তুই গা।

অখিল। কেন? কোন্ বামুন পণ্ডিত মরেছে?

রাধাকান্ত। ওরে, তা নয়। বিধবার বিয়ে হয়ে গেল। আর কেউ ঠেকাতে পারবে না আর কাউকে ধর্ম হারাতে হবে না। সব আইন কানুন বদলে দিয়েছে।

অখিল। কে?

রাধাকান্ত। বিদ্যাসাগর। জয়ধ্বনি দে অখিল, জয়ধ্বনি দে!

অখিল।—

গীত

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর দীর্ঘজীবী হ'ক।
অমানিশার অন্ধকারে আনলো সূর্য্যালোক ॥
দেশে যারা জ্যান্তে মরা,
　　　　চোখে যাদের শূন্য ধরা,
ভাসবে না আর অশ্রুজলে অভাগীদের চোখ ॥
মুছল এবার মুখের মসী, ঘুচল শিশুর একাদশী,
দয়ানিধির জয়গানে আজ ভরে যাক ত্রিলোক ॥

রাধাকান্ত। দেবতারা আজ আর পুষ্পবৃষ্টি করে না, নইলে বিদ্যাসাগরের ঘর ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিত। আয়, বকশিস নিবি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়ী

দীনবন্ধুর প্রবেশ

দীনবন্ধু। দাদা, ও দাদা,—শীগ্‌গীর এস।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবেশ

ঈশ্বর। কি রে দীনু? আবার কি কেউ আমার মাথায় বাড়ি দিতে আসছে না কি? দোর খুলে দে, যারা বাধা দিতে চায় দিক,—তবু আমি যা ধরেছি, তার শেষ না দেখে ছাড়ব না। আইনটা একবার পাশ হ'ক, তারপর দেখব সমাজ বড়—না মানুষ বড়।

দীনবন্ধু। এ আইন কখনও পাশ হবে না দাদা। দেশের হাজার হাজার পণ্ডিত আইন সভায় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত পাঠিয়েছে।

ঈশ্বর। তাতে কিছু যায় আসে না। শাস্ত্র, ন্যায় আর যুক্তি আমাদের দিকে; পণ্ডিতেরা গায়ের জোরে তা উড়িয়ে দিতে পারবে না। আইন পাশ না হলেও বিধবা-বিবাহ আমি দেবই। আইন না হয় তার পরেই আসবে।

দীনবন্ধু। কাজটা অত্যন্ত দুরূহ দাদা।

ঈশ্বর। কোন কাজই তোমার দাদার কাছে দুরূহ নয়।

দীনবন্ধু। কিন্তু এতে বিপুল অর্থ ব্যয় হবে।

ঈশ্বর। অর্থ ত ব্যয়ের জন্যেই।

দীনবন্ধু। তা সত্য। কিন্তু এত অর্থ ব্যয় করার শক্তি তোমার নেই।

ঈশ্বর। আমার শক্তি সারা দেশময় ছড়িয়ে আছে দীনবন্ধু। যারা আমাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারা কেউ নিঃস্বও নয়, অন্ধ স্তাবকও নয়।

দীনবন্ধু। শেষ পর্য্যন্ত সবাই হাত গুটিয়ে নেবে দাদা! তুমি তখন তোমার এ বহু বিঘোষিত ব্রত ফেলতেও পারবে না, গিলতেও পারবে না।

ঈশ্বর। ফেলতে না পারি গিলতে ঠিকই পারব। কোন চিন্তা করো না তোমরা। কি জন্যে ডাকছিলে তাই বল।

দীনবন্ধু। ভাল কথা দাদা, নাটুকে গিরিশ ঘোষ এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন।

ঈশ্বর। কে সাক্ষাৎ করতে আসছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ? অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব? এতক্ষণ বল নি কেন? পরমহংসদেব আসছেন আমার কাছে! ছি ছি ছি,—এ বড় লজ্জার কথা! চল চল, মহাপুরুষকে নিয়ে আসি চল।

অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন দোরগোড়ায় স্মিতহাস্যে
দাঁড়াইয়া আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমিই তো বিদ্যেসাগর। এত দিন খাল বিল পেরিয়েছি, এবার সাগরে এসে পড়লুম।

ঈশ্বর। আমিও এতদিন বক দেখেছি, সারস দেখেছি, এবার পরমহংস দেখে নয়ন সার্থক করলুম [প্রণাম] সাগরের কাছে এসেছেন যখন, কিছু নোনা জল নিয়ে যান। দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বসব? এ যে ঈশ্বরের আসন গো।

ঈশ্বর। নকল ঈশ্বরের আসনে এবার আসল ঈশ্বর বসুন, আসন পবিত্র হোক, ঈশ্বর কৃতার্থ হোক।

বেশ বলেছ, বেশ বলেছ। তুমি পণ্ডিত মানুষ, তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল ?

ঈশ্বর। আমায় খবর না দিয়ে কেন আপনি কষ্ট করে এলেন ? ডেকে পাঠালে আমিই গিয়ে আপনার চরণ বন্দনা করতুম। কি এমন পুণ্য করেছি আমি যে, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে এসেছেন আমার ঘরে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি গো বিদ্যেসাগর ? তুমি পুণ্যি কর নি ত করেছে কে ? তুমি কি যে সে লোক ? কত ইস্কুল করেছ, কত কলেজ করেছ, কত ভাল ভাল বই লিখেছ, জাতের শিক্ষার সড়ক খুলে দিয়েছ,— চাট্টিখানি কথা ? ভগীরথ গঙ্গাকে এনেছিল, আর তুমি গোটা স্বর্গখানাকে বাংলার মাটিতে টেনে আনার যোগাড় করেছ। মা আমায় বলেছিল, তুই কিচ্ছু ভাবিস নি, একে একে সব আসবে, বাংলার মাটিতে চাঁদের হাট বসবে। ঠিক ঠিক, সপ্তর্ষি মণ্ডল মাটিতে নেমে এসেছে।

দীনবন্ধু। দাদার কথা শুনেছেন ঠাকুর ? দাদা বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করতে যাচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই ত আর না এসে পারলুম নি। যেদিন তুমি মার নাম করে দামোদর পেরিয়েছিলে, সেদিন থেকে তোমাকে দেখবার জন্যে মনটা ছটফট করেছে, জানলে ? তারপর শুনলুম, তুমি বিধবা-বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ। মা বললে,—যা না, সাগর দেখে আয়।

ঈশ্বর। মা বললেন ? আপনার মা ভবতারিণী ?

দীনবন্ধু। আপনার মা আপনার সঙ্গে কথা কন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই দেখ। মা ব্যাটার সঙ্গে কথা কইবে না কি গো ?

তা তুমি বেশ করেছ বাপু। রামমোহন রায় সতীদাহ রদ করে গেছে, তুমি এ কাজটা করে যাও বাপু।

দীনবন্ধু। বিধবা-বিবাহ আপনি সমর্থন করেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অধিকারী-ভেদ আছে গো। যাদের বিয়ে বিয়েই নয়, তাদের ফের বিয়ে দিলে যদি তারা রক্ষে পায়, কেনে তাদের আটকে রাখবে ? ক্ষিধের সময় না খেতে পেলে যারা হাঁড়ি খাবে, তাদের খেতে দাও ; তোমরাও বাঁচবে, তারাও বাঁচবে।

দীনবন্ধু। এতে হিন্দুধর্ম ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হিন্দুধর্ম এত ঠুনকো নয় গো। কত ঘা সে খেয়েছে, তবু কখনও ভাঙে নি। ভয় কি তোমাদের ? মুসলমানেরা যখন ধুয়ে মুছে যায় নি, খ্রীষ্টানরা যখন দিনে দিনে বাড়ছে, তখন তোমরাই বা মরবে কেনে গো ? এই ত বাঁচবার পথ। না কি গো বিদ্যেসাগর ?

ঈশ্বর। ঠাকুর, একটা মহাযজ্ঞ আমি আরম্ভ করেছি। জানি না সফল হব কি না। আপনার শ্রীমুখ থেকে একটি কথা শোনবার জন্যে আমার মন ব্যাকুল হয়েছে। আপনি বলুন, সমাজ বড় না মানুষ বড় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষ বড়। তুমি ত সব জান গো। ওই যে তোমাদের কে চণ্ডিদাস বলেছে, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" এগিয়ে যাও বাপু ; এগিয়ে যাও ; এইখানেই থেমে যেও নি। দেখছে ত এক একটা কুলীন বামুন শয়ে শয়ে বিয়ে কচ্ছে। মরার সময়েও সাতটা কুমারীকে উদ্ধার করে যাচ্ছে। এ অনাচারের গলা টিপে ধর।

ঈশ্বর। আপনি আশীর্বাদ করুন ; সমাজের সব গলদ আমি একটা একটা করে দূর করতে চেষ্টা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা তুমি পারবে। তুমি যে পুরুষসিংহ। যেয়ো একদিন দক্ষিণেশ্বরে,—যাবে ত ?

ঈশ্বর। যাব বই কি? আপনি এলেন, আর আমি যাব না? কিন্তু আমি তো সাধন ভজন জানি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাতী জানে না তার গায়ে কত জোর। তোমার মত সাধন ভজন কে জানে গো? তুমিই তো ভগবানের বেশী আরাধনা কচ্ছ। ওরে ও রাখাল—

রাখালের প্রবেশ

রাখাল। বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দাঁড়া, দাঁড়া,—নরেন যে গানটা গাইছিল, একবার বিদ্যেসাগরকে শুনিয়ে দে তো।

রাখাল।—

গীত

জীবের পূজায় শিবের পূজা,
মানুষ ভগবান্।
কে বলে শিব শিবালয়ে করেন অধিষ্ঠান ?

[শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন]

রাখাল।—

পূর্ব গীতাংশ

দুঃখী যে জন সর্বহারা,
মুছায় যে তার অশ্রুধারা,
তারই বুকে বিশ্বপিতা নিত্য বিরাজমান॥

মন্দিরে তোর কাজ নাহি রে,
চোখ তুলে তুই দেখ্ বাহিরে,
কোটি কোটি নারায়ণে ভরা এ ধরাখান ॥

সকলে। ঠাকুর! ঠাকুর!

শ্রীরামকৃষ্ণ। [সমাধি ভঙ্গে] হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ বলেছ,—জীবের পূজায় শিবের পূজা মানুষ ভগবান্। [হাততালি দিয়া] জীবের পূজায় শিবের পূজা মানুষ ভগবান্।

[প্রস্থান, পশ্চাৎ রাখালের প্রস্থান।

ঈশ্বর। যাও দীনু, ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিয়ে এস।

দীনবন্ধু। যাচ্ছি, আর তোমাকে পায় কে দাদা? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন লাইসেন্স দিয়ে গেলেন, তখন বিধবা আর দেশে থাকবে না।

[প্রস্থান।

ঈশ্বর। ঠাকুর! তুমি অবতার কি না জানি না, কিন্তু সত্য সত্যই তুমি ঠাকুর। প্রণাম ঠাকুর তোমায় সহস্র প্রণাম।

মাইকেল মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। Hallo Vid—

ঈশ্বর। আরে মাইকেল মধুসূদন যে! এস সাহেব এস। আর একটু আগে এলে তোমাকে একটা আশ্চর্য্য মানুষ দেখাতুম।

মধুসূদন। Who is that আশ্চর্য্য মানুষ? তোমার পাঠশালার গুরুমশায় কালীকান্ত না কি?

ঈশ্বর। না হে না। এ দক্ষিণেশ্বরের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। এমন মহাপুরুষ তুমি আর দেখ নি সাহেব।

মধুসূদন। দেখেছি Vid, দেশে বিদেশে লাখো লাখো মানুষের মিছিল দেখেছি। কিন্তু আমার বাংলা মায়ের এক বনজঙ্গলে ঘেরা পল্লী নিকেতনে, গরীব বামুনের ঘরে যে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছে, তার মত মহাপুরুষ কোথাও আমি দেখি নি।

ঈশ্বর। বল কি হে সাহেব?

মধুসূদন। বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত জগতে ;
করুণার সিন্ধু তুমি। সেই জানে, দীন যে
দীনের বন্ধু, কত শক্তি ধরে কত মতে
গিরীশ। কিন্তু পেয়ে সেই মহাপর্বতে
যে জন আশ্রয় লয় রাজীব চরণে,
দানে বারি নদীরূপা বিমলা কিঙ্করী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা ক্লান্তি দূর করে।

ঈশ্বর। এই ছন্দেই কি তুমি মেঘনাদবধ কাব্য লিখেছ?

মধুসূদন। হ্যাঁ। How do you like it Vid?

ঈশ্বর। চমৎকার! সত্যি বলছি সাহেব, এই ছন্দে যদি তুমি কাব্য লিখে থাক, তাহলে এই মেঘনাদ বধই তোমায় অমর করবে! রাবণের দশটি মাথা দাও নি তো?

মধুসূদন। পাগল হয়েছ? আমি তো গঞ্জিকা সেবন করি নি।

ঈশ্বর। গঞ্জিকার মাসতুতো ভাইকে তো সেবন করেছ?

মধুসূদন। আমার রাবণের একটি মাত্র মাথা, আর সে মাথায় তোমার মত দশটা মানুষের মেধা। তোমাকে যদি আমি না দেখতুম Vid, তাহলে দশাননের কল্পনাই আমার মনে আসত না। একটা

মাথা যে এমন অসংখ্য গুণ আর অফুরন্ত তেজের আধার হতে পারে—তোমাকে না দেখলে আমি তা বিশ্বাসই করতুম না।

ঈশ্বর। কথাটা তোমাকেই আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি মধু। এত বড় একটা প্রতিভা এমনি করে তুমি নিভিয়ে দিতে বসেছ মধু? ফেরো কবি, ফেরো। পরের ঘরের চোখ ধাঁধানো জৌলুষের দিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরের শান্ত সুষমার দিকে তাকাও। দোহাই মধু, নিজের জন্যে না হ'ক, আমাদের স্বার্থে তুমি নিজেকে রক্ষা কর।

মধুসূদন। Vid, ফিরতে হয়ত আমি পারতুম, যদি আমার মা বেঁচে থাকত। বাবাকে আমি বরাবর ভয় করেছি, কখনও ভালবাসি নি। কিন্তু মা! আমি চিরদিন মার কোলের শিশু ছিলাম। আমি আজ নিঃস্ব। কিন্তু কোন ক্ষতিকেই আমি ক্ষতি বলে স্বীকার করতাম না if she were alive. মা থাকলে এমনি করে আমি জীবনের ঘাটে ঘাটে স্রোতের ফুলের মত ভেসে বেড়াতুম না।

ঈশ্বর মধুসূদন!

মধুসূদন। বিদ্যাসাগর! তুমি অনেককে অনেক কিছু দিয়েছ। বিধবাকে আজ স্বামীও দিতে চলেছ। Can you give me a mother? আমাকে একটা মা দিতে পার?

ঈশ্বর। দিতে আমি পারি, কিন্তু তুমি নিতে পারবে সাহেব? তাহলে চূড়ামণি যোগের সময় এস। কিন্তু হঠাৎ তুমি কি মনে করে এসেছ?

মধুসূদন। তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি Vid. তুমি যে এই বিধবা-গুলোকে মানুষ করতে চাইছ, এর চেয়ে ভালো কাজ হিন্দুসমাজের আর কিছু হতে পারে না।

ঈশ্বর। সত্য সত্যই তুমি বিধবা-বিবাহ সমর্থন কর?

মধুসূদন। Why not ? আমি কবিতার শৃঙ্খল মোচন করতে হাত বাড়িয়েছি, আর তুমি অভাগিনী নারীদের শৃঙ্খল মোচনে তৎপর হয়েছ। আমরা একই পথের যাত্রী Vid. আমার যদি অর্থ থাকত, তোমার হাতে উজোড় করে দিতুম।

ঈশ্বর। এতেই তোমার দেওয়া হয়েছে মধু। বাংলাদেশের সত্যি-কার উপকার যদি তুমি করতে চাও, নিজের প্রাণটাকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর। বসো, একটু মিষ্টিমুখ করে যাও।

মধুসূদন। আজ নয় Vid. মিষ্টিমুখ তোমার মার হাতে করব। আজ আমার নিমন্ত্রণ আছে। Good bye Vid, good bye.

[প্রস্থান।

ঈশ্বর। বাংলার দুর্ভাগ্য, এত বড় একটা প্রতিভা সুরার স্রোতে ভেসে গেল।

মেজর মার্শালের প্রবেশ

মার্শাল। পণ্ডিট্ আছেন, পণ্ডিট্ ?

ঈশ্বর। আসুন মেজর মার্শাল।

মার্শাল। শুভ সংবাড আছে পণ্ডিট্। আমি হাপনাকে অভিনণ্ডন জানাইটেছে।

ঈশ্বর। হঠাৎ অভিনন্দন কেন ? দুটো চাকরি তো একসঙ্গে কচ্ছি। আরও একটা চাপাবেন না কি ?

মার্শাল। নো নো, হাপনি সে জন্য ব্যস্ট হইবেন না। এইমাট্র সংবাড আসিয়াছে যে, বিধবা-বিবাহ বিল পাশ হইয়াছে।

ঈশ্বর। সত্য ?

মার্শাল। There is nothing more to obstruct you.

Go ahead with your mission পণ্ডিট্। আউর কিছু হাপনাকে বাঢা না ডিবে, হাপনি হাপনার মিশন সহ অগ্রসর হউন।

ঈশ্বর। ধন্যবাদ মেজর। আপনি তদ্বির না করলে বিল হয়ত এত সহজে পাশ হত না। পরশু বিয়ের দিন আছে। প্রথম বিধবা-বিবাহ এই লগ্নেই হবে।

মার্শাল। উহা কিরূপে হইবে? Where is the bride? পাট্‌ট্রি কোথায় আছে?

ঈশ্বর। পাত্রী হাতেই আছে। পাত্র একটা খুঁজে নিতে হবে।

শ্রীশচন্দ্রের প্রবেশ

শ্রীশ। খুঁজতে হবে না পণ্ডিত! পাত্র হাজির।

ঈশ্বর। পাত্র হাজির! কোথায়?

শ্রীশ। আপত্তি না থাকলে, তোমার রাজসূয় যজ্ঞে আমিই প্রথম আহুতি দেব।

ঈশ্বর। আপত্তি শ্রীশ? তোমরাই তো আমার বল ভরসা। এ কাজে তোমরাই তো এগিয়ে আসবে। তাহলে তুমি প্রস্তুত হও গে যাও।

শ্রীশ। প্রস্তুত হয়েই আমি এসেছি

মার্শাল। হামাকে নিমণ্টণ করিবেন না পণ্ডিট্?

ঈশ্বর। নিশ্চয়ই করব মেজর। আপনার উপস্থিতি আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করবে।

মার্শাল। Excuse me পণ্ডিট্, হাপনার যদি অর্ঠের প্রয়োজন ঠাকে—

ঈশ্বর না না, সে জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। অর্থের এখন প্রয়োজন নেই। ধন্যবাদ মেজর মার্শাল।

মার্শাল। ঈশ্বর হাপনার সহায় হ'ন। Good bye.

[প্রস্থান।

ঈশ্বর। সব বুঝে শুনে প্রস্তুত হয়ে এসেছ শ্রীশ?

শ্রীশ। হ্যাঁ পণ্ডিত।

ঈশ্বর। সমাজের নিন্দে সইতে পারবে?

শ্রীশ। যখন সইতে পারব না, তখন তোমার নাম জপ করব।

ঈশ্বর কিন্তু রাজবাড়ীর অমন লোভনীয় টুইশান যদি হারাতে হয়?

শ্রীশ। হারাতে ত হবেই না, বরং বেতন দ্বিগুণ হবে।

ঈশ্বর। খোয়াব দেখছ না কি হে?

শ্রীশ। খোয়াব নয় পণ্ডিত, রাজাবাহাদুর নিজের মুখে বলেছেন। তাঁর কাছেই আমি খবর পেলাম যে আইন পাশ হয়ে গেছে। তিনিই আমাকে ঠাট্টা করে বলেছেন,—বন্ধুর রাজসূয় যজ্ঞে প্রথম আহুতি নিশ্চয়ই তুমি দেবে। কথাটা শুনেই আমি ছুটে এসেছি।

ঈশ্বর। মানুষটাকে আমি বুঝেও বুঝতে পাচ্ছি না। চল, গোটা কলকাতা নিমন্ত্রণ করে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সদাশিবের বাড়ী

সদাশিবের প্রবেশ

সদাশিব। লবঙ্গ, লবঙ্গ, ও লবঙ্গলতিকা,—

লবঙ্গের প্রবেশ

লবঙ্গ। কি হ'ল গো ?

সদাশিব। কি হ'ল গো ? কতক্ষণ ধরে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছ না ?

লবঙ্গ। পাব না কেন ?

সদাশিব। তবে কাছে আসছ না কেন ?

লবঙ্গ। তোমার কাছে আসব, না ভাতের ফ্যান গালব ?

সদাশিব। ভাতের ফ্যান গালবে কি রকম ? তুমি কি রাঁধছ না কি ?

লবঙ্গ। ভক্তি হচ্ছে না বুঝি ? আমার ভাত খাবে না ?

সদাশিব। তোমার ভাতই তো খাচ্ছি। রোজগার পাতি যা কিছু, সব তোমারি জন্যে। তাই বলে তুমি রাঁধবে ? তোমাকে কি আমি রাঁধবার জন্যে নিয়ে এসেছি ?

লবঙ্গ। রাঁধবার জন্যে আর কাঁদবার জন্যে।

সদাশিব। কাঁদবার জন্যে ! এ তুমি বলছ কি লবু ? কোন্ দুঃখে তুমি কাঁদবে ?

লবঙ্গ। এখন থেকে অভ্যেস করা ভাল। কথাটা বুঝলে না? তোমার তো শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ষাট পেরিয়ে গেছে। আর ক'দিনই বা বাঁচবে? তখন কান্না ছাড়া আর আমার কি সম্বল থাকবে বল?

সদাশিব। আরে দূর, আমি মরব তোমায় কে বললে?

লবঙ্গ। তবে যে শুনেছি—মাইকেল না ছাইকেল কে বলেছে,—"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে?"

সদাশিব। আরে, সে এখন কি? আরও ত্রিশ বছর তো বাঁচি, তারপর দেখা যাবে।

লবঙ্গ। আমার বরাতে অতদিন তুমি কি টিকবে? এই তো সেদিন এমন পেট ছেড়ে দিয়েছিল যে, দিনরাতের মধ্যে আর গাড়ু নামালে না। আমি তো ভাবলুম হয়ে গেল বুঝি। হ্যাঁগা, আমাকে একখানা থান কাপড় এনে দেবে? পরে দেখব কেমন মানায়।

সদাশিব। কি যা তা বলছ?

লবঙ্গ। আর দেখ; আমি কিন্তু এখন থেকে একাদশী করব বাপু

সদাশিব। আরে ছিঃ ছিঃ, তুমি একাদশী করবে কোন্ দুঃখে।

লবঙ্গ। ওই যে বললুম, অভ্যেস রাখা ভাল। নইলে তখন হয়ত জল খেয়ে বসে থাকব, আর বাপ মা ধরে ধরে ঠ্যাঙাবে।

সদাশিব। আর কি তোমার কথা নেই? ছুটে এলুম তোমার মুখখানা দেখতে, আর তুমি একাদশী আরম্ভ করে দিলে!

লবঙ্গ। বেশীদিন অবশ্য একাদশী করতে হবে না। বিদ্যেসাগরের দয়ায় বিধবার বিয়ে যখন চালু হয়ে গেছে—

সদাশিব। থামো থামো, ও পাষণ্ডের কথা আমার কাছে উচ্চারণ ক'রো না। বিধবার আবার বিয়ে!

লবঙ্গ। গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে তো হচ্ছে গো। যাকে তাকে আমি কিন্তু বিয়ে করব না।

সদাশিব। ওগো, তুমি থামো ; আমার বুকটা ধড়াস ধড়াস কচ্ছে।

লবঙ্গ। আমারও তো কচ্ছে। বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন এক কাজ কর ; সম্বন্ধটা তুমিই ঠিক করে রেখে যাও।

সদাশিব। এসব কথা কি পতিকে বলতে আছে প্রিয়ে ? মাথা ঠাণ্ডা করে বসো দেখি, মুখখানা দেখি।

লবঙ্গ। বসবার কি সময় আছে ? ডাল চাপিয়ে এসেছি যে।

সদাশিব। কেন তুমি রাঁধতে গেলে ? গায়ের রঙ ময়লা হয়ে যাবে যে। কেন, সুরমা চুলোমুখীটা গেল কোথায় ?

লবঙ্গ। আর বলো না, কাল একাদশী করে আজ এলিয়ে পড়েছে।

সদাশিব। এলিয়ে পড়েছে ! বদমাইসি। তুমি জোর করে রাঁধতে পাঠালে না কেন ?

লবঙ্গ। জোর করে রাঁধতে পাঠাব ? তাহ'লে কি আমার রক্ষে আছে ?

সদাশিব। সে কিছু বলছে না কি ? হারামজাদীকে আমি খড়মপেটা করব।

লবঙ্গ। থামো থামো। সে বলবে কেন ? পাড়ার সবাই বলবে না, যে সংমা মেয়েটাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলেছে ? কাজ নেই বাবা, আমার সুখের চেয়ে সোয়াস্তিই ভাল। একেই তুমি আমায় ভক্তিশ্রদ্ধা কর বলে ওদের সব হিংসেয় পেট ফেটে যাচ্ছে, তার উপর উপোসী মেয়েকে দিয়ে যদি রাঁধাই আমার মাথায় বাড়ি মারবে।

সদাশিব। কোন্ শালার কি ধার ধারি আমি ?

লবঙ্গ। তুমি ধার না, আমাকে তো ধারতে হয়। আচ্ছা তোমার ওই যে মেয়ে, ও ক'বছরে বিধবা হয়েছে?

সদাশিব। আট বছরে।

লবঙ্গ। তাহ'লে তো সোয়ামীর ঘরই করেনি।

সদাশিব। তা আর কবে করলে?

লবঙ্গ। তবে এক কাজ কর না কেন? বিদ্যেসাগরকে বলে ফের ওর বিয়ে দিয়ে দাও।

সদাশিব। কি, আমার বিধবা মেয়ে বিয়ে করবে?

লবঙ্গ। না করলে আমি কি তোমার মেয়ে নিয়ে সারাজীবন জ্বলব? ওর জীবনটাই বা কাটবে কি করে?

সদাশিব। সেইজন্যেই তো এত সংযমের ব্যবস্থা।

লবঙ্গ। তাই তো ভাবছি।

সদাশিব। কি ভাবছ?

লবঙ্গ। কিছু মনে করো না। তুমি কি ওর আপন বাপ?

সদাশিব। কি ছাই বলছ?

লবঙ্গ। তোমার যা সংযম দেখলুম, তোমার মেয়েরও তো তাই হবে? ও যদি আটান্ন বছর বয়সে একটা ষোল বছরের ছোঁড়াকে বিয়ে করে ফেলে, তখন যে স্বর্গ থেকে তোমাকে কান ধরে নামিয়ে দেবে গো। তার চেয়ে নিজেই বিয়েটা দিয়ে যাও।

সদাশিব। তুমি যদি এসব কথা বল, তাহলে বুঝব তুমি আমায় ভালবাস না?

লবঙ্গ। সে কি গো? তুমি একে বাপের বয়সী, তার উপর গুরুজন, তোমাকে ভালবাসব না তো কাকে বাসব?

সদাশিব। শোন লবঙ্গ,—

লবঙ্গ। আর কথা নয়, আমার গান এসে গেল।

লবঙ্গ।—

গীত

বঁধু শরম ধরম সকলি সঁপিয়া
চরণে হয়েছি দাসী।
তুমি যে আমার জীবনের সার,
গলায় রেশমী ফাঁসী।
যদিও পাকিয়া পড়েছে দন্ত,
পাই না নাগর প্রেমের অন্ত,
রসের সাগর কি অফুরন্ত,
আমি দিবানিশি ভাসি॥
হাসিতে বহে গো কান্নার ঢেউ,
মনের খবর রাখিল না কেউ,
কেমনে বোঝাব বুড়ো মহাদেবে,
কি গভীর ভালবাসি॥

সদাশিব। বা-বা-বা, তুমি আবার গানও জান? তোমার যে গুণের অন্ত নেই দেখছি।

লবঙ্গ। কোন গুণই কাজে লাগল না ঠাকুর। যার নেই টাকা, দুনিয়া তার ফাঁকা। "দারিদ্র্য দোষো গুণরাশি নাশী"—বুঝলে না কথাটা?

সদাশিব। তুমি কি সংস্কৃত পড়েছ না কি?

লবঙ্গ। বাবার কাছে ব্যাকরণ পড়েছিলাম।

সদাশিব। পড়া ছেড়ে দিলে কেন? এখানে বসে বসে পড় না যত খুশী।

লবঙ্গ। কি পড়ব? বইগুলো সব গাঙের জলে ফেলে দিয়ে এসেছি।

সদাশিব। কেন?

লবঙ্গ। মহাভারতে লেখা আছে, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর যখন বিয়ে হল, তখন গান্ধারী চোখে কাপড় বেঁধেছিল।

সদাশিব। কারণ?

লবঙ্গ। পতি যখন অন্ধ, তখন স্ত্রীই বা চোখে দেখবে কোন্ লজ্জায়? তোমার যখন ক' লিখতে কলম ভেঙে যায়, তখন আমি কি পারি ব্যাকরণ পড়তে? গান্ধারীর চেয়ে আমি কি কমতি আছি?

সদাশিব। গান্ধারীটা কে? রাবণের মা নাকি?

লবঙ্গ। তুমি তো পুরাণ-টুরাণ বেশ পড়েছ দেখছি।

সদাশিব। পুরাণ পড়ব কোন দুঃখে? আমি নতুন পড়ি।

লবঙ্গ। এই রে, ডালে গন্ধ বেরুচ্ছে। আমি যাই।

সদাশিব। আরে দূর, ডাল উচ্ছন্ন যাক; তুমি বসো। আমি সুরমাকে ডাকছি।

লবঙ্গ। আরে বাবা, বলছি না তার শরীর খারাপ।

সদাশিব। খারাপ না হাতী। ও সুরমা; ওরে ও সুরি—মরেছিস কি না তাই বল।

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। ডাকছিলে বাবা?

সদাশিব। ডাকছিলে বাবা? সব কাজ যদি তোর মা-ই করবে তো তুই ধাড়ী মেয়ে আছিস্ কি করতে? গোগ্রাসে গিলতে আর পাড়া বেড়াতে?

সুরমা। পাড়ায় তো আর কারও বাড়ী আমি যাই না বাবা, শুধু ও বাড়ীর বৌদির কাছে সেলাই শিখতে যাই।

সদাশিব। ফের মুখে মুখে তর্ক বদমায়েস মেয়ে? তোর মা কি আমায় মিছে কথা বললে?

লবঙ্গ। আরে দূর, আমি তোমাকে—

সদাশিব। ফের যদি তোর মাকে রান্নাঘরে যেতে হয়, তোকে আমি খুন করব।

সুরমা। রাঁধতে আমি গিয়েছিলাম বাবা। মাথাটা ঘুরে পড়ে গেলুম।

সদাশিব। কেন, মাথা ঘোরে কেন? খেতে পাস না? ইয়ার্কি? যা রাঁধগে যা।

সুরমা। যাচ্ছি বাবা। মা, তুমি আর রান্নাঘরে যেও না। আমি মরে গেলেও আর তোমার হাতে হেঁসেল ছেড়ে দেব না। তুমি রাগ করো না বাবা।

ভগবতীর প্রবেশ

ভগবতী। ও আচায্যি ঠাকুরপো,—

সদাশিব। একি বউঠাকরুণ! গরীবের ঘরে কি মনে করে?

ভগবতী। দেখতে এলুম তোমার মরার আর দেরী কত। চেয়ে দেখ তো একবার, তোমার মেয়ের চেয়ে এই মেয়েটার বয়স কি বেশী? বারবার করে তোমায় বারণ করলুম, তুমি কিছুতেই কথা শুনলে না?

সুরমা। ওসব কথা থাক্ জ্যাঠাইমা।

ভগবতী। থাকবে কেন? আহা-হা, কচি বউটার দিকে চাইলে

চোখ ফেটে জল আসে। নিজের মেয়ের কথা ভেবেও কি তোমার হুঁশ হ'ল না?

সদাশিব। আমি তো হাজার বার বলেছি, বাইরের লোকের এসব কথা আমি ভালবাসি না।

ভগবতী। ভাল এখন বাসবে না। যম এসে যখন চুলে ধরবে, তখন বুঝবে কি বলেছিল বিদ্যেসাগরের মা। হ্যাঁ গো, ও বউ, বড় কষ্ট হচ্ছে, না?

লবঙ্গ। না দিদি, আমি খুব সুখে আছি।

ভগবতী। সুখে আছিস্?

লবঙ্গ। এর চেয়ে সুখ আর মেয়েমানুষের কি হতে পারে? হাই তুললে স্বামী তুড়ি দেয়, রান্না করা, বাসনমাজা, জলতোলা, বাটনাবাটা, সব মেয়েই করে, আমাকে কিছু করতে দেয় না। একাদশীর পরদিন সে যখন মাথা তুলতে পারে না, সেদিনও আমি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকি, আর সে সব কাজ করে। দেখে আমার কি যে আরাম লাগে, সে শুধু আমিই জানি।

ভগবতী। হ্যাঁ লা, তুই হাসছিস্, না কাঁদছিস্?

লবঙ্গ। ও মা, কাঁদব কেন? এইসব বাড়ীঘর, পুকুর বাগান কাঁথা-বালিশ সবই তো আমার। যতদিন পারি ভোগ করে নিই। তারপর কর্তা যখন চোখ বুজবে, তখন আপনার বিদ্যেসাগর তো আছেনই, তাঁকে বলব,—আমার ফের বিয়ে দিয়ে দাও বিদ্যেসাগর।

সদাশিব। আরে, তুমি ভেতরে যাও না। কি যা তা বলছ?

লবঙ্গ। যা হবে তাই বলছি। সহমরণেও আমি যাব না কর্তা, আর তোমার মেয়ের মত নির্জ্জলা একাদশীও করব না।

[প্রস্থান।

ভগবতী। মেয়েটা কি পাগল না কি রে সুরমা ?

সরমা। কি জানি জ্যাঠাইমা, মার কোন কথাই আমি বুঝতে পারি না।

সদাশিব। আর বুঝে কাজ নেই। এখন পিণ্ডি রাঁধগে যা।

ভগবতী। রাঁধবে কি গো! কাল মেয়েটার একাদশী গেছে না?

সদাশিব। গেছে তো হয়েছে কি ?

ভগবতী। তুমি নিজে একবার নির্জলা একাদশী করে দেখ না কেমন লাগে।

সদাশিব। কেন আপনি বাড়ী বয়ে ঝগড়া করতে এলেন ?

ভগবতী। ঝগড়া করতে আসি নি গো মহাপুরুষ। আমরা সব চূড়ামণি স্নান করতে কলকাতা যাচ্ছি। সুরমাকে আমি গঙ্গাস্নান করিয়ে আনব। মেয়েটার এ জন্ম তো এভাবে গেল, পরজন্মে যেন সুখী হয়। তোমার আপত্তি আছে ?

সদাশিব। ও গেলে রাঁধবে কে ?

ভগবতী। কেন, তোমার বউ রাঁধবে। তা যদি তোমার সহ্য না হয়, তুমি নিজে রাঁধবে, আর তাকে ভাত বেড়ে নিজের হাতে খাইয়ে দেবে।

সদাশিব। আপনি এসব কথা—

ভগবতী। থাক্ থাক্, কথা বাড়িও না। অনেক লোক হাসিয়েছ, আর হাসিও না। কি লো সুরমা, যাবি ?

সুরমা। যাব জ্যাঠাইমা।

ভগবতী। তবে তৈরি থাক, কাল সকালেই আমরা বেরুব। দেখবি সে কি আলেখি কাণ্ড। রাস্তায় সাহেব মেম গিসগিস্ কচ্ছে, মাঠে না কি আকাশ ছোঁয়া মানমণ্ড আছে।

সুরমা। মানমণ্ড নয়, মনুমেণ্ট ?

ভগবতী। তাই হল। যত রাজ্যের জন্তু জানোয়ার না কি সাহেবরা এনে বাগানে ধরে রেখেছে, তাকে নাম দিয়েছে 'জুজুর বাগান।'

সুরমা। জু গার্ডেন বল।

ভগবতী। আমি ওসব ইংরিজি জানি নে বাপু। তাহ'লে ওই কথাই রইল ঠাকুরপো। কাল মেয়েকে আমার কাছে দিয়ে এসো।

সদাশিব। তাই হবে। যদি পারেন, গঙ্গায় দড়ি কলসী বেঁধে ডুবিয়ে দিয়ে আসবেন।

[প্রস্থান।

ভগবতী। মানুষ না কি রে বাপু ?

শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। ও বড় মা, তুমি হেথায় ? কত্তা রেগে কাঁই।

ভগবতী। কেন রে ?

শ্রীমন্ত। সে কি আর আমি জেনে এসেছি ? মেজ দাঠাকুরকে খড়মপেটা করে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে, দেখেই আমি দে ছুট্।

ভগবতী। দীনুকে খড়মপেটা করেছে কত্তা ?

শ্রীমন্ত। ঠিক করে নি, করবে বলে মনে হচ্ছে।

ভগবতী। কি বলছে কত্তা ?

শ্রীমন্ত। বলবে আবার কি ? হাত পা নাড়ছে, আর মেজ দাঠাকুর গজগজ কচ্ছে। বৌঠান বললে, ও শ্রীমন্ত, কোথায় গেলে তুমি ? আমি বললুম,—কি তুমি ঘন ঘন কল দাও ? কলকাতা থেকে এসে

একটু জিরুতে পাব নি? তখন বললে, মাকে ডেকে নিয়ে এস। বাবা মেজো ঠাকুরপোকে ধমকাচ্ছে। হরিবোল ব্যাপার।

ভগবতী। হরিবোল কি?

সুরমা। Horrible জ্যাঠাইমা। লোমহর্ষণ ব্যাপার। শ্রীমন্তদা কলকাতা থেকে এসেছে, দু'একটা ইংরিজি বলবে না?

ভগবতী। গেছো ভূত।

শ্রীমন্ত। গাল পেড়ো না বলে দিচ্ছি। তাহ'লে তোমাদের না নিয়েই আমি কলকাতা চলে যাব।

ভগবতী। যা না তুই। দীনু আমাদের নিয়ে যাবে।

শ্রীমন্ত। খবরদার, আমি থাকতে আর কারও সঙ্গে গেলে আমি মার্ডার করব।

ভগবতী। কি বলছে লা সুরমা?

সুরমা। বলছে মার্ডার করবে। খুন করবে।

ভগবতী। বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা? যাই মা আমি, তৈরি হয়ে নে।

[প্রস্থান।

সুরমা। ও ছিরুদা, কলকাতায় খুব বিধবার বিয়ে হচ্ছে, না?

শ্রীমন্ত। কামাই নেই দিদিমণি। চব্বিশ ঘণ্টা বিয়ে লেগেই আছে।

সুরমা। তোমার বড় দাঠাকুরকে লোকে খুব সুখ্যাতি কচ্ছে, না?

শ্রীমন্ত। কান পাতার জো নেই। হাটে বাজারে রাস্তায় মাঠে যেখানে যাবে—সবার মুখে খালি বিদ্যেসাগর। কত শালারা রুখতে টেরাই করেছিল, পারলে নি। গুণ্ডা ব্যাটাদের মাথা ফাটিয়ে রাস্তায়

ফ্যালাট্ করে দিয়েছি। সব সময় হুলো আসছে। ধরবে কে? বড় দাঠাকুর তো এই আছে, এই নেই। কাজেই আমাকে ধরতে হয়। হুলো, কে বট আপনি? ইয়েস, এখনি এসবে। এইসব ব্যাপার আর কি?

সুরমা। তোমার দাদাঠাকুরের কাছে খুব লোকজন আসে?

শ্রীমন্ত। কত শালা সাহেব মেম বড় দাঠাকুরের পায়ের ধূলো নেয়, সে যদি দেখতে। রাজা মহারাজারা তো হরদম আসছে। কেউ কেউ আমারও পায়ের ধূলো নেয়। আমি বলি,—সাট্ আপ, আগে বিধবা বিয়ে কর, তারপর আশীর্বাদ দেব।

সুরমা। মনুমেণ্ট দেখেছ? কি দিয়ে গড়া বল তো?

শ্রীমন্ত। পাটনাই বাঁশ দিয়ে। ওসব বাঁশ এখানে মেলে নি। সাহেবরা জাহাজে করে তাদের দেশ থেকে নিয়ে এসেছে। আমি এখন আসি দিদি। ওদিকে কি হচ্ছে কে জানে! যেখানে শ্রীমন্ত না থাকবে, সেখানেই মার্ডার।

[প্রস্থান।

সুরমা। এই যা, ডালও বোধহয় মার্ডার হয়ে গেল।

লবঙ্গের প্রবেশ

লবঙ্গ। ও মেয়ে, শোন-শোন। গঙ্গাস্নানে যাবে? যাও-যাও, আপত্তি করো না। এই কুড়িটা টাকা নিয়ে যাও। খরচপত্র তো আছে। তোমার বাবাকে বলো না যেন।

সুরমা। তুমি আমায় টাকা দিচ্ছ?

লবঙ্গ। না দিলে লোকে নিন্দে করবে যে। আর দেখ, দিদিকে

আমি বলে দিয়েছি। বিত্তেসাগরকে সে বলবে। বিত্তেসাগর তোমার যদি বিয়ে দিতে চায়, তুমি বিয়ে ক'রো।

সুরমা। দেখি মা তোমার মুখখানা। কখনও ভাল করে দেখি নি। এত সুন্দর তুমি! বিয়ের আমার দরকার নেই মা। আমার বাবা না থাকলেও মা তো আছে। ভয় কি আমার?

লবঙ্গ। এত দুঃখ কি মানুষ সইতে পারে?

সুরমা। তুমি আশির্বাদ কর, তাহলেই পারব। [প্রণাম]

লবঙ্গ। চান করে এস, রান্না হয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

সুরমা। কে বলেছে আমি ভাগ্যহীনা? আমার মত ভাগ্যবতী কে?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ঠাকুরদাসের বাড়ী

ঠাকুরদাস ও দীনবন্ধুর প্রবেশ

দীনবন্ধু। আপনি কি আমার কোন কথাই শুনবেন না ?

ঠাকুরদাস। শোনবার মত হলে অবশ্যই শুনব।

দীনবন্ধু। এখনও যদি আপনি চোখ বুজে বসে থাকেন, তাহ'লে বাড়ীর ইট-কাঠ পর্য্যন্ত পাওনাদারেরা নিলেম করে নিয়ে যাবে।

ঠাকুরদাস। কেন, হয়েছে কি ? তোমার দাদা কি মদ গাঁজা ধরেছে ?

দীনবন্ধু। আমি সে কথা বলিনি।

ঠাকুরদাস। তবে কি বলছ ? সে নিশ্চয়ই জুয়া খেলছে, না ?

দীনবন্ধু। ছি ছি, এ আপনি কি বলছেন ? আমি বলছি দাদা মাসে চার পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন করেন। কলেজের বেতন, বই বিক্রি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীর আয়, সব জড়িয়ে জলস্রোতের মত টাকা ঘরে আসছে।

ঠাকুরদাস। কিন্তু এক পয়সাও জমছে না, কেমন ?

দীনবন্ধু। জমা দূরের কথা, মাসে মাসে হাজার টাকা ঋণ হচ্ছে।

ঠাকুরদাস। ঋণের বোঝা তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে না কি ? কোন ভয় নেই তোমার। আমি কাশীবাসী হবার আগে তাকে বলে যাব, তার ঋণ যেন তোমাকে শম্ভুকে বা ঈশানকে বইতে না হয়।

দীনবন্ধু। আপনার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

ঠাকুরদাস। আমিও অবাক হ'য়ে যাচ্ছি তোমার কথা শুনে।

দীনবন্ধু। আপনি জানেন না, মেট্রোপলিটন কলেজ খুলে, দাদা কত বড় ঝুঁকি কাঁধে নিয়েছেন।

ঠাকুরদাস। এতগুলো ছেলেকে বিদ্যাদান করতে হ'লে, এতগুলো অধ্যাপকের মুখের আহার যোগাতে হ'লে, ঝুঁকি নিতে হবে বই কি?

দীনবন্ধু। একটা কলেজ খোলা কি যার তার কাজ?

ঠাকুরদাস। যার তার কাজ নয় দীনবন্ধু। বীরসিংহের পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগরের কাজ। তোমার মত মেরুদণ্ডহীন বামুনের কাজ নয়, আর শম্ভুর মত আত্মসর্বস্ব যুবকের কাজও নয়।

দীনবন্ধু। আপনি কিছুই না জেনে শুধু আমাকে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছেন। জানেন প্রতি মাসের পয়লা তারিখে কত দানের টাকা মনিঅর্ডার করা হয়? এই টাকাটা ঘরে থাকলে, বাদুড়বাগানের বাড়ীর মত আরও দুটো বাড়ী হতে পারত।

ঠাকুরদাস। তোমরা যখন জন্মেছিলে, তখন তোমাদের নিজের বলতে একটা কুঁড়ে ঘরও ছিল না। মামার বাড়ীতে তোমাদের শৈশব কেটেছে, তোমাদের পায়ে দিতে পারিনি জুতো, গায়ে দিতে পারিনি শীতবস্ত্র। আর কলকাতার বাদুড়বাগানের অত বড় বাড়ীতে তোমাদের জায়গা কম পড়ে যাবে! হাত-পা ছড়িয়ে থাকবার জন্যে তোমাদের প্রত্যেকের এক একটা প্রাসাদ চাই। আসল কথা কি, তাই বল।

দীনবন্ধু। আমার ইচ্ছে কলেজ তুলে দেওয়া হ'ক। আপনি দাদাকে সেই পরামর্শ দিন।

ঠাকুরদাস। পরামর্শটা তোমার মাকে দিতে বল। গঙ্গাস্নানে গিয়ে সবার আগে সে যেন নিজের হাতে কলেজের ফটকে তালা লাগিয়ে দিয়ে

আসে। অধ্যাপকেরা যদি ঢুকতে চায়, ছিরে যেন তাদের মাথায় লাঠি মারে। তাহ'লে বিদ্যাসাগরের যশে আকাশ বাতাস পূর্ণ হবে, আর আমরাও তার পুণ্যে সশরীরে স্বর্গে চলে যাব।

দীনবন্ধু। স্বর্গে যাবার আগেই আপনাকে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কলকাতায় প্রায় প্রতিদিনই বিধবা-বিবাহ হ'চ্ছে। প্রত্যেকটি বিবাহের যাবতীয় খরচ দাদাকেই বহন করতে হ'চ্ছে।

ঠাকুরদাস। প্রথম প্রথম তাই হবে।

দীনবন্ধু। শুধু কি এই? বিধবার বাপ-মাকে পর্য্যন্ত ঘুষ দিতে হ'চ্ছে।

ঠাকুরদাস। হওয়াই স্বাভাবিক।

দীনবন্ধু। আগে যারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা অধিকাংশই হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

ঠাকুরদাস। বাঙ্গালীর স্বভাবই এই।

দীনবন্ধু। দাদা ঋণে আকণ্ঠ ডুবে গেছেন।

ঠাকুর। মহৎ কাজে ঋণ হয়েই থাকে।

দীনবন্ধু। রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁকে নাকি বিশ ত্রিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন, দাদা তা নেন নি।

ঠাকুরদাস। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলের উপযুক্ত কাজই করেছে। সমর্থন যিনি করতে পারেননি, তাঁর সাহায্য না নেওয়াই উচিত।

দীনবন্ধু। কি প্রয়োজন ছিল বিধবা বিবাহ প্রচলন করার? এ শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

ঠাকুরদাস। প্রতাপসিংহের কি প্রয়োজন ছিল দেশের জন্যে সপরিবারে অবর্ণনীয় কৃচ্ছ্রসাধন করার? রাজা রামমোহন রায়ের কি

মাথাব্যাথা ছিল সতীদাহ বন্ধ করার? সর্বদেশে সর্বকালে এমনি দুটো একটা লোক ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে যায় দীনবন্ধু, তাই পৃথিবীটা এগিয়ে যাচ্ছে। তারা শুধু দিয়েই যায়, সমগ্র পৃথিবী তার ফলভোগ করে। আশ্চর্যের বিষয়, যাদের জন্য তারা নিজেদের ধূপের মত পুড়িয়ে মারে, তারাই তাদের নিন্দে করে সবচেয়ে বেশী।

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। কি হয়েছে গা? কি করেছে দীনু?

ঠাকুরদাস। গন্ধমাদন পর্বত বয়ে নিয়ে এসেছে। বুঝেছ? তোমার মেজো ছেলে হয়েছে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আর সেজো ছেলে হয়েছে জজপণ্ডিত।

ভগবতী। কি মাষ্টের বললে?

ঠাকুরদাস। মাষ্টের নয়, ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট,—হাকিম।

ভগবতী। হবিবুল্লার ছেলেও তো হাকিম হয়েছে। অমনি করে তুই ওষুধ বেচবি না কি দীনু?

দীনবন্ধু। সে হাকিম নয়, কোর্টের হাকিম।

ভগবতী। বিদ্যেসাগরের ভাই কোট গায়ে কি রে? তোর দাদা যে চাদর ছাড়া গায়ে দেয় না।

ঠাকুরদাস। তোমাকে বোঝানো বৃথা। তোমার ছেলেরা বড় সরকারী চাকরী পেয়েছে। কে যোগাড় করে দিয়েছে জান? ওই তোমার ঈশ্বরচন্দ্র। অত বড় উঁচু মাথাটা হেঁট করে সে লাটসাহেবকে বলেছে, আর বলামাত্রই দু'ভাইয়ের চাকরি হয়ে গেছে।

ভগবতী। তা ভালই হয়েছে। বড় বউমাকে একখানা করে গহনা গড়িয়ে দিস।

ঠাকুরদাস। গয়না গড়িয়ে দেবে! চাকরিতে যোগ দিয়েই ভ্রাতৃভক্তির রাংতা খুলে ফেলে এসেছে। এখন হাঁড়ী আলাদা করে দাও। বড় ভাইয়ের সঙ্গে এক সংসারে থাকতে ওদের আর মন চাইছে না।

ভগবতী। সে কি দীনু? তোরা আলাদা হয়ে যাবি?

দীনবন্ধু। কি করব মা? দাদাকে বলে যদি তোমরা এ সর্বনেশে দানযজ্ঞ বন্ধ না কর, তাহলে আমরা তাঁর সঙ্গে ডুবতে পারব না।

ভগবতী। কি করেছে ঈশ্বর?

দীনবন্ধু। সব তো জান। বিধবা-বিবাহের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেছে।

ভগবতী। আহা, এত বড় কাজ আমার ঈশ্বর ছাড়া কে করতে পারে? কি বল গো?

ঠাকুরদাস। কি বলব ব্রাহ্মণি? আমরা ধন্য যে আমাদের ছেলে সমাজের এত বড় দুষ্টব্রণে অস্ত্রোপচার করেছে। হাজার হাজার দীনবন্ধু শম্ভু. ঈশান, কুকুর ছাগলের মত জন্মাবে আর মরবে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র অমর হয়ে থাকবে—শুধু বিদ্যাসাগর বলে নয়, দয়ার সাগর বলে।

ভগবতী। কি যেন বলছিলে তুমি? মাইকেল না কে লিখেছে,—

ঠাকুরদাস। লিখেছে, "বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত জগতে,
করুণার সিন্ধু তুমি। সেই জানে, দীন যে
দীনের বন্ধু, কত শক্তি ধরে কত মতে
গিরীশ।"

দীনবন্ধু। মাইকেল তো লিখবেই। ফরাসী দেশে গিয়ে সে যখন বিপদে পড়ে দাদার সাহায্য চেয়ে লিখেছিল। দাদা তখন পনর শো টাকা ধার করে পাঠিয়ে দেন।

দিনমণির প্রবেশ

দিনমণি। পাঠাবে না ঠাকুরপো? আমাদের দেশের এতবড় কবি বিদেশের জেলে পচে মরবে, দেশের রাজা মহারাজারা তা সইতে পারেন, কিন্তু করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর তা সইতে পারেন না। তাই না বাবা?

ঠাকুরদাস। হ্যাঁ মা লক্ষ্মি!

দীনবন্ধু। বৌঠান, তুমিও এর মধ্যে? জান, এই বিধবা-বিবাহের জন্যে দাদার প্রতিমুহূর্তে প্রাণ সংশয়।

দিনমণি। জানি ঠাকুরপো। প্রাণ তো যাবার জন্যেই। রোগে ভুগে মরার চেয়ে এত বড় একটা কাজ করে যে মরতে পারে, সেই তো মানুষ। তোমার আনন্দ হচ্ছে না ঠাকুরপো?

দীনবন্ধু। আনন্দে আমি অন্ধকার দেখছি।

ভগবতী। তাই তো দেখবি বাবা। পিদীমের তলায় অন্ধকার দেখিস নি? লাখ লাখ লোক যার গুণ গাইছে, তার ভাইয়েরা তাকে টেনে নর্দমায় নামাতে চায়! আমার পেটে কেন তোরা জন্মেছিলি? শুধু ঈশ্বরই যদি আমার ছেলে হত, তোরা যদি কেউ না হতিস, তাহলে আজ আমার সুখের সীমা থাকত না।

দীনবন্ধু। মা,—

ঠাকুরদাস। কোথায় ছিলে তোমরা দীনবন্ধু, যখন তোমার বাবা পাঁচ টাকা মাইনে পেত? দু'পয়সার মাছ আসত। মাছের ঝোল খেয়ে মাছ তুলে রাখা হত পরের দিনের জন্যে।

ভগবতী। মনে আছে দীনু? কত্তার কাছে শুনেছি, তোরা তিন ভাই খেতে বসেছিলি। ঈশ্বরের ভাতে একটা মরা আরশোলা

পড়েছিল। পাছে তোদের খাওয়া নষ্ট হয়, সেইজন্যে ঈশ্বর ভাতের সঙ্গে আরশোলা মেখে খেয়ে নিলে। ওরে বেইমান, সেই ভাইয়ের সঙ্গে তোরা ঠাঁই ঠাঁই হতে চাস? বউমারা বলেছে বুঝি?, বড় ভায়ের চেয়ে তোদের বউ বড় হল?

ঠাকুরদাস। দাও, হাঁড়ি আলাদা করে দাও। এরা নরকের কীট, স্বর্গের আলো এদের সইবে না। দুঃখ করো না বড় বৌমা। সংসারে যে ঠকে, সেই জিতে যায়। নারাণের বিয়ে দিয়ে একদিনও তাকে ঘরে ঠাঁই দিও না, বউয়ের হাতে একটি নতুন হাঁড়ী তুলে দিয়ে বিদেয় করে দিও। জগৎ-বিখ্যাত বিদ্যাসাগরের বউ, হাতে গলায় একখানা গয়না জোটে নি। কার জন্যে? এইসব বেইমান কুপোষ্যদের জন্যে। ধিক্ তোমাদের কুসন্তান।

[প্রস্থান।

দীনবন্ধু। রাগ করলে কি করব? একজনের সঙ্গে আমরা সবাই ডুবতে পারি না।

[প্রস্থান।

দিনমণি। চল মা, চান করে খাবে চল।

ভগবতী। খাব? কি খাব বড় বৌমা? ছাই-বেড়ে দাও, তাই দলা দলা খাই।

[প্রস্থান।

দিনমণি। নারায়ণ! নারায়ণ!

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। এসব কি শুনছি বৌঠান? মেজ দাঠাকুর আলাদা হয়ে যাচ্ছে?

দিনমণি। হ্যাঁ, বাবা বলেছেন আলাদা হাঁড়ী করে দিতে।

শ্রীমন্ত। মাথা ভাঙব।

দিনমণি। কি তুমি যা তা বলছ? বাবার মাথা ভাঙবে?

শ্রীমন্ত। বাবার মাথা বললুম? তোমার মেজো জায়ের মাথা ভাঙব।

দিনমণি। বেরিয়ে যাও তুমি আমার সামনে থেকে।

শ্রীমন্ত। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। কতদিন ধরে বলছি, তোমার ওই শুঁটকী জা-টিকে বিশ্বেস করো না; এই বেলা গুছিয়ে গাছিয়ে নাও।

দিনমণি। তুমি বললেই হবে?

শ্রীমন্ত। না হয় মর গে। ওনারা সব হাতে চুড়ি, গলায় হার, নাকে নথ্ পরে পটের বিবি সেজে বেড়ায়, আর তুমি হাভাতের বউ—বসে বসে হাঁড়ী ঠেলো। তোমার কি মাথা আছে? দাঁড়াও না, কলকাতা যাই আগে, গিয়েই বড় দাঠাকুরকে বলব, তোমার বউকে বোকা পেয়ে সবাই ঠকাচ্ছে, আর তুমি এখানে ভারি বিদ্যেসাগরি কচ্ছ।

দিনমণি। খবরদার শ্রীমন্ত, অমন কথা তাঁকে বলবে না বলছি। তাহলে আমি তোমার মুখ দেখব না।

শ্রীমন্ত। তোমার মুখই কি আমি দেখব নাকি? বড় হয়ে কেন তুমি ছোট হয়ে থাকবে? ওনাদের গায়ে অত গয়না, আর তোমার একটা গয়নাও জোটে না? কার সোয়ামীর কত মুরোদ আমি জানিনে? যত বারফাট্টাই আমার বড় দাঠাকুরের পয়সায়। আর তারই নামে কত্তাঠাকুরের কাছে দশখানা করে লাগানো? শুঁটকী পরিবার ওনার মাথা খেয়েছে।

দিনমণি। শ্রীমন্ত,—

শ্রীমন্ত। ওঃ—ভ—ভয়ে মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেলুম। যত সব—

[প্রস্থান।

দিনমণি। বুকের রক্ত দিয়ে যাদের পালন করেছেন, তারা তাঁকে চিনবে না? সবাই কি তাঁকে এমনি করে ছেড়ে যাবে? ঠাকুর, রক্ষে কর ঠাকুর।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

শোভাবাজার রাজবাড়ী

রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রবেশ

রাধাকান্ত। এ কি আশ্চর্য্য! এক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিলে যে দেশের মানুষ কাড়াকাড়ি করে, সে দেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছুতেই আমার দান গ্রহণ করলে না? পাঁচ টাকা নয়, দশ টাকা নয়, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চাইলাম, ভ্রূক্ষেপও করলে না? সে না হয় বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাসাগর, তার বাপ-মাও কি তেমনি? এ যে আমি ভাবতেই পাচ্ছি না।

গগনের প্রবেশ

গগন। রাজাবাহাদুর, তারা এইয়েছে।

রাধাকান্ত। কারা এইয়েছে?

গগন। সেই যে ছাতি আর লাঠি।

রাধাকান্ত। ছাতি লাঠি এল কিরে? বিদ্যেসাগর কি ছাতি লাঠিকেও হাঁটাতে শুরু করলে নাকি?

গগন। কি যে আপনি বলেন? আমি বলছি সেই যে টিকিওলা বামুনদের কথা। মনে নেই, একজন ভাঙা ছাতা তোলে, আর একজন বাঁকা লাঠি দেখায়?

রাধাকান্ত। ও, ন্যায়রত্ন আর সপ্ততীর্থ?

গগন। এজ্ঞে।

রাধাকান্ত। কি চায় তারা ?

গগন। আপনার সাথে দেখা করতে চায়।

রাধাকান্ত। বলগে যা রাজাবাহাদুরের অসুখ। আমাকে বরং একটা কাঁথা চাপা দে।

গগন। তা কেমন করে হবে ? তারা যে আপনাকে বসে থাকতি দেখল।

রাধাকান্ত। তুই দেখালি কেন হতভাগা ? বলতে পারলিনে, রাজাবাহাদুর মরে গেছে, শ্রাদ্ধের সময় এসো ! দিনরাত এত অনুস্বার বিসর্গ এ বয়সে সহ্য হয় ? আমার অম্লশূল হয়ে গেল।

গগন। তবে তাড়িয়ে দিই গে। বলব, রাজাবাহাদুর বললে, তিনি মরে গেছে।

রাধাকান্ত। থাক বাবা গগনচন্দ্র, আজ আর মরা হল না। তুমি ওদের ডাক।

গগন। যে আজ্ঞে। আপনি তামাক ইচ্ছে করুন।

[প্রস্থান।

রাধাকান্ত। আর ইচ্ছে করে লাভ নেই। তামাকের সব রস গগনচন্দ্র টেনে নিয়েছে।

ন্যায়রত্ন ও সপ্ততীর্থের প্রবেশ

ন্যায়রত্ন।
সপ্ততীর্থ। } কল্যাণ হ'ক রাজাবাহাদুর।

রাধাকান্ত। আসুন—আসুন। আপনাদের দেখে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করলুম।

ন্যায়রত্ন। দেখলেন তো রাজাবাহাদুর, আমি বলেছিলাম, বিধবা বিবাহ এতদ্দেশে চলতেই পারে না !

রাধাকান্ত। চলছে তো। কত বিধবা তো এর মধ্যে শাঁখা সিঁদুর পরে স্বামীর ঘর করতে গেল।

সপ্ততীর্থ। তা তো গেল। কিন্তু যাবার পর কি হয়েছে, তা কি আপনি অবগত আছেন?

রাধাকান্ত। আজ্ঞে না, অবগত নহি।

ন্যায়রত্ন। শ্রীমান ঈশ্বরচন্দ্র তাদের অর্থ দিয়ে বশ করেছিল।

সপ্ততীর্থ। বিবাহানুষ্ঠানের পরই বধূকে তারা বহিষ্কার করে দিয়েছে।

রাধাকান্ত। তাই নাকি?

ন্যায়রত্ন। এ আমার চোখে দেখা।

রাধাকান্ত। শ্রীশ বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা বিয়ে করেছে না? তার কিন্তু একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে।

ন্যায়রত্ন। ওটা কি মানুষ? পণ্ডিত নামের কলঙ্ক।

রাধাকান্ত। সে কিন্তু বলে,—ন্যায়রত্ন টুকে পাশ করেছে।

ন্যায়রত্ন। কি! আমার নামে এতবড় অপবাদ? ওহে সপ্ততীর্থ, এবার আমি অভিসম্পাৎ করতে পারি কি না?

সপ্ততীর্থ। পার। এরূপ পাষণ্ডকে অভিসম্পাৎ করাই কর্তব্য।

রাধাকান্ত। আপনার সঙ্গে আমি একমত। লোকটা বলে কি না, সপ্ততীর্থ কিছুই জানে না, সাতটা তীর্থে স্নান করে ও সপ্ততীর্থ হয়েছে।

ন্যায়রত্ন। আমরা এই পাষণ্ডকে—

সপ্ততীর্থ। ভস্ম করে ছেড়ে দেব। ন্যায়রত্নকে না হয় সে কটু কথা বলতে পারে, তাই বলে আমাকেও?

ন্যায়রত্ন। তুমি নিজেকে বড় বেশী কীর্তিমান মনে কর।

সপ্ততীর্থ। কথাটা শুনেছেন রাজাবাহাদুর?

ন্যায়রত্ন। তুমি চুপ কর। খুব হয়েছে, নিজে এদিকে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা কচ্ছ, আবার ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছ বিধবা বিবাহের পৌরোহিত্য করতে।

রাধাকান্ত। বলেন কি আপনি?

সপ্ততীর্থ। মিথ্যা ভাষণ রাজাবাহাদুর। লোকে বলে, ন্যায়রত্ন মাথায় গামছা চাপা দিয়ে বিধবার বিবাহের ছাঁদা নিয়ে এসেছে।

রাধাকান্ত। শুনে বড়ই পুলকিত হলুম। আপনারা কি তাহলে মত পরিবর্তন করেছেন?

সপ্ততীর্থ। আপনি কি ক্ষিপ্ত হয়েছেন?

ন্যায়রত্ন। মত পরিবর্তন করবে ন্যায়রত্ন আর সপ্ততীর্থ? পাহাড় উড়ে যেতে পারে,—

সপ্ততীর্থ। কিন্তু আমরা মত পরিবর্তন করতে পারি না।

রাধাকান্ত। না করেও কোন লাভ নেই। বিধবা বিবাহ রদ করতে যখন পারলেন না, তখন চোখ কান বুজে সম্মতিটা দিয়ে ফেলাই ভাল।

ন্যায়রত্ন। আপনি বলেন কি রাজাবাহাদুর?

সপ্ততীর্থ। বিধবা বিবাহ চালু হয়েছে কে বললে আপনাকে? বিদ্যাসাগর তার নিজের গ্রামে একটাও বিবাহ দিতে পেরেছে?

রাধাকান্ত। দুষ্ট লোকে বলে প্রদীপের নীচেই অন্ধকার।

ন্যায়রত্ন। তার সহোদরেরা তো কুমারী বিবাহ করেছে।

রাধাকান্ত। যখন করেছে, তখন আইন পাশ হয়নি। আপনারা শুনে মর্মাহত হবেন,—বিদ্যাসাগরের ছেলে নারায়ণ সম্প্রতি বিধবা বিবাহ করেছে।

সপ্ততীর্থ। পাষণ্ড!

ন্যায়রত্ন। অধঃপাতে যাবে!

সপ্ততীর্থ। যাবে কি বলছ? গেছে। বিদ্যাসাগর ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

রাধাকান্ত। তাই নাকি?

ন্যায়রত্ন। লোকটা এখন যার তার কাছে ভিক্ষে করে বেড়ায়। সাবধান রাজাবাহাদুর, আপনার কাছেও এল বলে।

রাধাকান্ত। এত বড় ভয়ানক কথা। আপনারা গিয়ে তাকে বলুন, আমার চৌকাঠ যেন সে না মাড়ায়। আচ্ছা, তবে যে শুনেছি যার তার দান সে নেয় না। কোন এক ধনী লোক নাকি তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। সে বলেছে, সমর্থন যার নেই, তার দান সে নেবে না।

ন্যায়রত্ন। কথাটা যার কাছে শুনেছেন, সে গঞ্জিকা সেবন করে।

সপ্ততীর্থ। এবং মদ্যপানও করে।

রাধাকান্ত। তা আপনারা ঠিকই আজ্ঞা করেছেন। আচ্ছা, এতবড় প্রতাপশালী লোক আপনারা, এই অনাচারী লোকটার মাথাটা দু'ফাঁক করে দিতে পারলেন না?

ন্যায়রত্ন। সে চেষ্টাও করা হয়েছে রাজাবাহাদুর। কিন্তু—

সপ্ততীর্থ। ওই শ্রীমন্ত ব্যাটার জন্যে একটা আঘাতও ওর গায়ে লাগল না।

ন্যায়রত্ন। উপরন্তু আক্রমণকারীরাই আহত হয়ে ফিরে এসেছে। সপ্ততীর্থের ভাগিনেয় বাবাজীর তো একটি কানই নেই।

সপ্ততীর্থ। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের যে নাক সমতল হয়ে গেছে, সে কথাটা বলছ না?

রাধাকান্ত। যাক-যাক, নাক কান গেলে তেমন ক্ষতি নেই; জাতধর্ম

থাকলেই হল। তা আপনারা আমার কাছে কি মনে করে আগমন করেছেন, জানতে পারলে কৃতার্থ হওয়া যেত।

ন্যায়রত্ন। রাজাবাহাদুর,—আপনি হিন্দুসমাজের—

সপ্ততীর্থ। অভ্রভেদী স্তম্ভ।

ন্যায়রত্ন। তুমি সব কথার পাদপূরণ কর কেন বলত ?

সপ্ততীর্থ। এই সামাজিক অনাচার আপনি কখনও সমর্থন করেন নি।

ন্যায়রত্ন। তথাপি বিদ্যাসাগর এখনও—

সপ্ততীর্থ। পশ্চাৎপদ হয়নি।

ন্যায়রত্ন। এবার এই পাষণ্ডকে চরম আঘাত দিতে হবে।

রাধাকান্ত। খুন করতে চান ? করুণ। তবে মনে রাখবেন, দামোদর তাকে কায়দা করতে পারেনি, লম্বোদরেরা তার কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।

ন্যায়রত্ন। খুন নহে রাজাবাহাদুর। আমরা অন্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। বল না হে সপ্ততীর্থ।

সপ্ততীর্থ। অবশ্যই বলব। রাজাবাহাদুর, বিদ্যাসাগর যাদের কাছে ঋণ করেছে, তাদের তালিকা আমরা নিয়ে এসেছি। তারা সকলেই আপনার অনুগত। তাদের আপনি বলুন, যেন ঋণ শোধের জন্য অবিলম্বে বিদ্যাসাগরের উপর চাপ দেয়।

ন্যায়রত্ন। দেখি তার পরেও সে কি প্রকারে সমাজ সংস্কার করে।

রাধাকান্ত। এ অতি মহৎ কাজ। তালিকাটা আমাকে দিন। আপনারা জেনে রাখুন, বিদ্যাসাগরের হয়ে গেল।

ন্যায়রত্ন।
সপ্ততীর্থ। } হেঃ-হেঃ-হেঃ।

রাধাকান্ত। হেঃ-হেঃ-হেঃ। আপনারা যে কিরূপ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, ইতিপূর্বে কখনও এত ভাল করে তা জানতে পারিনি। আজ ভক্তিতে আমার মাথা মাটিতে নুয়ে পড়েছে। আপনারা এখন স্বস্থানে গমন করুন।

ন্যায়দণ্ড। এতদিনে আমরা—

সপ্ততীর্থ। নিশ্চিন্ত।

ন্যায়রত্ন। ধেৎ—অভব্য কোথাকার। কথা বলতে না বলতেই লুফে নেয়। মরণ হয় না তোমার?

সপ্ততীর্থ। আগে তোমার হ'ক, তবে তো আমার পালা। আসি রাজাবাহাদুর! কল্যাণ হ'ক। [প্রস্থান।

ন্যায়রত্ন। দেখুন রাজাবাহাদুর, এই সপ্ততীর্থটাকে আপনি অনর্থক বৃত্তি দেন। ও টাকাটা যদি আমাকে দেন, আমি আপনাকে পূরো আশীর্বাদ দেব।

রাধাকান্ত। এখন কি আধা-আশীর্বাদ দিচ্ছেন?

ন্যায়রত্ন। কথা হচ্ছে—

রাধাকান্ত। আচ্ছা, আপনি এখন আসুন। বৃত্তি আমি একেবারেই বন্ধ করে দেব।

ন্যায়রত্ন। আপনি রহস্য কচ্ছেন? হেঃ-হেঃ-হেঃ। জয় হ'ক রাজাবাহাদুর, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হ'ক।

[প্রস্থান।

রাধাকান্ত। বিদ্যাসাগরও পণ্ডিত, আর এরাও পণ্ডিত।

তারানাথের প্রবেশ

তারানাথ। আমায় স্মরণ করেছেন রাজাবাহাদুর?

রাধাকান্ত। বসুন বাচস্পতি মশায়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনার ছাত্র বিধবা বিবাহের জন্য আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত হয়েছে।

তারানাথ। জানি।

রাধাকান্ত। আমি তার সমস্ত ঋণ শোধ করে দিতে চাইলাম, সে আমার দান নিলে না।

তারানাথ। না নেওয়াই স্বাভাবিক।

রাধাকান্ত। তার পিতামাতাকে অনুরোধ করলাম, তাঁদেরও ওই এক কথা।

তারানাথ। তাঁরা যে বিদ্যাসাগরের পিতামাতা।

রাধাকান্ত। কিন্তু ঋণদাতারা তো ছাড়বে না।

তারানাথ। তাই কি ছাড়ে?

রাধাকান্ত। আমার জীবনে এ অভিজ্ঞতা আর হয়নি বাচস্পতি মশায়। লোকে পয়সা পেলে টাকা চায়, আর এই লোকটা আমার দান নেবে না?

তারানাথ। নেবে না ত বলেনি। আপনি প্রকাশ্যে বিধবা বিবাহ সমর্থন করলেই নেবে।

রাধাকান্ত। তা কি করে করব? পণ্ডিত সমাজ যে একটুও নড়ছে না।

তারানাথ। পণ্ডিত সমাজ বলতে তো এই ন্যায়রত্ন আর সপ্ততীর্থের দল? এই ছবিগুলো দেখুন তো রাজাবাহাদুর।

রাধাকান্ত। কিসের ছবি?

তারানাথ। বিধবা বিবাহ-বাসরের ফটোগ্রাফ। একটু ভাল করে চেয়ে দেখুন, এর প্রত্যেকটি সভায় এই পণ্ডিতেরা বিরাজ কচ্ছেন,—তবে স্ববেশে নয়, ছদ্মবেশে।

রাধাকান্ত। তাই তো বটে। ছাঁদা নিচ্ছে যে !

তারানাথ। এর পরেও কি আপনি মত পরিবর্তন করবেন না ? সবাই এগিয়ে গেছে রাজাবাহাদুর, বাকি আছেন আপনি আর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

রাধাকান্ত। এগিয়ে আমিও যাব বাচস্পতি মশায়। দেখি আপনার ছাত্র এবার কি বলে হাত গুটিয়ে নেয়। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি শুধু আপনার ছাত্রকে রক্ষা করেন নি, আমাকেও আবর্জনা কুণ্ড থেকে টেনে তুললেন। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাদুড়বাগানে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান

———

চতুর্থ দৃশ্য

বিদ্যাসাগরের বাড়ী

নেপথ্যে অখিলউদ্দিন গান গাহিতেছিল

নেপথ্যে অখিল।—

গীত

প্রণাম তোমায় দয়ার সাগর ভারত-তীর্থ তীরে।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবেশ

ঈশ্বর। কিরে, কে গাইছে রে, ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দে। টাকা, টাকা, কোথায় টাকা? যাদের বিধবা মেয়েকে নরক থেকে টেনে তুলতে চাই, তারাও পণ চায়। কালীমতীকে এক হাজার টাকা দিয়ে কিনে এনে শ্রীশের সঙ্গে বিয়ে দিতে হল। মেয়ের বাপ মা ধরে নিয়েছে, সব দায় বিদ্যাসাগরের। যারা অর্থের প্রতিশ্রুতি দিলে, তারা আর মুখ দেখায় না। কেউ কেউ টাকার লোভে বিয়ে ক'রে, আবার গিয়ে আর একটা মেয়ের পাণিগ্রহণ করেছে। এ জাত কি নিজের ভাল কখনও বুঝবে না? ভোগের থালা সামনে ধরে দিলেও কি এরা ছাই মেখে খাবে?

গীতকণ্ঠে অখিলউদ্দিনের প্রবেশ

অখিল।—

গীত

"প্রণাম তোমায় দয়ার সাগর ভারত-তীর্থ তীরে।
সমাজের যেথা কর অভিষেক বিধান সিন্ধু-নীরে॥

পতিহারা বুকে যতেক বিরহ,
হৃদিমাঝে তব বাজে অহরহঃ,
লঙ্ঘিলে তাই বাধার অচল চির উন্নত শিরে।
সমাজ-সায়রে উঠিল তুফান বিধবার আঁখিজলে,
রোধিলে প্রবাহ জহ্নুর মত অভয় মন্ত্র বলে,
মরা গাঙে নব আসিল জোয়ার,
সাথীহারা পরি নব ফুলহার,
জীবন দোলায় দুলিবে আবার প্রেম অঞ্চল ঘিরে॥

ঈশ্বর। বিদ্যেসাগরের গুণগান কচ্ছ মিঞা? পণ্ডিতেরা মাথায় বাড়ি দেবে।

অখিল। ওগুলো পণ্ডিত নাকি? মহামূর্খ, নরকের কীট, ওদের মুখ দেখলেও পাপ হয়। ওরা শুধু চাবুক মারতেই জানে, কাউকে কোলে টেনে নিতে জানে না।

ঈশ্বর। বল কি তুমি?

অখিল। এই পাজী লোকগুলোর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে কত হিন্দু যে কলমা পড়েছে, কতজন যে খ্রীষ্টান হয়েছে, তার কি সংখ্যা আছে?

ঈশ্বর। কি নাম তোমার ভাই?

অখিল। আগে ছিল অখিল, এখন অখিলউদ্দিন।

ঈশ্বর। অর্থাৎ ধর্মকে খেয়ে ফেলেছ। কেন বল দেখি?

অখিল। সে অনেক কথা মালী ভাই। গাঁয়ের একটি বিধবা মেয়ে—

ঈশ্বর। বিধবা মেয়ে!

অখিল। হ্যাঁ গো, বাপ-মা যখন তার মারা গেল, পাড়ার ছোঁড়াগুলো মেয়েটাকে টিকতেই দিলে না। কত ব্যাটা বড়লোককে পায়ে ধরে বললুম,— মেয়েটাকে একটু ঠাঁই দাও, কেউ দিলে না।

ঈশ্বর। তারপর ? আমার কাছে নিয়ে এসেছ বুঝি ?

অখিল। তোমার কাছে আসব কেন মালীভাই ? আমি তাকে বিয়ে করলুম।

ঈশ্বর। তারপর ?

অখিল। সমাজে তখন আর আমার ঠাঁই হল না! কাজেই মোছলমান হয়ে গেলুম।

ঈশ্বর। বেশ করেছ। এ জাত এমনি করেই শেষ হয়ে যাবে। ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই।

অখিল। হঁ্যা ভাই মালি,—

ঈশ্বর। কি ভাই অখিলউদ্দিন ?

অখিল। বিদ্যেসাগরকে আমায় একটিবার দেখাতে পার ?

ঈশ্বর। কেন বল দেখি

অখিল। মক্কা মদিনায় যাবার পয়সা নেই, বিদ্যেসাগরকে দেখে একসঙ্গে সব তীর্থের কাম সেরে যাব।

ঈশ্বর। কেন বল দেখি ? বিদ্যেসাগর পীর না কি ?

অখিল। পীর ত ছেলেমানুষ হে। বিদ্যেসাগর যা করেছে, কোন রাজা-বাদশা তা করতে পারেনি। বিধবার বিয়ে চালু করা কি চাট্টিখানি কথা ? ডাক না ভাই একবার তোমার মনিবকে। দু'চোখ ভরে দেখব, আর একটা কথা বলে যাব।

ঈশ্বর। দেখা ত হয়েই গেছে, কথাটা কি বল ?

অখিল। মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ ক'রো না। তোমাকে বলে কি হবে ? আমার কথা বিদ্যেসাগরের সঙ্গে।

ঈশ্বর। আমি বিদ্যেসাগর হলে আপত্তি আছে ?

অখিল। অঁ্যা! তুমি—আপনি বিদ্যেসাগর! কসুর হয়েছে বাবু।

ঈশ্বর। কোন কসুর হয়নি তোমার। বল, কি বলতে এসেছ ?

অখিল। বাবু, পাঁচদোর ভিক্ষে করে আমি কুড়িটা টাকা যোগাড় করেছি। আমার বড় সাধ এই টাকা ক'টা কোন বিধবার বিয়েতে খরচা হয়। টাকাটা আপনি নেবেন বাবু ?

ঈশ্বর। নেব অখিলউদ্দিন, তোমার দান আমি মাথায় করে নেব, দাও।

অখিল। খোদা আপনাকে দোয়া করুন বাবু।

[প্রস্থান।

ঈশ্বর। ওরে, ও ছিরে,—

শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। কি বলছ ?

ঈশ্বর। আমি একটু বেরুচ্ছি। বাবা সবাইকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গেছেন। তাঁরা এলে বলিস, আমার ফিরতে একটু দেরী হবে। আমার জন্যে যেন তাঁরা অনাহারে বসে না থাকেন।

শ্রীমন্ত। কোথায় আগমন হচ্ছে ?

ঈশ্বর। আগমন হচ্ছে পটলডাঙায়।

শ্রীমন্ত। কি সেখানে ?

ঈশ্বর। একটি বিধবার বিয়ের আয়োজন হচ্ছে। মহাপুরুষেরা না কি গুণ্ডা লাগিয়েছে বিয়ে পণ্ড করে দেবে বলে।

শ্রীমন্ত। তুমি সেথায় যাবে কিসের তরে ?

ঈশ্বর। দেখে আসি গুণ্ডার গায়ে কত শক্তি !

শ্রীমন্ত। বেশ চল।

ঈশ্বর। তোকে যেতে হবে না। দিনের বেলা গুণ্ডা ঠ্যাঙাতে আমি একাই পারব।

শ্রীমন্ত। এই জন্যে তো তোমাকে আমি দেখতে পারি না। গুণ্ডারা যদি তোমার মাথাটা দো-ফালা করে দেয়?

ঈশ্বর। তাহলে একফালা তাদের দিয়ে আর একফালা নিয়ে আমি চলে আসব।

শ্রীমন্ত। তোমার মাথা খারাপ।

ঈশ্বর। আমারও তাই মনে হচ্ছে। কেউ কেউ আমায় পাগল বলে। কেউ কেউ আবার বলে আমার মাথাই নেই

শ্রীমন্ত। তারা ফুলুশ। বলতে হয় আমরা বলব! ও ব্যাটারা বলবে কিসের তরে?

ঈশ্বর। তুই মানী লোকদের ফুলুশ বলছিস হতভাগা?

শ্রীমন্ত। কে কত মানী সে আমার জানা আছে। তোমার চেয়ে মানী কে, দেখতে তো পাই নে।

ঈশ্বর। মানী লোকের কাছে লোকজন আসবে না? তুই লোকজন এলে এমন কুকুর তাড়া করিস কেন?

শ্রীমন্ত। করব না? দিন নেই, রাত নেই, এসে ডাকাডাকি করলেই হল? তোমার কি নাওয়া খাওয়া নেই, না চোখে ঘুম নেই? ওসব খাবারের লোভে আসে। তোমাকেও বলিহারি। যে আসবে, তাকেই গেলাতে হবে! আমি ওসব নাইক করি না।

ঈশ্বর। তুই তো কিছুই নাইক করিস না! সেদিন বাচস্পতি মশায় এসেছিলেন, তুই তাঁকে ভিখিরী মনে করে ধূলো পায়ে বিদেয় করে দিলি। দুর্গাচরণকে এমন ইংরিজি শুনিয়ে দিলি যে সে আর তিন দিন এল না। শ্রীশকে বলে দিলি বড় দাঠাকুর পুরী গেছে। সে অমনি গিয়ে পুরীর

টিকেট কাটলে, আমি গিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি! তুই মানুষ, না কি?

শ্রীমন্ত। আমায় তাতিও না বলছি। তুমি বিদ্যেসাগর আছ বলে আমি যে তোমার চোখরাঙানি সইব তা তুমি ভেবো নি। সেদিন রাস্তায় যখন গুণ্ডারা লাঠি মারতে এসেছিল, কে তাদের ফেলাট্ করে দিয়েছিল? দিস্ শ্রীমন্ত।

ঈশ্বর। তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক, আমি চললুম।

শ্রীমন্ত। বলছি যেতে হবে না, তবু তুমি যাবেই? বিধবারা তোমার স্বগ্‌গে বাতি দেবে। মেজ দাঠাকুর কি সাধে তোমার উপর চটেছে? তুমি ডেঞ্জারেস লোক।

ঈশ্বর। অনেক ইংরেজী শিখেছিস যে! আমার কলেজে প্রফেসারি করবি?

শ্রীমন্ত। ফাজলামো করো নি।

ঈশ্বর। তুই বীরসিংহে চলে যা ছিরে। তোর কলকাতার লীলা শেষ হয়েছে। এবার গ্রামটাকে গিয়ে জ্বালা।

শ্রীমন্ত। নেভার। আমি তোমার মেজো বৌমার মুখ নাড়া খেতে আর ওখানে যাবু নি।

ঈশ্বর। যাবুনি বললে চলবে নি। আমি ফিরে এসে তোকে পার্শ্বেল করে পাঠিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। বিধবার গুষ্টী মরুক, আমি পাঁচসিকের হরিলুট দেব।

মেজর মার্শালের প্রবেশ

মার্শাল। পণ্ডিট মশায় আছেন কি?

শ্রীমন্ত। না, নেই।

মার্শাল। কোঠায় গিয়াছেন, টুমি বলিটে পারে?

শ্রীমন্ত। চেষ্টা করলে বলতে পারব না কেন?

মার্শাল। টুমি কোন্ আছে? কি নাম আছে টোমার?

শ্রীমন্ত। আমার নাম শ্রীমন্ত।

মার্শাল। টুমি পণ্ডিট মহাশয়ের attendant আছে?

শ্রীমন্ত। টেণ্ডেন মেণ্ডেন বুঝি নে বাপু। আমি তেনার বাড়ীতে কাজ করি। সাহেবের নামটি হচ্ছে কি?

মার্শাল। হামার নাম মেজর মার্শাল। হামি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রিন্সিপাল আছি। পণ্ডিট মহাশয়ের সহিট হামার বিশেষ ডরকার আছে।

শ্রীমন্ত। দরকার থাকলে কি হবে! পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হবে না।

মার্শাল। কেন হইবে না? কোঠায় গিয়াছে?

শ্রীমন্ত। গোল্লায় গিয়াছে।

মার্শাল। গোল্লা? গোল্লা কোঠায় আছে? you mean Ghola?

শ্রীমন্ত। [ভ্যাঙাইয়া] ঘোলা? বলছি গোল্লা—না ঘোলা? যাও সাহেব এখন সরে পড়। দেখা হবে না। বিদ্যেসাগর কবে যে আসবে, তার ঠিক নেই।

মার্শাল। টুমি ঠিক বাৎ বলিটেছে?

শ্রীমন্ত। বেঠিক বাৎ শ্রীমন্ত বলে না সাহেব।

মার্শাল। উহার mother—I mean জননী আসিয়াছেন, টুমি কি জানে?

শ্রীমন্ত। জানে বই কি? মাদারও এসেছে ফাদারও এসেছে। wifeও বাদ যায় নি। চূড়ামণি যোগ লেগেছে কিনা। চূড়ামণি যোগে গঙ্গাস্নান করলে একেবারে সোজা হেভেনে চলে যাবে। বুঝলে না কথাটা?

মার্শাল। চূড়ামণি! ও কোন্ চিজ আছে?

শ্রীমন্ত। তোমার গুষ্টির মাথা আছে।

মার্শাল। গুষ্ঠী মাথা কোন্ আছে।

শ্রীমন্ত। এত বড় জ্বালাতন করলে! ও সাহেব, কথা গেরাযি্য হচ্ছে না?

মার্শাল। পণ্ডিটকা মার সহিট হামি ডেখা করিয়া কিছু বলিটে চার।

শ্রীমন্ত। বলে লাভ নেই সাহেবের পো। পণ্ডিতের মা একদম কালা।

মার্শাল। উহাটে কিছু ক্ষটি হইবে না। কালা আডমিকে হামি বহুট বালোবাসে। বুঝিয়াছে মণ্টো?

শ্রীমন্ত। মণ্টো আবার কোন্ ব্যাটা? আমি হচ্ছি শ্রীমন্ত শ্রী—ম—ন্ত।

মার্শাল। আরে টুমি শ্রী কেনো বলিবে? পণ্ডিটের মাতাকে হামার সহিট এক ডফে মোলাকাট্ করিটে বলো। হামি ডেখিবে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যাহার গর্ভে জন্ম লইয়াছে, সে কি প্রকার আডমি আছে?

শ্রীমন্ত। বড় মা এখন বাড়ী নেই।

মার্শাল। কোঈ আডমি নেহি? পণ্ডিট নেহি, উহার মাদার নেহি, ফাদার ভি নেহি? তব্ কোন্ আছে? টুমি সাচ বাট্ বলিটেছে না মণ্টো।

শ্রীমন্ত। আবার মণ্টো? এত বড় জ্বালাতন করলে! আমি শ্রীপতি মণ্ডলের ব্যাটা শ্রীমন্ত, আমাকে মণ্ড না বানিয়েই ছাড়বে না? বলছি কেউ বাড়ী নেই, আমিও বাড়ী নেই, তবুও ছাড়বে না? এমন নটি লোক ত দেখি নি। [মার্শাল বসিল] আবার বসে পড়লে যে? ও সাহেব, আরে, হোয়াই তুমি সীট ডাউন?

মার্শাল। হাঁ। হামি পণ্ডিট মশায়ের সহিট ডেখা না করিয়া যাইবে না। টুমি একডম পাগ্ল্ আডমি আছে।

শ্রীমন্ত। কি, আমি পাগল? যত—big mouth নয়, তত big কথা? আমি তোমাকে মার্ডার করব।

মার্শাল। টুমি চুপ রহো মণ্টো।

শ্রীমন্ত। ফের মণ্টো?

মার্শাল। হামি গান গাহিবে। [পা নাচাইয়া সুরে] লা লা লা—

শ্রীমন্ত। [সুরে সুর মিলাইয়া] বাপের মাথা খা—

মার্শাল। [সুরে] ফুল ফ্যাথম্ ফাইভ
দাই ফাদার লাইস্—

শ্রীমন্ত। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। মার্ডার।

দুর্গাচরণের প্রবেশ

দুর্গাচরণ। কি রে শ্রীমন্ত, চীৎকার কচ্ছিস কেন? একি, মেজর মার্শাল! শ্রীমন্ত আপনাকে ধমকাচ্ছিল বুঝি? কিছু মনে করবেন না মেজর; এই লোকটা আমাদের সবাইকে এমনি করে কুকুর তাড়া করে। পণ্ডিতকে কেউ এতটুকু বিরক্ত করে, এ ওর সয় না।

মার্শাল। হাঁ, সে হামি বুঝিয়াছে। হামি উহার পাগলামি enjoy করিতেছিলাম। But মণ্টো একজন বালো ব্যকৃটি আছে।

শ্রীমন্ত। ফের মণ্টো বললে ভাল হবে না সাহেব।

দুর্গাচরণ। বেরিয়ে যা হতভাগা। আসুক বিদ্যাসাগর, তোকে আজই কান ধরে মেদিনীপুরের গাড়ীতে তুলে দেব।

শ্রীমন্ত। ওঃ—গাড়ীতে তুলে দেবে। কক্ষণো যাব না,—নেভার।

দুর্গাচরণ। কোথায় গেছে তোর মনিব ?

মার্শাল। গোলা গিয়াছে।

শ্রীমন্ত। ওই শোন। বলছি গোল্লায় গেছে, না গোলা গিয়াছে'। এতে রাগ হয় না কার ? আবার বলে বড়মাকে দেখবে। বড়মা সাহেবের সামনে বেরুবে না কি ?

দুর্গাচরণ। নিশ্চয় বেরুবেন। তুই গিয়ে বল, দুর্গাচরণ ডাক্তার তোমাকে বৈঠকখানায় যেতে বলেছে।

মার্শাল। Please go মণ্টো।

শ্রীমন্ত। আরে দূর. মণ্টোর নিকুচি করেছে।

[প্রস্থান।

মার্শাল। Doctor, বিধবা-বিবাহ বালোভাবে চালু হইয়াছে ?

দুর্গাচরণ। তা তো হয়েছে সাহেব। কিন্তু পণ্ডিত অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। যারা আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছে। অনেক বিয়ের সম্পূর্ণ ব্যয় বিদ্যাসাগরকেই বহন করতে হচ্ছে। তার উপর বড়ই লজ্জার কথা, বর-পণ কনে-পণ দুই-ই দিতে হচ্ছে। টাকা না পেলে কেউ বিয়ে করতে চায় না, এর না হয় অর্থ বুঝি, কিন্তু টাকা হাতে না নিয়ে কেউ মেয়ের বিয়ে দেবে না,—এ তথ্য আমাদের জানা ছিল না।

ভগবতীর প্রবেশ

ভগবতী। ও বাবা দুর্গাচরণ,—ও মা, এ কে? [জিভ কাটিয়া ঘোমটা টানিয়া প্রস্থানোদ্যতা]

দুর্গাচরণ। দাঁড়ান কাকী মা, যাবেন না। ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বড় সাহেব, বিদ্যাসাগরের এত বড় বন্ধু বেশী নেই কাকীমা।

ভগবতী। সাহেবকে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দাও দুর্গাচরণ। ঈশ্বর তো এখন ঘরে নেই।

দুর্গাচরণ। সাহেব আপনাকেই দেখতে এসেছেন।

ভগবতী। ও মা, আমাকে দেখবে কি গো? ছি ছি.—আমি কি ইংরিজি জানি?

মার্শাল। কিছু ডরকার না আছে মাদার। হামি বাংলা ভাষা বালো বুঝিটে পারে, থোড়া থোড়া বলিটে ভি পারে। Remove your veil mother—আই মিন হাপনার অবগুণ্ঠন মোচন করুন। হামি বালো করিয়া হাপনাকে ডেখিবে। [দুর্গাচরণ ভগবতীর ঘোমটা সরাইয়া দিলেন।] হামি বাগ বালুক না আছে মাদার। হাপনি টো ডেবী ভগোয়টী আছে। সকলেই হাপনার সণ্টান আছে। হামি ভি হাপনার সণ্টান।

ভগবতী। দীর্ঘজীবী হও বাবা।

মার্শাল। মুখে বলিলে হামি শুনিবে না। Touch my head and bless me mother. হামার মাঠায় হাট দিয়া আ— আশ্—

দুর্গাচরণ। আশীর্বাদ—

মার্শাল। হাশীর্বাদ করুন। [নতজানু হইলেন,—ভগবতী তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।]

মার্শাল। I am blessed. হামি ঢন্য হইয়াছি মাদার। হামি শৈশবকালে মাট্রীহীন হইয়াছে। Throughout my life—আই মিন বিলকুল জীবন যাবট্ হামি শটো শটো নারীর ভিটরে হামার মাকে খুঁজিয়াছে। But কাহারও ভিটর উহাকে পায় নাই। Here and now I find my mother in you. এইষ্ঠানে এবং এই সময়ে হামি হাপনার ভিটর হামার মাকে দেখিল। হামি অটিশয় খুশী হইল যে, পণ্ডিট্ ঈশ্বরচণ্ড্র বিড্যাসাগরের মা হামার মা।

রেকাবে মিষ্টি ও হাতে জল লইয়া দিনমণির প্রবেশ

ভগবতী। বসো বাবা! মায়ের হাতে একটু মিষ্টিমুখ করে যাও।

দুর্গাচরণ। বসুন মেজর মার্শাল। এই বিদ্যাসাগরের মা, যাঁর গর্ভে বাংলার শ্রেষ্ঠ পুরুষ জন্ম নিয়েছেন; আর এই দিনমণি দেবী, বিদ্যাসাগরের স্ত্রী। এঁরা কেউ পাঠশালায় যায়নি মেজর, কেউ জুতো পায়ে দিতে শেখে নি, কেউ হাওয়া গাড়ী চড়ে নি, কেউ ঠোঁটে লিপষ্টিক্ দেয় নি, কারও কোর্টশিপ করে বিয়ে হয় নি। তবু মেজর মার্শাল, এঁরা পৃথিবীর কোন জাতের নারীর চেয়ে এতটুকু ছোট নয়।

মার্শাল। বধূ ঠাকুরাণি, হাপনি হামার নমস্কার গ্রহণ করুন।

দিনমণি। নমস্কার মেজর। কাল আসবেন, বাবাকে দেখাব।

মার্শাল। হাপনারা কটো সুখী বধূ ঠাকুরাণি। Whereas আমরা কটো অসুখী। হাপনারা স্বামী পুট্র শ্বশুর শাশুড়ী brother-in-law—I mean ডেবর ননডকে লইয়া সংসার করেন। হাপনারা উহাডের বালোবাসেন, উহারাও হাপনাডের বালোবাসে; আর হামাদের ঘরের কঠা শুনুন। হামরা office হইটে ফিরিয়া ডেখিটে পাই, হামাদের স্ট্রীগণ boy friend-ডের সহিট ball dance করিটে গিয়াছে। পুট্র বিবাহ করিলে আর হামাদের কেহ নহে। We are awfully lowly হামরা ভয়ঙ্কর ভাবে একাকী।

ভগবতী। আমাদের সংসার যাত্রা তোমার ভাল লেগেছে বাবা?

মার্শাল। হাঁ—বহুট্ ভাল লাগিয়াছে মাদার, বড় ঠাকুরাণি, পণ্ডিটকে হামি সাহায্য করিটে চাই, টিনি গ্রহণ করেন না। হাপনাদের কাছে হামার এই নিবেডন আছে। হামি হাপনাদের কি সাহায্য করিটে পারে।

দিনমণি। সাহায্য যদি করতে চান সাহেব, এই একটা সাহায্যই করুন। আপনার দেশের মানুষ আমাদের অসভ্য জংলী ইতর বলে মনে করে। আপনি তাদের বুঝিয়ে বলুন যে আমরাও মানুষ।

মার্শাল। হাঁ হাঁ বলিবে। নমস্কার মাদার, নমস্কার বড় ঠাকুরাণি। বাই বাই ডক্টর।

দুর্গাচরণ। বাই বাই।

[মার্শালের প্রস্থান।

ভগবতী। ও বাবা দুর্গাচরণ, ঈশ্বর তো এখনও ফিরল না বাবা। কোন্ বিয়েতে না কি কারা গুণ্ডা লাগিয়েছে। ঈশ্বর কেন

যে গেল, বুঝতে পাচ্ছি না। যাবার সময় ছিরেকেও তো সঙ্গে নিলে না।

দুর্গাচরণ। কোথায় গেছে পণ্ডিত।

ভগবতী। ওই যে গো আলুডাঙা না কি বললে ছিরে।

দিনমণি। আলুডাঙা নয়, পটলডাঙা।

দুর্গাচরণ। পটলডাঙায় যে খুব গোলমাল শুনে এলাম। আঃ—এই পাগলকে নিয়ে কি করা যায় বল দেখি। যেখানে গণ্ডগোল সেখানেই তার যাওয়া চাই। কোথায় গেল শ্রীমন্ত? ও শ্রীমন্ত,—

দিনমণি। অস্থির হবেন না ডাক্তার ঠাকুরপো। অসারের তর্জন গর্জন সার। বাংলাদেশে এমন লোক নেই যে তাঁর গায়ে হাত তুলতে পারে, এমন লাঠি এখনও তৈরি হয় নি, যে লাঠি বিদ্যেসাগরের মাথা ফাটাতে পারে।

ভগবতী। বৌমার কথা শুনেছ? এত যে আমরা ভেবে মরি, ওর কিন্তু নিঃশ্বাসও পড়ে না। মেয়েটা কি পাগল না কি দুর্গাচরণ?

দুর্গাচরণ। আশীর্বাদ করুন কাকীমা, বাংলার ঘরে ঘরে এমনি হাজার হাজার পাগল জন্মাক। দুনিয়ার লোক বুঝুক যে বাংলার মেয়েরা পুরুষের দাসী নয়—সহধর্মিণী। ওই আপনার পাগল ছেলে আসছে। আসুন।

[প্রস্থান।

ভগবতী। তুমি তো বেশ নিশ্চিন্ত আছ বড় বৌমা। ঈশ্বরের জন্যে তোমার ভাবনা হয় না?

দিনমণি। মোটেই না।

ভগবতী। শুনতে পাই ওর চারদিকে শত্রু। কেউ যদি মাথায় বাড়ি দেয়?

দিনমণি। দেবে। বড় কাজ করতে গেলে দু' একটা বাড়ি খেতে তো হবেই।

ভগবতী। শুনছি না কি অনেক দেনা হয়েছে। শুধবে কি করে?

দিনমণি। সে সব যাঁর ভাবনা তিনিই ভাববেন, আমরা ভেবে কি করব? এত বড় বাড়ী আছে, অত বই আছে, ভয় কি মা? দেশের মেয়েগুলো যদি রক্ষে পায়, যাক্ না যথাসর্বস্ব। আমরা কুঁড়ে ঘরে ছিলাম, আবার কুঁড়ে ঘরেই থাকব।

ভগবতী। ঠিক বলেছ। আমি বিদ্যেসাগরের মা, তুমি বিদ্যেসাগরের বউ, আমরা গাছতলায় থাকলেও সেই আমাদের রাজবাড়ী।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বিদ্যাসাগরের বাড়ী

ঈশ্বরচন্দ্র ও সুরমার প্রবেশ

ঈশ্বর। সুরমা,—

সুরমা। কি বলছ দাদা?

ঈশ্বর। তোর হ'ল কি বল্ত? বাণপ্রস্থে যাবি না কি?

সুরমা। পঞ্চাশ বছর না হলে যাব কি করে? তোমাদের শাস্ত্র হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে গলা টিপে ধরবে। এত বড় পণ্ডিত তুমি, জান না "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ।"

ঈশ্বর। খুব যে ঘটা করে গঙ্গাস্নান করতে আরম্ভ করেছিস্। আর পূজোও ত কচ্ছিস তিন ঘণ্টা ধরে। দেবতা টেবতার দেখা পেয়েছিস্ না কি রে?

সুরমা। কি যে বল তুমি, তার ঠিক নেই। আচ্ছা দাদা, তোমাকে ত একবারও ঠাকুর দেবতার নাম করতে শুনি নি।

ঈশ্বর। আমি নিজে ঈশ্বর, কোন্ ঈশ্বরকে ডাকব বল্?

সুরমা। ও মা! তুমি কি নাস্তিক গো? দেবতা-টেবতা মান না নাকি? ভগবান্ আছেন স্বীকার কর ত?

ঈশ্বর। করি বোন, করি। ভগবানের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই, তাঁর অস্তিত্বেও আমি অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি এও বিশ্বাস করি, দুর্গতের সেবাই ভগবানের সেবা। চোখের সামনে মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে শুকিয়ে মরবে, ব্যাধি-জরা-মহামারীতে উজোড় হয়ে যাবে,

সমাজের নিষ্ঠুর কশাঘাতে অশ্রুজলে বুক ভাসাবে, আর দেশের মানুষ নিষ্ক্রিয় থেকে চোখ বুজে ভগবান্ ভগবান্ করবে, এমন ভগবৎ-প্রেম আমার নেই, আমার ভগবান আকাশে নেই, আছে এই মাটির পৃথিবীতে।

সুরমা। দাদা!

ঈশ্বর। সুরমা, তুই আবার বিয়ে কর সুরমা।

সুরমা। রাম রাম, কি বলছ তুমি?

ঈশ্বর। কেন, মা তোকে বলেন নি?

সুরমা। বললেই বা, তাই বলে এতদিন পরে আমি বিয়ে করব?

ঈশ্বর। কেন করবি না বোন? এত বিধবার বিয়ে দিলাম আমি, আর আমার গাঁয়ের বিধবাদের একটাও বিয়ে দিতে পারব না? কিই বা তোর বয়েস? এ বয়েসে কত মেয়ে ত আবার বিয়ে করেছে। তুই কি তবে বলতে চাস বিধবা বিবাহ ভাল নয়?

সুরমা। ভাল বই কি? আমিই ত তোমাকে বলেছিলাম বিধবাদের গতি করতে। কিন্তু সে কার জন্যে? যারা শক্তিহীন, জীবনের পথ চলতে বার বার যাদের প্রদীপ নিভে যেতে চায়, বিধবা-বিবাহ তাদের জন্যে।

ঈশ্বর। তুই কি অসহায় ন'স? তোর বাবা মরে গেলে কি উপায় হবে তোর? কে দেখবে তোকে পোড়ামুখি?

সুরমা। ধ্রুব প্রহ্লাদকে যিনি বুক দিয়ে রক্ষা করেছিলেন, মীরা-বাঈকে যিনি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন, তিনিই আমাকে দেখবেন।

ঈশ্বর। এ কি জ্যোতি তোর মুখে সুরমা? তুই যেন আর এক জগতে চলে গেছিস? সুরমা!

সুরমা।—

গীত

গঙ্গাজলে সিনান করে ধন্য হলাম আমি।
অঙ্গে আমার জড়িয়ে আছে নিখিল জীবন স্বামী॥
মাখব না আর ধরার ধূলি,
পরব না আর চোখে ঠুলি,
তারই নামে জীবন ক'বে
হবো অনুগামী॥

ঈশ্বর। চূড়ামণি স্নান তোরই সার্থক বোন। করিসনে তুই বিয়ে; বিধবা-বিবাহ তোর জন্যে নয়। আমি আশীর্বাদ কচ্ছি, তোর জীবনের পথে কোন বাধা আসবে না। যতদিন আমি আছি, মনে রাখিস, তোর দাদার দরজা তোর জন্যে খোলাই আছে।

সুরমা। তা জানি দাদা। আমার ভাই নেই, তুমিই আমার বড় ভাই।

[প্রস্থান।

ঈশ্বর। দেশের সব বিধবারা যদি এমনি হত, তাহলে এ রাজসূয় যজ্ঞের কোন প্রয়োজনই হত না।

ঠাকুরদাসের প্রবেশ

ঠাকুরদাস। ঈশ্বর!

ঈশ্বর। বাবা!

ঠাকুরদাস। বাড়ীর খবর শুনেছ?

ঈশ্বর। কি খবর?

ঠাকুরদাস। দীনু আর শম্ভু আলাদা হয়ে গেছে।

ঈশ্বর। আলাদা হয়ে গেছে! আপনারা বেঁচে থাকতেই? আর দশ বছর সবুর সইল না? কই, আমাকে ত একথা এতদিন কেউ বলে নি!

ঠাকুরদাস। তুমি তোমার মহাব্রত নিয়ে প্রমত্ত হয়ে রয়েছ। এ উৎসবানন্দের মধ্যে সহজে কি কেউ এ দুঃখের সংবাদ দিতে চায়?

ঈশ্বর। কেন? কেন তারা আলাদা হয়ে গেল? আপনার বড় বৌমা কি কাউকে কিছু বলেছিল?

ঠাকুরদাস। ও কি সেই মেয়ে?

ঈশ্বর। তবে হঠাৎ এমন কি হল যে হাঁড়ী আলাদা হ'য়ে গেল?

ঠাকুরদাস। বিধবা-বিবাহ আর কলেজের জন্যে তুমি না কি ঋণে আকণ্ঠ ডুবে আছ।

ঈশ্বর। তাতে ওদের কি? আমি কি ওদের বলেছি যে আমার ঋণের অংশ ওদেরও নিতে হবে? আমার দায় আমি একাই বহন করব। আমাকে কি তারা চেনে না?

ঠাকুরদাস। সে চোখ তাদের নেই ঈশ্বর।

ঈশ্বর। আমি বরাবরই দেখেছি, আমার কলেজটাকে কখনও তারা সুনজরে দেখে নি।

ঠাকুরদাস। প্যাঁচারা আলো সইতে পারে না।

ঈশ্বর। বিধবা-বিবাহের জন্য আমার এই পরিশ্রম আর অর্থব্যয় তাদের কোনদিন সহ্য হয় নি।

ঠাকুরদাস। কূয়োর ব্যাং-এর দৃষ্টি কূয়োর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ঈশ্বর। যাদের আমি মাসোহারা দিই, তারাও এদের চক্ষুঃশূল। এই নিয়ে কত কথা তারা বলেছে।

ঠাকুরদাস। "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" তুমি দুঃখ করো না ঈশ্বর।

ঈশ্বর। না না, দুঃখ করব কেন? সংসারের ভার একা আমাকে বইতে হত, আজ তাদের ভার তারাই তুলে নিয়েছে। কখনও কারও কাছে মাথা নীচু করি নি, করেছি শুধু এই দুটি ভাইয়ের চাকরির জন্যে। আজ একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আর একজন জজপণ্ডিত। তারা আমাকে আঘাত করবে না ত করবে কে? এ আমার সয়ে গেছে বাবা। কত ছেলেকে বৃত্তি দিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে দিয়েছি; তারা আজ আমার নিন্দে করে, আমার মাথায় লাঠি মারতে চায়, সংসারের এই নিয়ম বাবা।

ঠাকুরদাস। ভাল লোকও সংসারে আছে বই কি? যে সংসারে দীনু শম্ভু আছে, সে সংসারে তারানাথ বাচস্পতি, দুর্গাচরণ, শ্রীশ, ভূদেব, রামগোপাল ঘোষও আছে বাবা।

ঈশ্বর। এরা ক'জন? সমুদ্রে শিশিরবিন্দু। বিধবা পুত্রবধূকে পুষবে বলে শাশুড়ী আমার কাছে দু' বছর মাসোহারা নিয়েছে, তারপর একদিন প্রমাণ পেলাম, একদিনও সে তাকে ঠাঁই দেয় নি, হতভাগা বউটা বেশ্যাবৃত্তি কচ্ছে। বিধবা-বিবাহ করবে বলে কেউ মুঠো মুঠো টাকা নিয়েছে, বিয়ের সময় আর বরের দেখা নেই। সুবোধ, সুশীল ছাত্র এক বছর কলেজের মাইনে নিয়েছে, পরে দেখলাম সে চাকরি কচ্ছে, কলেজের চৌকাঠও মাড়ায় নি। এতে আর আমার মন টলে না, আরও কিছু থাকে তো বলুন।

ঠাকুরদাস। এই নাও—পেয়াদা এসে শমন ধরিয়ে গেছে। [শমন দিলেন।]

ঈশ্বর। একি! দীনু আমার নামে মামলা করেছে? আমার

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে তারও নাকি অংশ আছে? এও সম্ভব হ'ল? এরা ভাই?

ঠাকুরদাস। কিসের ভাই? এক পিতার সন্তান হলেই ভাই হয় না। ভাই তোমার দুর্গাচরণ। শ্রীশ বিদ্যারত্ন, এমন কি ওই ক্রিশ্চান মাইকেল পর্য্যন্ত। দীনবন্ধু আর শম্ভু তোমার কেউ নয়।

ঈশ্বর। কেউ নয় বাবা? যাদের জন্যে আরশোলা খেয়েছিলাম, দু'খানা কাপড় একসঙ্গে পরিনি, তারা আমার কেউ নয়? আপনি বলুন বাবা, কলেজ খুলে কি আমি অন্যায় করেছি? বিধবা বিবাহ চালু করে আমি কি মহাপাপ করেছি?

ঠাকুরদাস। না ঈশ্বর। তুমি তোমার জনক জননীর মুখ উজ্জ্বল করেছ, যা ধরেছ প্রাণান্তেও তা ছেড়ো না। মরার সময় যেন দেখে যেতে পারি যে বীরসিংহের পুরুষ সিংহ প্রাণ দিয়েছে, তবু তার ব্রত ত্যাগ করে নি। [প্রস্থান।

ঈশ্বর। মামলা করে সম্পত্তি আদায় করবে? বেশ, কর দেখি। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা বেঁচে আছে, না মরে গেছে।

রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রবেশ

রাধাকান্ত। বিদ্যাসাগর!

ঈশ্বর। একি! রাজাবাহাদুর! আপনি এখানে?

রাধাকান্ত। কতবার তোমায় খবর দিয়েছি; তুমি ত আর গেলে না। অগত্যা আমাকেই আসতে হ'ল।

ঈশ্বর। বসুন রাজাবাহাদুর। এসেছেন ভালই হয়েছে। আমার বাবা মাকে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা সম্প্রতি গঙ্গাস্নান করতে কলকাতা এসেছেন।

রাধাকান্ত   ভালই হল ; রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে।

ঈশ্বর। রথই দেখতে পাবেন, কলা বেচা কিন্তু হবে না রাজাবাহাদুর ! আমার ব্রত আমি ত্যাগ করি নি, করবও না।

রাধাকান্ত। তা জানি ঈশ্বর। তোমার ব্রত যদি তুমি ত্যাগ করতে তাহলে আমি শোভাবাজার থেকে বাদুড় বাগানে ছুটে আসতুম না। শ্রীশ তোমাকে আমার কথা কিছু বলেছিল ?

ঈশ্বর। বলেছিল,—আপনি আমাকে অর্থ সাহায্য করতে চান।

রাধাকান্ত। তুমি তো সাহায্য চাইলে না।

ঈশ্বর। প্রয়োজন হয়নি।

রাধাকান্ত। প্রয়োজন হয়নি যদি, তবে অখিলউদ্দিনের দান নিয়েছ কেন ?

ঈশ্বর। সে দানের সঙ্গে সমর্থন ছিল ; আপনার দানে যে সমর্থন নেই রাজা বাহাদুর। এর নাম ভিক্ষে।

রাধাকান্ত। অভিমান ক'রো না পণ্ডিত। তুমি ভালই জান, কেন আমি তোমাকে সমর্থন জানাতে পারি নি। তুমি এক একটা বিধবা বিবাহ দিয়েছ, আর আমার বুকটা দশহাত ফুলে উঠেছে। তুমি জান না, কলকাতার প্রত্যেকটি বিধবা-বিবাহে আমার লোক উপস্থিত ছিল। আমি জানি ; এত বড় যজ্ঞ সম্পাদন করতে কি বিপুল অর্থ তুমি ব্যয় করেছ। এও আমি জানি, যারা তোমাকে এ কাজে উৎসাহ দিয়ে নামিয়েছে, তারা অনেকেই দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে।

ঈশ্বর। সত্য রাজাবাহাদুর।

রাধাকান্ত। আমার মনে হয়, তুমি অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছ বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বর। আপনি মিথ্যা বলেন নি।

রাধাকান্ত। দেখ ঈশ্বর, পাণ্ডিত্যে তুমি আমার অনেক বড়, কিন্তু বয়সে আমি তোমার পিতার সমান। কত লোকের দান ত তুমি নিয়েছ, আমার কিছু দান গ্রহণ কর।

ঈশ্বর। বলেছি ত রাজাবাহাদুর! দান আমি নেব, কিন্তু ভিক্ষে নেব না।

রাধাকান্ত। ভিক্ষে নয় পণ্ডিত। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার এই বাড়ী, তোমার অমূল্য গ্রন্থরাজির উপস্বত্ব, তোমার প্রেস একদিন নিলেমে বিকিয়ে যাবে। যে বাড়ীতে একদিন বাংলার অসংখ্য মনীষী পায়ের ধূলো দিয়েছে, সে বাড়ী হয়ত একদিন কোন অবাঙালীর বিলাস ভবনে পরিণত হবে। আমার বাংলা মায়ের এত বড় সন্তান তুমি, তোমার নাম এমনি করে মুছে যাবে, এ আমি সইতে পাচ্ছি না। কেউ জানবে না বিদ্যাসাগর, বল কত টাকা পেলে তুমি ঋণ মুক্ত হতে পার। দশ, বিশ, পঞ্চাশ হাজার—কত চাও তুমি?

ঈশ্বর। এক কপর্দকও চাই না।

রাধাকান্ত। দান বলে না নাও, ঋণ বলেও কি নিতে পার না?

ঈশ্বর। ঋণ করে ঋণ শোধ দিয়ে লাভ?

রাধাকান্ত। লাভ এই যে এ ঋণের সুদ দিতে হবে না, এর জন্যে তিন পুরুষের মধ্যে কেউ তাগাদা করবে না।

ঈশ্বর। আপনার মহত্ত্ব আমি অনেক দেখেছি রাজাবাহাদুর! আজ আর একবার দেখলাম। অর্থ দিয়ে নয় রাজাবাহাদুর, আপনি আমায় সাহায্য করুন আপনার শুভেচ্ছা দিয়ে। এই দুর্গম পথে আজ আমার সহযাত্রী প্রায় কেউ নেই। তবু যেন আমি পিছু হটে না আসি, এই আশীর্বাদ করুন।

রাধাকান্ত। তোমার পিতা যদি তোমায় আদেশ করেন, তাঁর কথা তুমি শুনবে তো ?

ঈশ্বর। অবনত মস্তকে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, তাঁকেই আমি ডেকে দিচ্ছি। বাবা বাবা,—

ঠাকুরদাসের প্রবেশ

ঠাকুরদাস। বাবা, ইনিই শোভাবাজার রাজবাটীর স্বনামধন্য রাজা রাধাকান্ত দেব-বাহাদুর। আপনি এর সঙ্গে কথা বলুন, আমি পরে এসে শুনব।

[প্রস্থান।

রাধাকান্ত। আপনিই বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ? নমস্কার।

ঠাকুরদাস। নমস্কার। আপনার সব কথাই আমি জানি রাজাবাহাদুর।

রাধাকান্ত। আপনার ছেলের এই বিধবা-বিবাহ প্রচলন আপনি সমর্থন করেন ?

ঠাকুরদাস। সর্বান্তঃকরণে। আমার বংশে এত বড় কাজ কেউ করে নি।

রাধাকান্ত। আপনি কি জানেন কত টাকা আপনার ছেলে ঋণ করেছেন ?

ঠাকুরদাস। পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা হবে।

রাধাকান্ত। আপনার এজন্য ভাবনা হচ্ছে না ?

ঠাকুরদাস। কিছুমাত্র না। মহৎ কাজে যিনি প্রবৃত্তি দিয়েছেন, ঋণমুক্তির ব্যবস্থাও তিনিই করবেন।

রাধাকান্ত। তিনি নিজের হাতে কিছু করেন না ; অপরের হাত

দিয়ে করান। যত টাকা ঋণ হয়েছে, আমি যদি আপনাকে তা দিই, আপনি গ্রহণ করবেন ?

ঠাকুরদাস। না।

রাধাকান্ত। কেন ?

ঠাকুরদাস। আপনি সদর দরজা দিয়ে আসুন ; আপনার দান আমরা মাথা পেতে নেব। পেছনের দোর দিয়ে এলে আপনার দান যত বড়ই হোক, ঈশ্বরও নেবে না—আমিও নয়।

রাধাকান্ত। আপনার স্ত্রী যদি নেন, আপত্তি আছে ?

ঠাকুরদাস। কিছুমাত্র নয়। ব্রাহ্মণি, ওরে ছিরে, তোর বড়মাকে ডেকে দে।

ভগবতীর প্রবেশ

ভগবতী। আমায় ডাকছ নাকি ?

ঠাকুরদাস। হ্যাঁ ব্রাহ্মণি। ইনি শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

ভগবতী। রাজা ! সে কি ! তা ঈশ্বরকে ডেকে দাও না।

রাধাকান্ত। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে দেবি। এবার আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

ভগবতী। আমাকে ? দেখ দেখি, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, রাজা-মহারাজার সঙ্গে কি কথা বলব ?

রাধাকান্ত। কথা আমার একটাই দেবি। আপনার ছেলে অনেকগুলো মহৎ কাজ করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আমি তাঁকে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সাহায্য দিতে চাইলাম ; তিনি নিলেন না। টাকাটা আমি আপনার হাতে দিতে চাই।

ঠাকুরদাস। পঁচিশ শ' কুড়ি। নেবে?

ভগবতী। তা সে আমাকে বলছ কেন? আমি টাকা পয়সা দিয়ে কি করব? ঈশ্বরকে বলতে বল না।

রাধাকান্ত। তাঁকে বলেছিলাম, তিনি নিলেন না।

ভগবতী। ছেলে যা নিলে না, মা কি তা নিতে পারে রাজা-বাহাদুর? কচি ছেলে ত নয়। আমার ছেলে যে বিদ্যেসাগর গো।

রাধাকান্ত। তাহলে আপনি তাকে এবার হাত গুটিয়ে নিতে বলুন। নইলে সে ধনে প্রাণে মারা যাবে।

ভগবতী। মরবে তো সবাই। কে আর বাঁচতে এসেছে বলুন? রোগে ভুগে না মরে সে বড় কাজ করতে গিয়ে যদি মরেই যায়, আমি জানব আমি মানুষকে পেটে ধরেছিলাম, জন্তু জানোয়ারকে পেটে ধরি নি।

রাধাকান্ত। ওরে সভ্যতাভিমানী ইংরেজের দল, তোরা দেখে যা এই আমাদের বাঙালী পিতামাতা—অসভ্য-বর্বর-শহবং-শিক্ষাহীন। নমস্কার ব্রাহ্মণ, নমস্কার দেবি।

[প্রস্থান।

ঠাকুরদাস। তোমার ছেলে তোমাকে গহনা দিতে চেয়েছিল?

ভগবতী। হ্যাঁ গো। দেখ দেখি পাগলের কাণ্ড! গহনা পরাতে হয় বৌমাকে পরা। আমি বুড়ো মানুষ, গহনা পরে কি করব?

ঠাকুরদাস। কেন? পরে দেখ না। নাকে নথ, পায়ে মল, মাজায় চন্দ্রহার, আর গলায় ওই তুলসীর মালা—বেশ মানাবে।

ভগবতী। তুমি থামো। আমি বললুম,—বাবা ঈশ্বর! আমার আবার কি গয়না চাই? মায়ের গয়না তো তার সুসন্তান। তুমিই তো আমার গয়না বাবা। এই তুলসীর মালা গলায় দিয়ে আমি যেখানে

যাব, সেখানেই সবাই আমায় দেখিয়ে বলবে, ওই বিদ্যেসাগরের মা। কি গো, ঠিক বলি নি ?

ঠাকুরদাস। ঠিকই বলেছ ভগবতী। যার ছেলে চাদর গায়ে আর চটি পায়ে দিয়ে লাটসাহেবের দরবারে যায়, তার মার গয়না গড়াবে এমন স্যাকরা জন্মায় নি।

ভগবতী। এই ছেলেকে তুমি কি মার মেরেছ। রাইমণি দিদি এসেছিল ; সে আমায় সব বলেছে।

ঠাকুরদাস। মেরেছিলাম বলেই সে আজ প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর। চল বিদ্যাসাগরের মা, এবার বাড়ী চল।

ভগবতী। চল, গাঁয়ের মানুষগুলোর জন্যে মনটা বড় কাঁদছে। সবাইকে ভালো রেখো ঠাকুর, কারও যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

ঠাকুরদাস। দুর্গা—দুর্গা।

[প্রস্থান।

শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। ও বড়মা, তোমার ব্যাপারখানা কি বল তো ? রাজ্যের লোক তোমাকে দেখতে আসবে, আর তুমি তাদের জন্যে দোর খুলে রাখবে ? ছেলে তো গোল্লায় গেছে। ওই সঙ্গে তোমারও কি নাওয়া খাওয়া শিকেয় উঠল ? এখন কি করবে কর। মানুষ গরু শেষ হয়ে গেছে, এবার সাইকেল দেখা করতে এয়েছে।

ভগবতী। সাইকেল দেখা করতে এসেছে ! আমার সঙ্গে ?

শ্রীমন্ত। তোমার সঙ্গে নয়ত কি আমার সঙ্গে ? বলে মা ভগবতীর হাতে পেসাদ খাব। যত বলি হবে না, ততই বলে পিলিজ।

ভগবতী। পিলিজ কি ?

শ্রীমন্ত। ও তুমি বুঝবে না।

ভগবতী। দেখেছিস্ আমার ছেলের মহিমা? তার মাকে দেখতে সমস্ত কলকাতার মানুষ ভেঙে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত সাইকেলও এল।

শ্রীমন্ত। তাড়িয়ে দিয়ে আসি, কি বল?

দিনমণির প্রবেশ

দিনমণি। কাকে তাড়াবে শ্রীমন্ত? সদর দরজায় ও কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি কচ্ছে? রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেছে যে! শীগ্‌গির যাও শ্রীমন্ত। এ যে সে লোক নয়।

শ্রীমন্ত। লোক কাকে বলছ? সে নিজে বলছে সাইকেল।

দিনমণি। সাইকেল! কি সর্বনাশ, তুমি নিশ্চয় মাইকেলের কথা বলছ। ঠিক ঠিক, ছবিতে এইরকমই দেখেছি বটে। এ নিশ্চয়ই মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ও শ্রীমন্ত, তুমি শীগ্‌গির যাও! মেঘনাদ বধের কবি এসেছেন আমাদের ঘরে। তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস।

শ্রীমন্ত। এই সবই করব দিনরাত। নাওয়া খাওয়া মাথায় উঠুক। যত সব পাগলের কারখানা।

[প্রস্থান।

ভগবতী। মাইকেল বললে না বৌমা? সেই বাপ মা-মরা কবি, যাকে আমার ঈশ্বর টাকা পাঠিয়েছিল? সেও তো এক সাহেব গো।

দিনমণি। সাহেব তার পোষাকটা। মনটা তার খাঁটি বাঙালীই আছে। আজ তিনি সাহেবের পোষাকেও আসেন নি। বাঙালী মায়ের কাছে বাঙালীর পোষাকেই এসেছেন।

ধুতি চাদর-পরা মাইকেলের প্রবেশ

দিনমণি। আসুন কবি মাইকেল মধুসূদন! আপনার সব কথাই আমরা শুনেছি। আপনি আসবেন, তাও আমরা জানি। কিন্তু এ বেশে যে আপনি আসবেন, তা বুঝতে পারি নি।

মধুসূদন। বাঙালী মায়ের কাছে বাঙালী সন্তান আসবে, এই তো তার উপযুক্ত বেশ বৌঠাকরুণ। এই বেশে আমি খিদিরপুরের দত্তবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে মা জাহ্নবীর পাশে বসে মা দুর্গার পায়ে অঞ্জলি দিতাম। এই বেশ ছেড়ে মায়ের কোল থেকে একদিন কলেজে ডিরোজিওর আশ্রয়ে এসে বাসা বেঁধেছিলাম। ভূদেবের মায়ের মত আমার মাও যদি সেদিন আমায় চোখ রাঙিয়ে শাসন করতেন, তাহলে হয়ত জীবনটা অন্যভাবে গঠিত হত।

ভগবতী। বসো বাবা মধু!

মধুসূদন। মা, আমি ধর্ম হারিয়েছি, জাত হারিয়েছি, হিন্দু সমাজের আমি অস্পৃশ্য—ম্লেচ্ছ। তুমিও কি আমায় তাই বলে দূরে সরে থাকবে?

ভগবতী। ও বৌমা, এ বোকা ছেলে বলে কি গো? মানুষ আবার মেলেচ্ছ হয় না কি?

মধুসূদন। কিন্তু আমি যে ক্রিশ্চিয়ান।

ভগবতী। এই দেখ দেখি। ওসব ধর্ম-টর্ম তো মানুষের পোষাক রে বাবা। আমার ছেলেদের দেখ না। একজন পরে শার্ট, একজন পরে পাঞ্জাবী, আর ঈশ্বর তো চাদর ছাড়া কিছু গায়ে দেয় না। আমি তো তাদের সবারই মা, কেউ কি আমায় মাসী বলে ডাকে বৌমা?

মধুসূদন। শাস্ত্রের এমন ব্যাখ্যা তো কোথাও আর শুনি নি বউ-ঠাকরুণ! ভাটপাড়া নবদ্বীপ বিক্রমপুরের পণ্ডিতেরা শুধু সংস্কৃত শাস্ত্রই

পড়েছে, বাঙালী মায়ের এই সহজ শাস্ত্র পড়ে নি। করুণাময়ী মা! এবার আমার প্রণাম গ্রহণ কর। [সাষ্টাঙ্গে প্রণাম]

ভগবতী। যে ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছ, সে ধর্মে তোমার অটুট ভক্তি হ'ক বাবা।

মধুসূদন। চেয়ে চেয়ে কি দেখছেন বৌ ঠাকরুণ?

দিনমণি। দেখছি এক অপরূপ দৃশ্য! ছবিতে আপনার সাহেবী মূর্তি দেখে কত যে নিঃশ্বাস ফেলেছি, আপনি তা জানেন না কবি। আজ আপনার এই ধুতি-চাদর পরা বাঙালী মূর্তি দেখে কি যে ভাল লাগছে, কেমন করে তা বোঝাব। দোষ আপনার নয়, দোষ এই হিন্দুসমাজের। এরা ইচ্ছা করলে আপনাকে কাছে টেনে নিতে পারত, কেউ তো নেয় নি। তাই এত বড় একটা বাঙালী সন্তান আমাদের ঘরের মানুষ হয়েও পর হয়ে গেল।

মধুসূদন। আরও যাবে বৌ ঠাকরুণ, যদি হিন্দুসমাজ বিধবা-বিবাহ মনে-প্রাণে গ্রহণ না করে। আমি দেখেছি, এ শুধু আজ একটা মানুষের কন্যাদায়। এমন একটা নিশান নিয়ে যদি ইউরোপীয় সমাজে কেউ এগিয়ে আসত, আমীর থেকে ফকির পর্য্যন্ত সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। এ সমাজ শুধু নিতেই জানে, দিতে কিছু শেখে নি।

ভগবতী। ও বৌমা, ছেলেটিকে একটু মিষ্টিমুখ করাও।

মধুসূদন। মিষ্টি নয় মা—মিষ্টি নয়, আমি আজ তৈরী হয়ে এসেছি; পিঁড়িতে বসে তোমার হাতের অন্নব্যঞ্জন খেয়ে যাব। অন্ন দাও মা অন্নপূর্ণা।

ভগবতী। ও বৌমা, সাহেব মানুষ, ভাত খেতে চায় যে গো।

দিনমণি। শুনেছি কবি, আপনি যখন চান করতে যেতেন, আপনার মা সাতটা হাঁড়িতে আপনার ভাত রাঁধতেন। যে ভাত

সবচেয়ে ভাল হত, তাই আপনাকে তিনি বেড়ে দিতেন। আমরা যে মোটা চালের ভাত খাই কবি

মধুসূদন। তাই আমি চাই। আমার ভাত যদি একটা হাঁড়িতেও রান্না হত আর সে ভাত না খেলে মা যদি আমায় লাঠিপেটা করতেন, তাহলে মধুসূদন আজ বোধহয় মাইকেল মধুসূদন হত না। আজ তোমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখের জল আমার বাধা মানছে না। তিন পুরুষ একসঙ্গে কত সুখে বাস কচ্ছ তোমরা। আর যাদের সভ্যতার জয়ঢাক শুনে দুনিয়ার কাণে তালা লেগে গেল, তারা কত একা! স্বামী আর স্ত্রী, স্ত্রী আর স্বামী। স্ত্রী ঘোরে ক্লাবে ক্লাবে, স্বামী থাকে শুঁড়ির দোকানে। ছেলেগুলো বড় হলে ডানা মেলে উড়ে যায়।

ভগবতী। চল বাবা, খাবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সদাশিবের বাড়ী

গীতকণ্ঠে সুরমার প্রবেশ

সুরমা।—

গীত

ওগো বরণীয় !

অকূল গাঙে ভাসিয়েছি নাও,

কূলে তুলে নিও ॥

লবঙ্গ অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল

সুরমা।—

পূর্ব গীতাংশ

অন্ধকারে পথ খুঁজে হায় মরেছি কত ঘুরে,

ছিল না জানা, তুমি ত জেগে আছ হৃদয় পুরে,

আজি তোমার অরুণ আলো,

আমার চোখে লাগল ভালো,

জেনেছি আমি দুঃখী যারা, তারাই তোমার প্রিয়।

লবঙ্গ। ও মেয়ে, আজ পূজোয় বস্‌বে না ?

সুরমা। বড় বেলা হয়ে গেছে। ভাতটা চাপিয়ে দিইগে।

লবঙ্গ। আমি চাপিয়ে দিচ্ছি ; তুমি যাও। আমাদের যেমন ক্ষিধে পেয়েছে, ঠাকুরেরও তো তেমনি ক্ষিধে পেয়েছে। আমি মানুষের খাওয়ার জোগাড় করি, তুমি ঠাকুরের খাওয়ার ব্যবস্থা কর।

সুরমা। না মা, বাবা কাল বড় রাগ করেছেন।

লবঙ্গ। রাগ না করেছে কবে? এগুলেও যখন নির্বংশের ব্যাটা, পেছুলেও ভেড়ের ভেড়ে, তখন এগিয়ে যাওয়াই ভাল। বাপের কাছে ভাল তুমি কোনদিনই হতে পারবে না, ও আশা ছেড়ে দাও।

সুরমা। তোমার বিরক্তি হয় না, আমায় পূজো করতে দেখলে?

লবঙ্গ। না গো না, বরং হিংসে হয়। ঠাকুরকে ডাকতে গিয়ে তুমি যখন আত্মহারা হয়ে যাও, তখন আমার কি যে ভাল লাগে, সে আর কি বলব? দুর্ভাগা বাংলার মেয়েদের এ ছাড়া আর বুঝি কোন পথ নেই।

সুরমা। একি তুমি সত্যি বলছ মা?

লবঙ্গ। সত্যি বলছি মেয়ে। এই দেখ, তোমার জন্যে শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ আনিয়েছি। নাও—ধর, ভক্তিভরে পূজো কর। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলে কেন? যাও, তুমি যাও ঠাকুরঘরে, আমি যাই রান্নাঘরে।

সুরমা। সত্যই তুমি আমার মা। আশীর্বাদ কর, এ জন্ম তো ব্যর্থ হয়ে গেল, পরজন্মে যেন সুখী হই। চল ঠাকুর, আসনে বসবে চল। মন্ত্র-তন্ত্র জানি না, ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই। জগাই মাধাইকে তুমি উদ্ধার করেছ, আমার দিকে মুখ তুলে চাও, এ জীবন সার্থক কর দয়াময়।

[প্রস্থান।

লবঙ্গ। হ্যাঁগা ভগবান্! তোমার কি চোখ নেই? হিন্দুর ঘরে মেয়েগুলোকে কেন সৃষ্টি করেছ? আর কি তোমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? মোছলমানের ঘর আছে, খ্রীষ্টানের ঘর আছে, সেখানে এগুলোকে চালান করতে পারনি?

সদাশিবের প্রবেশ

সদাশিব। ব্যাপার কি লবঙ্গ? আজ কি অরন্ধন নাকি?

লবঙ্গ। না না, আমি যাচ্ছি রান্না করতে।

সদাশিব। তুমি রান্না করবে কেন? সে হারামজাদী কোথায় গেল?

লবঙ্গ। পূজোয় বসেছে গো।

সদাশিব। আবার পূজো?

লবঙ্গ। লাফাচ্ছ কেন? কলকাতা থেকে মন্ত্র নিয়ে এসেছে জান না? ভোরবেলা উঠে দু'ঘণ্টা চোখ বুজে বসে থাকে।

সদাশিব। সব বুজরুকি।

লবঙ্গ। যা বলেছ। চোখ দিয়ে আবার অঝোর ঝরে জল পড়ে গো?

সদাশিব। আ হা হা! ভাব দেখে মরে যাই। কাজে ফাঁকি দেবার চক্কর।

লবঙ্গ। আমারও তাই মনে হয়।

সদাশিব। যেও না তুমি রান্নাঘরে। আমি শয়তানীকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আসছি।

লবঙ্গ। দরকার নেই বাপু। চেঁচামেচি করে পাড়ার লোক জড় করবে, আর সবাই এসে আমাকে খ্যাঁতলাবে।

সদাশিব। পাড়ার লোক তোমাকে কিছু বলে নাকি?

লবঙ্গ। বলে না আবার? যা খুশী তাই বলে। বলে কি না, বুড়ো ভাতারকে লাগিয়ে লাগিয়ে তুই মেয়েটাকে বাপের চক্ষুঃশূল করেছিস্ নইলে বাপ কখনও অতবড় মেয়েকে মারতে পারে? আবার কেউ কেউ বলে, সুরমা ও বুড়োর নিজের মেয়ে নয়।

সদাশিব। তবে কার মেয়ে ?

লবঙ্গ। বলে তোমার পরিবারের মেয়ে।

সদাশিব। জুতিয়ে সোজা করব। ওরাই মেয়েটাকে বিগড়ে দিয়েছে।

লবঙ্গ। নইলে তোমার মত লোকের মেয়ে ঠাকুর ঠাকুর করে? হাজারবার বারণ করলুম, ওগো, ও দেবতাটির নাম করো না; এখুনি কোন্ বাবাজী এসে কণ্ঠীবদল করে নিয়ে চলে যাবে। কথাই শুনলে না। আমারও কেমন রাগ হয়ে গেল। আমি বাজার থেকে সাড়ে তিন টাকা খরচা করে একটা পাথরের গৌরাঙ্গ আনিয়ে দিলুম।

সদাশিব। অঁ্যা! সাড়ে তিন টাকা খরচা! রাঁড়ী মেয়ের জন্যে ? আমায় কি তুমি গলায় পা দিয়ে মারতে চাও ?

লবঙ্গ। ও কথা কি বলতে আছে ? পাপ হবে যে গো।

সদাশিব। ঠাকুরের দাম সাড়ে তিন টাকা ? চৌদ্দ সিকে? আঠাশ দুয়ানি ? কোথায় পেলে তুমি টাকা ? ধার করেছ ?

লবঙ্গ। ধার করবে লবঙ্গলতিকা? তেমন মেয়ে পাওনি। তুমি যে আমায় মাকড়ি গড়িয়ে দিয়েছিলে, সেটিকে আমি বিক্রমপুর চালান করেছি।

সদাশিব। মাকড়ি বেচে ঠাকুর-কুকুর কেনা ?

লবঙ্গ। রেখে কি করব ? তুমি তো আর বেশীদিন নেই। তারপর কে আর তোমার গয়না পরবে বল। আবার যাকে বিয়ে করব, সেই গা-ভরা গয়না দেবে।

সদাশিব। আবার তুমি সে কথা বলছ ?

লবঙ্গ। তুমি চটছ কেন ? তোমার একটা এধার ওধার হয়ে গেলে আমি কি ওই মেয়েকে নিয়ে ভূতের বাড়ী পাহারা দেব ভেবেছ ? খাব

কোন্ চুলোর ছাই ? তুমি ত সম্পত্তির মধ্যে রেখে যাবে দুখানা খড়ম। খড়ম ধোয়া জল খেয়ে কদিন বাঁচব, তুমিই বল না ?

সদাশিব। সতীনারীরা না খেয়ে স্বামীর ভিটেয় সন্ধ্যে প্রদীপ দেয়।

লবঙ্গ। আর সৎপুরুষেরা এক বউকে চিতেয় তুলে দিয়েই আর এক বউ নিয়ে আসে। পুরোণো সতীরা তো সহমরণেও যেত। আজকাল সহমরণে যেতে চাইলে জেলে পুরে দেবে। আমি হচ্ছি আপ-টু-ডেট্ সতী।

সদাশিব। কি রকম ?

লবঙ্গ। তোমার একটা ভালমন্দ হয়ে যাক্ ; তুমি যেমন বউ মরার একমাস পরে বিয়ে করেছ, আমিও ঠিক তেমনি একমাসের মাথায়—

সদাশিব। তার চেয়ে আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দাও।

লবঙ্গ। পাত্রও ঠিক হয়ে গেছে। লোকটা আমায় কি ভালবাসে যদি জানতে। তোমার যাতে শীগ্‌গির এস্‌পার ওস্‌পার হয়ে যায়, সে জন্যে সে মা কালীর কাছে পাঁঠা মানত করেছে।

সদাশিব। কে সে বদমায়েসের বাচ্ছা ?

লবঙ্গ। বদমায়েসের বাচ্ছা নয়, কৈবর্তের বাচ্ছা।

সদাশিব। কে লোকটা বল তো ?

লবঙ্গ। ওই যে গো, শ্রীমন্ত।

সদাশিব। শ্রীমন্ত! ওই বাড়ুয্যে বাড়ীর ছোঁড়া। হারামজাদার এত বড় সাহস, আমার পরিবারের উপর নজর দেয়! আমি ওর রক্ত খাব।

লবঙ্গ। কৈবর্তের রক্ত খাবে কি গো ? এমন অশাস্ত্রীয় কথা বললে তুমি ?

সদাশিব। আচ্ছা, পাজী ব্যাটাকে আমি দেখে নিচ্ছি। তুমি

খবরদার ওর সামনে বেরিও না। শয়তানগুলো আমার বাড়ীতে আসে কেন?

লবঙ্গ। শুধু আসে? আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আবার গান গায়। বুঝেছ? এখন চল্লুম আমি রান্নাঘরে।

[প্রস্থান।

সদাশিব। জুতিয়ে সোজা করব।

শ্রীমন্তের প্রবেশ।

শ্রীমন্ত। এই বুড়ো ঠাকুর,—

সদাশিব। বুড়ো কে রে বদমায়েস? কথা নেই, বার্তা নেই, ফস করেই অমনি বুড়ো।

শ্রীমন্ত। বুড়ো না তো কি তুমি খোকা—বেবী?

সদাশিব। কেন এসেছিস তুই আমার বাড়ীতে?

শ্রীমন্ত। দেখতে এলুম তুমি মরেছ কি না?

সদাশিব। মরব কেন রে ইতর?

শ্রীমন্ত। মরবে না কেন বুড়ো? মাথার ওপর শকুন উড়ছে দেখতে পাচ্ছ না? গাঁয়ের ছেলেরা সব গরুর গাড়ী বায়না করে রেডি হয়ে বসে আছে। তুমি মরলে গরুর গাড়ী করে বাজনা বাজিয়ে তোমায় শ্মশানে নিয়ে যাবে। এত দেরী কচ্ছ কেন? আরও বাঁচবার সাধ আছে নাকি?

সদাশিব। বেরিয়ে যা তুই আমার বাড়ী থেকে।

শ্রীমন্ত। তুমি বেরিয়ে যাও। গেট আউট।

সদাশিব। কি! আমার বাড়ী থেকে আমাকে গেট আউট? আমি তোকে জুতিয়ে সোজা করব।

শ্রীমন্ত। জুতো আছে না কি তোমার? সেই তো বিয়ের সময় একজোড়া জুতো ধার করে নিয়ে গেছলে।

সদাশিব। খবরদার বদমায়েস।

শ্রীমন্ত। বদমায়েস তুমি। নইলে সত্তর বছর বয়সে নাতনীর বয়সী এক ছুঁড়ীকে বিয়ে কর?

সদাশিব। সত্তর বছর শূয়ার? আমার বয়স সবে চল্লিশ—

শ্রীমন্ত। চল্লিশ তোমার হাঁটুর বয়েস। শ্রীমন্ত না জানে কি? বিশ বছর আগে আমি হেথায় এসেছি। সেই থেকে দেখছি তুমি ওল্ড্ ম্যান্।

সদাশিব। ছোটলোকের বুদ্ধিই এইরকম।

শ্রীমন্ত। ছোটলোক তুমি, নইলে এমনি ধারা ম্যারেজ কর? দাও, তোমার পরিবারকে ডেকে দাও।

সদাশিব। কেন, আমার পরিবারের সঙ্গে তোর কি দরকার?

শ্রীমন্ত। ওসব তুমি বুঝবে না।

সদাশিব। কেন বুঝব না? বদমায়েস ব্যাটা আমি বাড়ী না থাকলেই তুমি এসে আমার পরিবারের সঙ্গে ফুসুর ফুসুর কর।

শ্রীমন্ত। হোয়াট?

সদাশিব। চোখ পাকাসনি বলছি! বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমি এখনি তোর কৈবর্ত-লীলা শেষ করে দেব। আমার মরার পরে তুমি আমার পরিবারকে বিধবা বিয়ে করার মতলব করেছ পাজি?

শ্রীমন্ত। তবে রে বুড়ো,—

সদাশিব। বুড়ো বলবি নি বলছি।

শ্রীমন্ত। তোমাকে আমি কিলিয়ে কাঁঠাল রাইপ করব। এতটুকু মেয়েকে বিয়ে করে এনে তুমি আবার তার নামে বদনাম দিচ্ছ? আজই তোমায় যমের বাড়ী পাঠাব। [ঘুঁষি পাকাইল]

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। কর কি শ্রীমন্ত? বুড়ো মানুষের গায়ে হাত তুলবে নাকি? সরে যাও।

শ্রীমন্ত। আরে, মা-ঠাকরুণের নামে যা তা বলছে দিদি।

সুরমা। বললেই বা। গঙ্গাজলে আবর্জনা ফেললেও সে গঙ্গাজলই থাকে। মা আমার দেবী, যে যাই বলুক, তার গায়ে ফোস্কা পড়বে না।

শ্রীমন্ত। তা তুমি রাইট্ কথা বলেছ। তুলসী গাছে কুত্তায় পেচ্ছাপ করলেও তাকে ছাড়া পূজো হয় না। মা-ঠাকরুণকে পাঠিয়ে দাও দিদি; বড়মা ডাকছে। চলি ওল্ড কত্তা, মেয়ের তরে তুমি বেঁচে গেলে, নইলে তোমায় আজ মার্ডার করে ফেলতুম।

[প্রস্থান।

সদাশিব। আমি থানায় যাব, ব্যাটাকে আমি জেল খাটাব।

সুরমা। যেও না বাবা। শ্রীমন্ত একদিন ডাকাতের সর্দার ছিল। ভয়-ডর তার নেই। শুধু শুধু তার নামে যদি বদনাম দাও, সে তোমায় খুন করে খালের জলে ভাসিয়ে দেবে। বুঝে কাজ ক'রো।

[প্রস্থান।

সদাশিব। আমি বিষ খাব, গলায় দড়ি দিয়ে মরে, ছিরে ব্যাটাকে ফাঁসিয়ে যাব, তবে আমার নাম সদাশিব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঠাকুরদাসের বাড়ী।

ঠাকুরদাস ও দীনবন্ধুর প্রবেশ

দীনবন্ধু। আমায় ডাকছেন?

ঠাকুরদাস। হঁ্যা, শম্ভু তো এল না?

দীনবন্ধু। দেখছি না তো। বলুন কি বলবেন?

ঠাকুরদাস। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? ঈশ্বর বাড়ী আসবে বলে? ভয় নেই, তাকে আমি আসতে বারণ করেছি। আমরাই কলকাতা যাব। এলেও সে তোমাদের কিছু বলত না। তোমরা তার সঙ্গে বেইমানি করেছ, তাই বলে সে তোমাদের অনিষ্ট করবে না। তবে একথা ঠিক জেনো দীনবন্ধু, যা তোমরা হারালে, চোখের জলে সাগর বহালেও আর তা ফিরে পাবে না।

দীনবন্ধু। আমার একটু কাজ আছে বাবা। যদি কিছু বলবার না থাকে—

ঠাকুরদাস। অপেক্ষা কর। বাপের কাছে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকলে মহাপাপ হবে না।

দীনবন্ধু। আমি সে কথা বলছি না। আপনি অকারণ—

ঠাকুরদাস। থামো। তোমাদের দু'ভায়ের দুর্ভাগ্য যে আমার বেত তোমাদের পিঠে পড়েনি, যা ঈশ্বরের পিঠে প্রায়ই পড়ত। ঈশ্বরই আমার হাত চেপে ধরেছিল। নইলে আজ তোমরা এমনি স্ত্রৈণ—অভদ্র—আর অকৃতজ্ঞ হতে পারতে না।

দীনবন্ধু। বাবা!

ঠাকুরদাস। মামলায় হেরে এসেছ, না! পেলে না ছাপাখানার অধিকার? এতই যদি তোমার লোভ হয়েছিল, বড় ভাইয়ের কাছে চাইলে না কেন? করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর পরের জন্য সর্বস্বান্ত হয়েছে, আর নিজের ভাইকে একটা প্রেস দিয়ে দিতে পারত না?

দীনবন্ধু। আশা করি আপনার আর কিছু বলবার নেই। আমি কাল মেজো বৌকে নিয়ে কর্মস্থলে চলে যাব।

ঠাকুরদাস। কেন, এখানে থাকতে চক্ষুলজ্জা হচ্ছে?

দীনবন্ধু। চক্ষুলজ্জা নয়, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ঠাকুরদাস। কেন?

দীনবন্ধু। বুঝেও যদি আপনি বুঝতে না চান, তাহলে আপনাকে বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। দাদার ছেলে নারায়ণ নিজের ইচ্ছায় বিধবা বিবাহ করেছে। আপনারা বউকে আদর করে ঘরে তুলেছেন।

ভগবতীর প্রবেশ

ভগবতী। তাড়িয়ে দিলেই ভাল হত, না? তোমার বুদ্ধিই এইরকম।

দীনবন্ধু। তোমাদের বুদ্ধি নিয়ে সমাজের শাসন তো ঠেকাতে পারলে না। ধোপা নাপিত বন্ধ হয়েছে,—

ভগবতী। হ'ক। ধোপা-নাপিত না হলে চলে না?

দীনবন্ধু। পুরুত পূজো কচ্ছে না।

ঠাকুরদাস। পূজোর দরকার নেই। মানুষের পূজো করলেই দেবতার পূজো হবে।

ভগবতী। বেইমানের দল। যারা আমাদের একঘরে করতে উঠে

পড়ে লেগেছে, তারাই আমার ছেলের কাছে বেশী উপকার পেয়েছে। গাঁয়ের সমাজপতি যে, সে লোকটি এইমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে মাসোহারা নিতে এসেছিল। বড় বৌমা টাকা দিয়ে দিলে।

ঠাকুরদাস। দিলে কেন? বারণ করতে পারলে না? এদের খাওয়ানোর চেয়ে কুকুরকে খাওয়ানো অনেক ভাল। তারা একখানা রুটি পেলে পায়ের কাদা হয়ে পড়ে থাকে, মামলাও করে না, নিন্দেও করে না। এদের জন্যে অবৈতনিক বিদ্যালয়! এদের জন্যে আবার দাতব্য চিকিৎসালয়। ইস্কুল তুলে দিক, দাতব্য চিকিৎসালয় পুড়িয়ে ছাই করে ফেলুক।

দীনবন্ধু। নারায়ণের বউ তাহলে এখানেই থাকবে?

ভগবতী। থাকবে না তো কোথায় যাবে? বউ বরণ করতে লবঙ্গকে ডাকিয়ে আনলুম, পাড়ার পাঁচজন এয়োকে খবর দিয়ে আনালুম, আর আমার ঘরের দুটি বউ ঘর থেকে বেরুল না! আমার নাতবৌয়ের ছায়া মাড়ালে। তাদের যদি পাপ হয়, তোরা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ঘর জামাই হয়ে থাক।

দীনবন্ধু। শুনছেন বাবা?

ঠাকুরদাস। শুনছি। বিধবা-বিবাহ যে প্রচলন করেছে, তার ছেলে বিধবা-বিবাহ করে বাপের মুখ উজ্জ্বল করেছে। কাকাদের মুখ যদি তাতে পুড়ে গিয়ে থাকে, সে মুখ যেন আমাদের আর দেখতে না হয়।

দীনবন্ধু। বেশ, তাই হবে।

[প্রস্থান।

ঠাকুরদাস। অপদার্থ!

দিনমণির প্রবেশ

দিনমণি। মাঝি কেন এসেছে বাবা? কোথাও যাবেন না কি?

ঠাকুরদাস। হ্যাঁ মা লক্ষ্মি, আমরা কাশী যাচ্ছি।

দিনমণি। কাশী যাবেন! কবে?

ঠাকুরদাস। বিজয়ার দিন রওনা হব ঠিক করেছিলাম। অতদিন আর অপেক্ষা করব না। আজই আমরা কলকাতা চলে যাচ্ছি মা। সেখানে একদিন থেকে কাশী চলে যাব।

দিনমণি। কেন বাবা? কি অপরাধ করেছি আমরা?

ঠাকুরদাস। অপরাধ করবে তুমি? কত বছর ধরে বাসুকীর মত সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছ তুমি! কখনও মুখের হাসি মিলিয়ে যায় নি। কোন দিন গয়নার জন্যে বায়না ধর নি, কোনদিন আরাম চাও নি তুমি। তোমার জায়েরা তোমার উপর অবিচার করেছে, তুমি সর্বংসহা ধরিত্রীর মত হাসিমুখে সব সহ্য করেছ। যাবার সময় কারও জন্যে আমার মন তত কাঁদছে না, যত কাঁদছে তোমার জন্যে।

দিনমণি। ও মা, মা গো, বাবাকে তুমি বুঝিয়ে বল। কেন যাবে তোমরা? কাশীধাম কি বীরসিংহের চেয়ে বেশী সুখের জায়গা?

ভগবতী। কেমন করে বোঝাব, এ গাঁয়ের গাছপালা, মাটি, পাথরকে আমি কত ভালবাসি, এ গাঁয়ের অনাথ আতুর গরীব দুঃখী আমার বুকের কতখানি জুড়ে বসে আছে।

দিনমণি। তবে কেন যাবে মা? কার উপর অভিমান করেছ? ঠাকুরপো কিছু বলেছে?

ভগবতী। কি আর বলবে? আমি বিদ্যেসাগরের মা; কারও কথায় আমার গায়ে ফোস্কা পড়ে না।

দিনমণি। মা!

ভগবতী। চোখের জল ফেলো না মা। তুমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বউ, এ কথাটা কখনও ভুলো না! সংসারের আর পাঁচটা বউ ঝির যে

পথ, সে পথ তোমার নয়। দাসী-চাকরদের ছেলেমেয়ের মত পালন ক'রো। ছিরে পাগলামি করলেও ওকে কখনও ছেড়ে দিও না। আর দেখ, আমার ছেলেকে যেন কখনও কোন কারণে গঞ্জনা দিও না। আর ও বাড়ীর ওই পোড়াকপালী মেয়েটাকে তুমি দেখো মা।

লবঙ্গর প্রবেশ

লবঙ্গ। মেয়েটাকে তুমি নিয়ে যাও দিদি। কর্তার মত নিয়েছি, সেও যাবার জন্যে পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠাকুরদাস। সুরমা আমাদের সঙ্গে যাবে বৌমা? সদাশিব মত দিয়েছে?

লবঙ্গ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠাকুরদাস। জীবনে এই একটা সৎকাজই সে করলে।

ভগবতী। কিন্তু তোর যে বড় কষ্ট হবে বউ।

লবঙ্গ। কোন কষ্ট হবে না দিদি। ও আপদ যত শীগ্‌গির বিদেয় হয়, ততই ভাল।

দিনমণি। তবে যে তোমার চোখ ছলছল কচ্ছে কাকী?

লবঙ্গ। বালি পড়েছে বললুম না? তুমি বড় বৌমা বড় খুঁৎ ধরতে পার বাপু।

ভগবতী। বউ,—

লবঙ্গ। কি দিদি?

ভগবতী। সবাই আমাদের একঘরে করেছে। তোরা করবি না?

লবঙ্গ। তোমাদের একঘরে করেছে কে বললে? একঘরে হয়েছে ওরা সব। কুত্তা বেরাল তোমার ঘরে না এলে কি যায় আসে? আমি ঠিক আসব, তাড়িয়ে দিলেও আসব। নারাণের বউকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে হবে না? বড় বৌমা ক'দিক সামলাবে?

ঠাকুরদাস। তাই দিও মা! ভগবান তোমায় শান্তি দিন।

দিনমণি। বাবা!

ঠাকুরদাস। বাধা দিও না মা। যেতে তো একদিন হবেই। এখানে ময়লে দীনু শম্ভু আমাদের মুখাগ্নি করবে। আমি তা চাই না। যারা তোমাদের সঙ্গে বেইমানি করেছে, তাদের কোলে মাথা রেখে মরার দুর্ভাগ্য যেন আমাদের না হয়।

দিনমণি। তাই বলে এত শীগ্‌গির আপনারা চলে যাবেন? ওমা, বাবাকে বারণ কর মা। একমাস পরে জগন্মাতা আসবে, আর আমাদের মা চলে যাবে?

ভগবতী। দুঃখ করিস না মা। এখানে থাকলে অনেক দেখতে হবে, যা আমার সইবে না। তার চেয়ে সরে যাওয়াই ভাল। আমাদের মুখে ঈশ্বর যেন আগুন দিতে না ভোলে। তোরা আমাদের অনেক সুখে রেখেছিলি। কত খেয়েছি, পাঁচজনকে কত খাইয়েছি। শীতে যারা কষ্ট পায়, ছেলের দৌলতে তাদের গায়ে আমি লেপ দিতে পেরেছি; যারা লেখাপড়া শিখতে পায় না, তাদের সে বিনে মাইনের ইস্কুল করে দিয়েছে। কত সুখ আমাদের, কত মান, কত ঐশ্বর্য্য; রাজার ঘরেও এত মেলে না। সার্থক ছেলে পেটে ধরেছিলাম। আর তিনটে যদি এমনি হত।

ঠাকুরদাস। আর দেরী করো না ব্রাহ্মণি। ছিরে সব জিনিষ পত্র নৌকোয় তুলে দিয়েছে। বাস্তুদেবতাকে প্রণাম করে নৌকায় উঠবে চল। সুরমাকে ডেকে নিয়ে এস মা লক্ষ্মী।

ছোট একটি পুঁটলি নিয়া সুরমার প্রবেশ

সুরমা। চলুন জ্যাঠামশাই।

ভগবতী। হ্যাঁ রে, আসবার সময় তোর বাবা কিছু বললে?

সুরমা। বললে, মরগে যা, আর ফিরে আসিস নি।

ভগবতী। কি কঠিন প্রাণ বাপু! তুই কাঁদিস নি সুরমা। আজ থেকে আমরাই তোর মা-বাপ।

সুরমা। আমি মা তবে। তোমায় চিনতে না পেরে দোষ ঘাট অনেক করেছি, সে কথা মনে করে আজ চোখের জল বাঁধ ভেঙে ছুটে আসছে। অপরাধ নিও না মা। [প্রণাম]

লবঙ্গ। দূর হতভাগা মেয়ে। যাবার সময় কি রকম কাঁদাচ্ছে দেখ। এই টাকা কটা আঁচলে বেঁধে নাও। বাপ-মা থেকেও ছিল না। আজ বাপ-মা পেয়েছ, আজ তোমার ভাবনা কি? নাও দিদি, মেয়েটার হাত ধর। বাবা বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা ক'রো, কেন হতভাগীকে এত রূপ-গুণ দিয়েছিল, কেনই বা ওর জীবনটা এমনি করে ব্যর্থ করে দিলে।

ভগবতী। বউ তুই যে এমন মেয়ে, আগে তা বুঝতে পারি নি। বিশ্বেশ্বরের কাছে শুধু সুরমার কথা বলব না, তোর কথাও বলব।

লবঙ্গ। [গলায় আঁচল দিয়া ঠাকুরদাসকে প্রণাম করিল।]

ঠাকুরদাস। কি বলে তোমায় আশীর্বাদ করব মা? এই আশীর্বাদ করি, পোড়া বাংলাদেশে আর যেন তোমার জন্ম না হয়। [লবঙ্গ ও দিনমণি ভগবতীর সিঁথেয় সিন্দুর ও পায়ে আলতা পরাইয়া দিয়া প্রণাম করিল।]

ভগবতী। সুখে থাক্ তোরা। বাসুদেব, সবাইকে রেখে গেলাম, তুমি দেখো। চল মা।

[আগে ঠাকুরদাস, তারপর ভগবতী অগ্রসর হইলেন।
সুরমা সাশ্রুনেত্রে গাহিল।]

সুরমা।—

গীত।

গাঁয়ের মাটি প্রণাম নাও।
অচিন গাঙে ভাসিয়ে দিলাম,
জননী মোর ভাঙা নাও ॥
জন্ম দিলে তুমি যে মা,
করলে পালন তুমি শ্যামা,
এবার আমায় বিদায় দে মা,
আশিষ মাথায় বুলিয়ে দাও ॥
দোষ করেছি যত মাগো,
কিছু মনে রাখিস না গো,
শান্তি সুখে থাকুক বেঁচে,
আমার মাটি, আমার গাঁও ॥

[গীতান্তে সকলের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিল। ভগবতী তাহাকে আকর্ষণ করিলেন, সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

বিদ্যাসাগরের বাড়ী

আবৃত্তি করিতে করিতে কাচা গলায় ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবেশ

ঈশ্বর। "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে,
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন
হীনবল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায়?"

ঠিক বলেছ মাইকেল মধুসূদন! আশার ছলনাই বটে। যাদের জন্য অর্থ-সামর্থ্য, সমাজ-স্বাস্থ্য সব ডালি দিলাম, তারাও আমাকেই দোষারোপ করে।

শ্রীশচন্দ্রের প্রবেশ

শ্রীশ। আমি কিন্তু দোষারোপ করি নি পণ্ডিত। আমার স্ত্রীও তোমার গুণগাণ না করে জলগ্রহণ করে না।

দুর্গাচরণের প্রবেশ

দুর্গাচরণ। দুঃখ করো না বিদ্যাসাগর। যে অমৃত তরু তুমি রোপণ

করে গেলে, তোমার জীবনে হয়ত সে ফল দেবে না, কিন্তু অনন্ত ভবিষ্যৎ এ মহাযজ্ঞের সুফল ভোগ করবে।

শ্রীশ। গীতার কথা কি তুমি ভুলে গেলে পণ্ডিত? কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে অধিকার নেই।

ঈশ্বর। আর একটু আগে যদি আসতে তোমরা, একটা চমৎকার দৃশ্য তোমাদের দেখাতুম। বহু অর্থ ব্যয় করে একটি বিধবার বিয়ে দিয়েছিলাম। ঘর সে করতে পেলে না। স্বামী তাকে ত্যাগ করে আবার বিয়ে করেছে। মেয়েটা মারমুখো হয়ে আমার কাছে এসেছিল। মারে নি আমার অশৌচ বলে। আমার চোখের উপর সে শাড়ী ছেড়ে থান পরে চলে গেল, আর হাতের শাঁখা আমার পায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

শ্রীশ। বল কি পণ্ডিত?

ঈশ্বর। একটি বৃদ্ধা দয়া করে ছেলের সঙ্গে বিধবার বিয়ে দিয়ে দু'বছর আমার হাত থেকে মাসোহারা নিয়ে আসছে। কাল সে টাকা নিতে এসেছিল। তার পিছে পিছেই এল তার সেই পুত্রবধূ। বউটা কি বললে জান? বিয়ের পরই শাশুড়ী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে; আজ সে কলকাতার বস্তিতে বেশ্যাবৃত্তি কচ্ছে।

দুর্গাচরণ। খারাপ দিকটাই শুধু দেখলে পণ্ডিত? শ্রীশের ঘরখানা দেখে এস। কালীমতী সে ঘরে কি স্বর্গ রচনা করেছে যদি দেখতে, তোমার আক্ষেপ থাকত না।

ঈশ্বর। আক্ষেপ আজও আমার নেই। সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে একটা মহামূল্য তথ্য আমি শিক্ষা করেছি, উপকার করলেই অপকার পেতে হবে। নইলে দীনু আমার নামে মামলা করে? বীরসিংহের সমাজ আমাদের একঘরে করে? ওঃ—

দুর্গাচরণ। স্থির হও পণ্ডিত। আমাদের পাড়ায় একটি বিধবার আজ রাত্রে বিয়ে হবে। তারা আমায় পাঠিয়েছে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। তুমি যাবে তো?

ঈশ্বর। না।

শ্রীশ। না বলতে তোমাকে তো আর শুনি নি!

ঈশ্বর। এবার থেকে শুনবে। আমার প্রায় সব শক্তি কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে পুড়িয়ে রেখে এসেছি। যেটুকু অবশিষ্ট আছে, বাবার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। সময় হয়ে এসেছে। তারপর আমার ছুটি। আর কেউ আমার নামে মামলা করবে না, আর কেউ ভাঙা শাঁখা ছুঁড়ে মারবে না। আমার প্রাণের কথাই কি তুমি বলেছ মাইকেল? "এই কি লভিনু লাভ অনাহারে অনিদ্রায়?"

শ্রীশ
দুর্গাচরণ } পণ্ডিত!

ঈশ্বর। তোমরা যাও, বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এস। আমি আর যাব না। আমার মা নেই, আর কেউ নেই, আমি নিঃস্ব রিক্ত সর্বস্বান্ত, আমায় রেহাই দাও।

অখিলউদ্দিনের প্রবেশ

অখিল। একথা তুমি বলো না বিদ্যাসাগর। তুমি যে আমাদের প্রাণের রাজা; তুমি কেন সর্বস্বান্ত হবে?

ঈশ্বর। অখিল!

অখিল। দূর বুড়ো খোকা। মা বাপ কি চিরদিনই থাকবে? ওঠ দাদা ওঠ; কাঁধের জোয়াল আবার তুলে নাও। ওগো, হাজার হাজার চারাগাছের মধ্যে তুমি যে বনস্পতি। ঝড়-ঝাপটা তোমার গায়েই তো

লাগবে। তাই বলে আর পাঁচটা লোকের মত তুমি নেতিয়ে পড়বে ?

ঈশ্বর। ওরে, তোদের আমি বোঝাতে পাচ্ছি না, মা আমার সব নিয়ে গেছে।

অখিল।— **গীত**

ওরে, মায়ের ছেলে।
মিছে কথা কে বলেছে,
যায় নি মা তোর তোরে ফেলে॥
মা আছে তোর সাথে সাথে সকল কাজে মিশে,
একা সে যে লক্ষ হয়ে ছড়িয়ে আছে দশ দিশে ;
কে বলে তুই সর্বহারা ?
ফেলিস নে আর অশ্রুধারা,
ও বিজয়ী, পথের কাঁটা সরিয়ে যা অবহেলে।

[গীতান্তে প্রস্থান।

ঈশ্বর। "জানামি ধর্ম্মং", ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, কে আসছে শ্রীশ ?

শ্রীশ। মেজর মার্শাল।

দুর্গাচরণ। আসুন মেজর।

মার্শালের প্রবেশ

মার্শাল। পণ্ডিট্, হাপনার জননীর মৃট্যুর কঠা হামি শুনিয়াছে হামার সমবেডনা গ্রহণ করুন।

ঈশ্বর। ধন্যবাদ মেজর মার্শাল।

দুর্গাচরণ। শ্রাদ্ধ নিশ্চয়ই বীরসিংহে গিয়ে করবে ?

ঈশ্বর। বীরসিংহ গ্রাম আমি জন্মের মত ত্যাগ করে এসেছি।

সেখানে আমাদের ধোপা-নাপিত নেই, পুরুত নেই, আমরা মরে গেলে পোড়াবার কেউ নেই, আছে আমার হাতে গড়া দাতব্য চিকিৎসালয়, অবৈতনিক বিদ্যালয়, আর কতকগুলো মহাপুরুষ, যারা আমার হাত থেকে বৃত্তি নেয়, আর চণ্ডীমণ্ডপে বসে আমার নিন্দে করে।

মার্শাল। এ হাপনার কিরূপ বিবেচনা পণ্ডিট্? হাপনি পদত্যাগ করিয়াছেন?

শ্রীশ। সে কি! তুমি চাকরি ছেড়ে দিলে?

দুর্গাচরণ। বল কি হে? এতবড় চাকরি কেউ ছাড়ে? সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, তার উপর স্কুল পরিদর্শক। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

ঈশ্বর। যন্ত্রটা তো সঙ্গে আছে, মাথায় লাগিয়ে দেখ।

মার্শাল। ডিরেক্টার হামাকে পাঠাইয়াছেন হাপনাকে অনুরোচ করিটে।

ঈশ্বর। কি অনুরোধ?

মার্শাল। পদত্যাগ পত্র হাপনি প্রত্যাহার করুন।

ঈশ্বর। না মেজর মার্শাল।

দুর্গাচরণ। }
শ্রীশ। } পণ্ডিত!

ঈশ্বর। আপনি জানেন মেজর মার্শাল, তোমরাও জান, গভর্মেণ্ট আমাকে মৌখিক পরামর্শ দিয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক স্কুল খুলতে। আমি প্রায় পঞ্চাশটি অবৈতনিক স্কুল খুলেছি। এতদিন পরে আজ গভর্মেণ্ট বলছেন, স্কুলের জন্য টাকা দেওয়া যাবে না।

মার্শাল। উহাডের মুখের কথা বিশোয়াস না করাই হাপনার উচিট ছিল।

ঈশ্বর। যে সরকারের মুখের কথার কোন দাম নেই, সে সরকারের চাকরি আমি করব না।

দুর্গাচরণ। চোরের উপর রাগ করে তুমি পাতায় ভাত খাবে?

শ্রীশ। সংসারটা চলবে কি করে?

ঈশ্বর। সংসারের কথা কখনও ভাবিনি, আজও ভাববার দরকার নেই। আপনার ডিরেক্টারকে গিয়ে বলুন মেজর মার্শাল, যে স্কুল আমি খুলেছি, আমিই তা চালাব, মিথ্যাবাদী সরকারের কোন সাহায্য আমি চাই না।

মার্শাল। অভিমান ট্যাগ করুন পণ্ডিট। এই সময়েই হাপনার চাকুরীর অটিক প্রয়োজন। হাপনি পডট্যাগ প্রট্যাহার করিলে হামি সুখী হইব।

দুর্গাচরণ।
শ্রীশ। } আমরাও সুখী হব।

ঈশ্বর। তোমাদের সুখী করতে আমি অক্ষম। যে থুথু আমি ফেলে দিয়েছি, আর তা জিভ দিয়ে চাটব না।

মার্শাল। হাপনি হাপনার যোগ্য কঠাই বলিয়াছেন। আপনার অনুমতি হইল হামি আর একটা কথা বলিতে চাই।

ঈশ্বর। বলুন।

মার্শাল। পণ্ডিত, হামরা সকলেই জানে, আপনি ঋণে মগ্ন হইয়াছেন। আমাদের সমাজ widow marriage সমর্থন করে— আপনার এই enterprise—I mean উদ্যমকে তাহারা অভিনন্দন জানাইয়াছে। If you don't mind কিছু মনে না করিলে হামাদের club-এর নিকট সাহায্য চাহিতে পারেন। আমরা হাপনার ঋণমুক্ত হইতে সাহায্য করিবে।

শ্রীশ। আপনি মহানুভব মেজর মার্শাল !

দুর্গাচরণ। এ সুযোগ তুমি ত্যাগ করো না পণ্ডিত।

ঈশ্বর। তোমরা বলছ কি? আমার দেশের সমাজ সংস্কারের জন্য আর্থিক সাহায্য করবে বিদেশীরা? এ ভাবে ঋণ শোধ করার চেয়ে আমি ঋণগ্রস্ত হয়েই মরব। বাড়ীটা রইল, বাড়ীটা বেচে তোমাদের বন্ধুকে ঋণমুক্ত ক'র।

মার্শাল। হামার দুর্ভাগ্য পণ্ডিট, হামি হাপনাকে কোন প্রকারে সাহায্য করিটে পারিল না। কিণ্টু, হাপনার মহত্ত্ব হামার মনে ঠাকিবে। হামি বিলাট চলিয়া যাইটেছে পণ্ডিট। বাঙ্গালীর যে রূপ হামি বিড্যাসাগরের ভিটর ডেখিয়া গেল, কখনও টাহা ভুলিবে না। হামি ভবিষ্যট্‌বাণী করিতেছে, যে বাংলায় রামমোহন, বিড্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস জন্মিয়াছেন, সে বাংলার মৃটু্য নাই, ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই। গুড বাই পণ্ডিট, গুড বাই—গুড বাই।

[প্রস্থান।

ঈশ্বর। এদের তুলনায় কত ছোট আমরা !

রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রবেশ

রাধাকান্ত। তোমার দলিল আন পণ্ডিত, দলিল আন। বিধবা-বিবাহ সমর্থন করে আমি স্বাক্ষর করে দিচ্ছি।

শ্রীশ। আপনি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করবেন? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আপনাকে একঘরে করবেন না ত?

রাধাকান্ত। তাঁদের অনুশাসন রাজা-মহারাজার জন্য নয়।

দুর্গাচরণ। তাহলে এতদিনে আমাদের আন্দোলন সার্থক হল রাজাবাহাদুর।

রাধাকান্ত। এবার নিশ্চয়ই আমার দান করবার অধিকার আছে? কথা বলছ না যে? কাগজ কলম দাও।

ঈশ্বর। প্রয়োজন নেই।

রাধাকান্ত। আরে না না। মানুষের মন না মতি। মুখের কথা উল্টে যেতে কতক্ষণ? আমি কাগজে কলমে সমর্থন রেখে যাব।

ঈশ্বর। আমার দলিলে স্বাক্ষরের আর প্রয়োজন নেই রাজাবাহাদুর। যদি পারেন, আপনি নিজে এবার আন্দোলন আরম্ভ করুন। আমি আর এক পাও এগিয়ে যাব না।

সকলে। পণ্ডিত!

ঈশ্বর। সবার কাজ সব নয়। আপনি বা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে কাজে হাত দিলে সহজে কার্য্যোদ্ধার হত, সে কাজে এই গরীব বামুন না নামলে বোধ হয় এত নৈরাশ্যের মেঘ পুঞ্জীভূত হত না।

রাধাকান্ত। এমন কথা তুমি বলছ বিদ্যাসাগর?

ঈশ্বর রাজাবাহাদুর, যে কেউ মানুষের ভাল করতে চাইলেই ভাল করতে পারে না। অধিকার থাকা চাই।

শ্রীশ। তোমার কি অধিকার নেই?

ঈশ্বর। দেশটা ইউরোপ হলে থাকত। এ দেশে আমি অনধিকারী। শক্তির অহঙ্কারে আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম, সে শক্তির বাষ্পও আর আমার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি আগুন জ্বালিয়ে রেখে গেলাম। পারেন তো এ আগুন অনির্বাণ রেখে দেবেন। তবে বড় শক্ত কাজ রাজাবাহাদুর! আইন করে, অর্থ দিয়ে, ঘোড়াকে আপনি পুকুরঘাটে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু জল খাওয়াতে পারবেন না। এই উপবীতের অহঙ্কার—এই জগদ্দল পাহাড় আপনি সরে না গেলে, আর কেউ সরাতে পারবে কি না সন্দেহ।

দুর্গাচরণ। তাই বলে তুমি হাল ছেড়ে দেবে?

ঈশ্বর। আমি শ্রান্ত ডাক্তার

শ্রীশ। ও তোমার মনের ব্যাধি।

ঈশ্বর। মা আমায় ডাকছেন শ্রীশ। আমায় বিশ্রাম দাও।

রাধাকান্ত। কিছুতেই তোমাকে আমি এতটুকু সাহায্য করতে পারলুম না পণ্ডিত?

ঈশ্বর। যখন পারতেন, তখন করেননি। আজ আমি জাল গুটিয়ে ফেলেছি,—আর আমার কাছে ভোগের থালা এনে কোন লাভ নেই।

রাধাকান্ত। দেশ তোমাকে চিনলে না বিদ্যাসাগর। আমি চিনেছিলাম, তবু সময় থাকতে কাছে টেনে নিইনি। অপরাধ তোমার নয়,— আমার। ভগবান্ তোমায় দুঃখে শান্তি দিন।

প্রস্থান।

দুর্গাচরণ। বিয়ে বাড়ী যাবে না তুমি?

ঈশ্বর। না।

শ্রীশ। আমার বাড়ী যাবে ত?

ঈশ্বর। তুমি আর একটা বিয়ে কচ্ছ না কি?

দুর্গাচরণ। বিয়ে নয় পণ্ডিত। শ্রীশের ছেলের অন্নপ্রাশন।

ঈশ্বর। অন্নপ্রাশন! তোমার ছেলে হয়েছে? কখনও বলনি তো। কেমন ছেলে? কাণা খোঁড়া নয় তো? আমাদের মত হাত পা মাথা সব আছে? কথা বলে, না বোবা?

শ্রীশ। নিজের মুখে আর কি বলব? দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ঈশ্বর। পাড়ার লোক তাকে গলা টিপে মারেনি?

দুর্গাচরণ। গলা টিপে মারবে কি? যে দেখে, সেই বুকে তুলে নেয়।

ঈশ্বর। আঃ—সাহারার মরুভূমিতে এই একটা পান্থপাদপ। নিঃসীম অন্ধকারে একটু আলোর রেখা! এমন কত দেবশক্তি পৃথিবীর আলো দেখতে চায়, নিষ্ঠুর সমাজ তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে! কত চাঁদ-কেদার, কত মোহনলাল, কত রায়বাঘিনী বাংলার মাটিতে জন্মাতে পারত! তাদের আসতে দিলে না। কবে আসবে সে মহামানব, যে তার বজ্রকঠিন বাহু দিয়ে এই পর্বত-প্রমাণ আবর্জনা সরিয়ে দেবে?

দুর্গাচরণ। } পণ্ডিত!
শ্রীশ। }

ঈশ্বর। আসবে, সে মহামানব আসবে। যে যজ্ঞ আমি আরম্ভ করে গেলাম, সে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে তাকে আসতেই হবে। চল শ্রীশ, চল দুর্গাচরণ, কালীমতীর সুখের সংসার দেখে আসি চল। মরার আগে আমি দেখে যাব যে আমি ব্যর্থ হইনি; আমার গাছে ফল ধরেছে, সে মাকাল ফল নয় অমৃত ফল।

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য

বিদ্যাসাগরের বাড়ী

দীনবন্ধুর প্রবেশ

দীনবন্ধু। দাদা, দাদা, ওরে শ্রীমন্ত,—

শ্রীমন্তের প্রবেশ

শ্রীমন্ত। কে ডাক পাড়ে? তুমি! মেজ দাঠাকুর? কি আমাদের ভাগ্য, বাড়ীতে তোমার পায়ের ধুলো পড়ল! কি, চাও কি তুমি হেথায়?

দীনবন্ধু। দাদার নাকি খুব অসুখ?

শ্রীমন্ত। তাতে তোমার কি? মরে গেলেই বা তোমার কি যায় আসে? বড়মা মরে গেল, কত্তাঠাকুর চোখ বুজল,—একবারটি তুমি চোখের দেখা দেখতে গেলেনি। বড় বৌঠান মরার সময় তোমাকে একবারটি দেখতে চেয়েছিল, তুমি একবার এলেনি, এত তোমার রাজকাজ। আজ হঠাৎ কি মনে করে এয়েছ?

দীনবন্ধু। দাদা কোন্ ঘরে? আমি তাঁকে দেখব।

শ্রীমন্ত। হবে না—Get out, দাদাকে দেখবে। ভারী আমার দাদার ভাই! কি, দেখবে কি? তোমাদের জন্যে কেঁদে কেঁদে মানুষটা যমের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, আজ তোমার টাইম হয়েছে? তোমরা সবাই মিলে মানুষটাকে মেরে ফেলেছ, তোমাদের মুখ দেখতে আছে? তোমরা বেইমান, ইতর, ট্রেচার।

দীনবন্ধু। বল, যত বলতে পারিস বল্। তবু একবার দোর খুলে দে। ওরে, আমি ছুটতে ছুটতে আসছি।

শ্রীমন্ত। এবার ছুটতে ছুটতে রিটান কর।

দীনবন্ধু। ছিরে—

শ্রীমন্ত। আরে দূর ছিরে, তুমি বেরিয়ে গেলে আমি ওষুধ আনতে যাব! ডুগ্‌গো ডাক্তার বলেছে, শক্ লাগলে আর টিকবেনি। তুমি যা ভাই, তোমার চোপা দেখলে আর দেখতে হবেনি!

দীনবন্ধু। সব সত্য। কিন্তু এই শেষ সময়ে—

শ্রীমন্ত। শেষ সোমায়ে কি? নার্স করবে? সে তোমার দরকার নেই। নারাণ আছে, তার বউ আছে, ও বাড়ীর লবঙ্গ খুড়ী এয়েছে, তার উপর কাশী থেকে সুরমা দিদিমণি এসে পড়ল বলে!

দীনবন্ধু। আমাকে সেবা করতে দিবি না? দেখতেও দিবি না?

শ্রীমন্ত। নো।

বিধবা লবঙ্গের প্রবেশ

লবঙ্গ। ছেড়ে দাও শ্রীমন্ত, দোর ছেড়ে দাও। ভাই ভাইয়ের কাছে এসেছে, তুমি কেন বাধা দেবে বাবা? তোমার বড়দাঠাকুর জানতে পারলে তোমার মুখ দেখবেন না।

দীনবন্ধু। কাকী, তুমিও শাঁখা সিঁদুর ঘুচিয়ে এসেছ?

লবঙ্গ। এত জানা কথা বাবা। নিঃশ্বাস ফেলছ কেন? এ ব্যাধি দূর করতেই তো বিদ্যাসাগর যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন; তোমরা সে যজ্ঞকুণ্ডে জল ঢেলে দিয়েছ।

দীনবন্ধু। আজ সে কথা মনে করে আমার চোখের জল বাধা মানছে না কাকী। দাদাকে আমি চিকিৎসা করিয়ে ভাল করে তুলব।

তারপর দু'ভাই একসঙ্গে আবার রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করব। আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

শ্রীমন্ত। বেশ করেছ!

লবঙ্গ। দু'বছর আগে যদি আসতে, তাহলে বোধহয় এত শীগ্‌গির ইন্দ্রপাত হত না। দেখলে চিনতে পারবে না বাবা। এতবড় অসুরের দেহ আজ শিশুর মত দুর্বল। শয়ে শয়ে লোক দেখা করতে আসছে; ডাক্তার দু'দিন ধরে কাউকে দেখা করতে দিচ্ছেন না।

দীনবন্ধু। আমায় যে দেখা করতেই হবে।

শ্রীমন্ত। অ্যাই,—ভেতরে যাবে নি, মার্ডার করব।

দীনবন্ধু। দাদা,—

লবঙ্গ। ঘুমিয়ে আছেন। একটু পরেই না হয় যেও।

বেগে সুরমার প্রবেশ

সুরমা। দাদা,—ও শ্রীমন্ত ভাই, দাদা কেমন আছেন?

শ্রীমন্ত। হয়ে এসেছে দিদি। আমি মেডিসিন আনতে যাচ্ছি। তুমি ঘরে যাও।

[প্রস্থান।

সুরমা। কোন্ ঘরে ভাই? কোন্ ঘরে? কে! মা?

লবঙ্গ। তাকিয়ে আছ কেন? বড় খারাপ দেখাচ্ছে, না? এত জানাই ছিল। চোখ ছলছল কচ্ছে কেন? এই তো আরম্ভ মা। বিদ্যাসাগর বিদায় নিচ্ছে। সূর্য্যটা নিভে যাবে না? গঙ্গার জল শুকিয়ে যাবে না? কান্নার কি শেষ আছে? সব জমিয়ে রাখ, সব জমিয়ে রাখ।

দীনবন্ধু। }
সুরমা। } দাদা!

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবেশ

ঈশ্বর। কে এল রে? কে এল? দীনু? দীনবন্ধু এসেছ?

দীনবন্ধু। আমার সব দোষ ক্ষমা কর দাদা। তোমার সঙ্গে কাজ করব বলে আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

ঈশ্বর। বড় দেরী হয়ে গেল ভাই। আমার হিসেব নিকেশ শেষ করে দিয়েছি। আবার আসব আমি এই বাংলার মাটিতে—যতদিন বিধবার মুখে হাসি না ফোটে, যতদিন বহু বিবাহের ব্যাধি দূর না হয়, যতদিন আচারের উপর বিচারের জয় না হয়। স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, বারে বারে ঘুরে ঘুরে যেন আসি এই দুর্গত বাংলায়, আর চণ্ডীদাসের মত সবার কানে পৌঁছে দিই সেই বাণী—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

সুরমা। ও দাদা, তুমি শোবে চল দাদা! তোমার দেহ থরথর করে কাঁপছে।

ঈশ্বর। আমার দিদি এসেছিস্? আঃ—কি ভাল লাগছে তোকে, যেন তপস্বিনী উমা! পথ পেয়েছিস যদি, আর এদিক ওদিক তাকাস নি যেন।

লবঙ্গ। ও বাবা, ডাক্তার যে উঠতে বারণ করেছে। এখুনি ডাক্তার এসে আমাদের ফাঁসী দেবে।

ঈশ্বর। শুয়ে শুয়ে আমি মরব না কাকী। সারাজীবন হেঁটেছি। আজ আবার ইচ্ছে হচ্ছে গোটা কলকাতা প্রদক্ষিণ করে আসি। আমার ভাই এসেছে, আমার বোন এসেছে, আমি কি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি? কত কথা বুক ঠেলে উঠে আসছে।

দীনবন্ধু। চুপ কর দাদা, তুমি হাঁপাচ্ছ যে।

ঈশ্বর। দীনু, আমার এই চাদরখানা তোকে দিয়ে গেলাম।

গায়ে যতক্ষণ থাকবে, মনে করিস, তোর দাদা তোর সঙ্গেই আছে।

সুরমা। আমায় কিছু দেবে না দাদা ?

ঈশ্বর। তোর জন্যে রইল আমার এই তালতলার চটি। চেয়ে চেয়ে দেখিস, আর দাদাকে মনে করে গান গাস।

লবঙ্গ। এবার ঘরে যেতে হবে বাবা। আর আমি শুনব না।

দুর্গাচরণের প্রবেশ

দুর্গাচরণ। একি পণ্ডিত ! তুমি উঠে এসেছ ? আর তোমরা সব এই মরা মানুষটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গল্প কচ্ছ ? তোমরা কি ?

ঈশ্বর। ওরে ও দুর্গা,—শোন্!

দুর্গাচরণ। শুনব পরে। তুমি আগে ঘরে চল।

ঈশ্বর ঘরে আর যাব না বন্ধু।

শ্রীমন্তের পুনঃ প্রবেশ

শ্রীমন্ত। চালাকি পেয়েছ ? যাবে নি ? চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাব। চলে এস।

ঈশ্বর। দাঁড়া দাঁড়া,। ও দুর্গা, দেখ্ দেখ্—একটা রথ নেমে আসছে। দেবতারা রথ পাঠালে বুঝি ? ফিরিয়ে দে রথ। স্বর্গে আমি যাব না।

দুর্গাচরণ। পণ্ডিত ! ধর শ্রীমন্ত

শ্রীমন্ত। বড় দাঠাকুর, কাঁপছ কেন ?

দীনবন্ধু }
সুরমা } দাদা !

ঈশ্বর। স্বর্গের ঈশ্বর, তুমি স্বর্গে বসে থাক। বাংলার ঈশ্বর যেন

ঘুরে ঘুরে আসে এই বনজঙ্গলে ঘেরা, দুঃখ দৈন্য ভরা বাংলার ছায়া-শীতল মাটিতে। [পতন]

শ্রীমন্ত। দাদাঠাকুর,—

সুরমা। } দাদা,—
দীনবন্ধু। }

লবঙ্গ। নাড়ীটা দেখুন তো ডাক্তার বাবু?

দুর্গাচরণ। স্বর্গের দেবতা স্বর্গে চলে গেছে ওরে শ্রীমন্ত, ফটক খুলে দে, হাজার হাজার লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা একবার শেষ দেখা দেখে যাক। যাও বন্ধু, সারাজীবন কেঁদেছ তুমি। এবার হাসির রাজ্যে চিরশান্তি লাভ কর

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি নাটক

শ্রীশম্ভুনাথ রচিত—

হিটলার

লেনিন

কাঞ্চি কাবেরী

শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দে রচিত—

করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর

কালাপাহাড়

পতিঘাতিনী সতী

শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত—রাজা রামমোহন

অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী রচিত—বিনয় বাদল দিনেশ

শ্রীনন্দ গোপাল রায়চৌধুরী রচিত—জনতার রায়

শ্রীশিব ভট্টাচার্য রচিত—ঔরংজেব

শ্রীপ্রসাদ ভট্টাচার্য রচিত—ফাঁসিরমঞ্চে ক্ষুদিরাম

মণ্ডল এণ্ড সন্স, ঃ কলিকাতা-১২